

5. 6.5.590.3

0278

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাৰ

অসমীয়া ভাঙনি

— আৰু —

গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস।

( শ্রীৰাধিকানন্দ চৌধুৰী )

( প্রশান্তমূৰ্ত্তি )

---

মূল্য ১।।০ ; পকাবান্ধা ১৫. অনা



প্রকাশক—

আসাম প্রেছ,  
গুৱাহাটী—

অনুবাদকৰ দ্বাৰা সৰ্বস্বত্ব সংৰক্ষিত ।

অনুবাদকৰ অনুমতিক্ৰমে এই ২য় সংস্কৰণ ছপা কৰা হ'ল ।

প্রকাশক ।

প্ৰিণ্টাৰ—

শ্ৰীস্বৰূপ চন্দ্ৰ কলিতা

আসাম প্রেছ,  
গুৱাহাটী ।

২৮/৮/৪৯

## পূৰ্ববাভাষ ।

আজি শুনাহি গীতাৰ বাণী ।

অতি লয়লাসে                      শোভে পীতবাসে  
কৰুণাময় স্বামী ॥

কেনে সুশোভন                      অধৰ অৰুণ

ফুটে। ফুটে। কৰে হাঁহি ;

জ্ঞান সুৰ সৰি                      ভক্তি তান ধৰি  
বজায় নেদেখা বাঁহী ।

আজি শুনাহি গীতাৰ বাণী ।

নীলে নীলে মিলি                      নীলিমা বিজুলী

প্রকাশে মধুৰ অতি ;

চমকি চমকি                      অঙ্গ অঙ্গ ইকি

মধুৰে মধুৰ ভাতি ।

আজি শুনাহি গীতাৰ বাণী ।

একত্ৰ তানৰ

অদৃশ্য ভাবৰ

অলকা তিলক ভালে ;



প্রেমব মাধুরী                      প্রেমতে বাগবিত্তি  
লাহে লাহে হালে জালে ।  
আজি শুনাহি গীতার বাণী ।

আমি পার্থক্য                      মহা ধনুধর  
গাণ্ডী আমাৰ ধৃতি ;  
শ্রীকৃষ্ণ আমাক                      'সখি' বুলি মাতি  
হৰিছে আমাৰ স্মৃতি ।  
আজি শুনাহি গীতার বাণী ।

পাহৰি সংসার                      হও চিদাকাৰ  
আতমা প্রতীতি লই ;  
আতমা আতমা                      চিন্ময় প্রতিমা  
আতমা আমাৰ "মই" ।  
আজি শুনাহি গীতার বাণী ।

আতমা আমাৰ                      আমি বিশ্বাত্মাৰ  
সংযম আমাৰ হাঁহি ;  
জ্ঞানৰ সফুৰা                      ভক্তি বসে ভবা  
বজোৱা প্রেমৰ বাঁহী ।  
আজি শুনাহি গীতার বাণী ।

নিত্য সাধনা                      ধ্যান ধাৰণা  
জীৱনফুলৰ পাহি ;  
সি ফুটেৰে পূজি                      একত বিৰাজি  
যাওঁগৈ প্রেমত ভাহি ।  
আজি শুনাহি গীতার বাণী ।

সংসাৰ মাধুরী                      ভাবৰ লহৰী  
একত বসেৰে ভবা ;  
প্রেমে হেলে জালে নাচে তালে তালে  
মধুৰ মিলনে ভবা ।  
আজি শুনাহি গীতার বাণী

১৫ শাওণ }  
১৩২৬ }



# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।



## প্রথম অধ্যায় ।



ধৃতবাষ্ট্রে শুধিলে,

ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুজিবর মনে,

কি কবিলে মোর আক পাণ্ডুপুত্রগণে ?” ১ ।

সঞ্জয়ে উত্তরিলে,

পাণ্ডবর সেনাগণে বেহুঁ পাতা দেখি,

কুরুবাজ দুর্ঘ্যোধন সচকল আখি ;

দ্রোণর সমুখে গই নমস্কার কবি,

আবস্তিলে এই দবে শিষ্যত্ব আচরি । ২ ॥

“চোরা গুরু ! বেহুঁ পাতা পাণ্ডুসেনাগণ,

মাজে তব শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন বুদ্ধিমান । ৩ ।

পাণ্ডবর সেনামাজে

মহাবথা বহু বাজে

ভীমার্জুন সমকক্ষ বাব ;



কাশীৰাজ, যুযুধান, উত্তমোজা বীৰ্য্যবান,  
পুত্রগণ আক দ্রৌপদীৰ ।  
যুধামন্যু বীৰবর, অভিমন্যু ধুবন্ধর,  
বিবীট, দ্রুপদ মহাবীৰ ;  
পুরুজিৎ বলবান, ধৃষ্টকেতু চেকিতান,  
শৈব্য আক কুন্তিভোজ ধীৰ । ৪—৬ ।  
সৈন্যব নায়ক মোর, জ্ঞাপনার্থে দ্বিজবর,  
প্রধান যি কণ্ঠ একে একে ;  
তুমি, ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ, অশ্বখামা সুবিকর্ণ,  
সৌমদত্তি, জয়দ্রথ, সবে । ৭—৮ ।  
আছে বীৰ বহু অন্ত, বনে সুনিপুণ ধন্য,  
নানা অস্ত্র প্রহারিব জানে ;  
মোর হিতাকাজক্ষা করি, জীবনর আশা এবি,  
বাধা বিপ্লি একোকে নামানে । ৯ ।  
অপর্যাপ্ত মোর সৈন্য, সবে বীৰ অগ্রগণ্য,  
বীৰ্য্যবান ভীষ্মে বক্ষা করে ;  
পর্যাপ্ত পাণ্ডবদল, নাই কাৰো বেচি বল,  
ভীমসেনে বন্ধিব নোরাবে ।  
তথাপিতো মনে মোর, উদিছে সংশয় ঘোর,  
পাছে কিবা হওঁ পরাজিত ;

কি জানি কি দৈববলে, মোর সেনা বণস্থলে,  
সুর্য্যকোশলে নহয় বক্ষিত । ১০ ।  
সিহেতু সাহসবলে, থাকি সবে স্থলে স্থলে,  
নিজে নিজে নিজ ঠাই বখি;  
সদা সতর্কিত হই, যুদ্ধ করি গুরু ! বই,  
ভীষ্মক বন্ধিবা চতুর্দিশি । ১১ ।  
পাছে ভীষ্ম পিতামহ, প্রবল প্রতাপ সহ,  
সিংহনাদ করি বীৰবর ;  
রাজা দুর্য্যোধনচিত্ত, করি মহা উল্লসিত,  
শঙ্খনাদ করিলে গভীর । ১২ ।  
তুবী ভেবী আক অন্ত, বণবাদ্য ভিন্ন ভিন্ন,  
ঢাক ঢোল হঠাতে বাজিল ;  
উঠিল তুমুল ঝোল, ভয়ানক কোলাহল,  
ভাঙি যেন আকাশ পবিল । ১৩ ।  
পাছে শ্বেত অশ্বযুক্ত, মহৎ বথত স্থিত,  
কৃষ্ণার্জুনে শঙ্খনাদ করে ;  
পাঞ্চজন্তু হৃষীকেশে, দেবদত্ত ধনঞ্জয়ে,  
দিব্য শঙ্খ বজালে ঝঙেবে ।  
ভীমকর্ষ্মী বৃকোদরে সুগভীর শবদেবে  
পৌণ্ড্রনামে শঙ্খ ফুকিয়ালে ;



অনন্ত বিজয় নামে, মহাবাজ যুধিষ্ঠিরে  
পাছে শঙ্খ নিজর বজালে ।  
হৃদয় আনন্দময়, সুনীপুণ বীরদয়,  
যমজ নকুল সহদেবে ;  
সুঘোষ, মণিপুষ্পক, ছয়ো শঙ্খ ভয়ানক,  
বজালে উল্লাসে উচ্চরবে । ১৪-১৬ ।  
মহাবতী শিখণ্ডীয়ে, কাশ্য আক সাত্যকীয়ে,  
আক পঞ্চ দ্রোপদীতনয় ;  
অভিমন্যু দ্রুপদেও, ধৃষ্টদ্যুম্ন বিবাতটেও,  
সবে শঙ্খ সগর্বে বজায় । ১৭-১৮ ।  
ভয়ানক শঙ্খবোল চাৰিদিক ভেদি গ'ল,  
স্বর্গ, মর্ত্য, সকলো কঁপিল ;  
কৌবব হৃদয়চয়, মহাশকে বিদারয়,  
যেন মহা প্রলয় মিলিল । ১৯ ।  
শুনা, কুরুমহাবাজ ! ধনঞ্জয় কপিধ্বজ,  
বণোন্মুখ সকলো নিবথি ;  
হাতে ধরি ধনুশব, ধীরে ধীরে বীরবর,  
মাধরক কলে, “শুনা সখি !” ২০ ।  
“উভয় সেনার মাজে বাখা বথখন,  
মই যাতে চাব পারোঁ। কুক সেনাগণ ।

দৃষ্টমতি কৌববর প্রিয়াকাজ্ঞী বীর,  
চাম যত যুদ্ধকামী কবা বথ স্থির ;  
কাব লগে যুজোঁ। মই সমরত পশি,  
মোর সমকক্ষ বীর নিবথিম সখি । ২১-২৩ ।  
বীরোচিত কথা কৃষ্ণে শুনি অর্জুনর,  
বাখি মাজে বথোত্তম উভয় সেনার ;  
কলে ভাবতক, “পার্থ ! চোরা হেবা সব,  
ভীষ্ম, দ্রোণ আক অন্য বহুত কৌবব ।” ২৪-২৫  
সি স্থানত সমাগত দেখিলে অর্জুনে যত  
মহাবীর উভয় পক্ষত ;  
পিতৃব্য, মাতুল, সখা বন্ধু গুরু, মহাযশা  
আক অন্য ইষ্ট মিত্র কত । ২৬ ।  
আত্মীয় সৈনিক যত দেখি পার্থ বিবাদিত  
কলে মাধরক দুখ মনে ;  
“হেবা সখি-স্বজনক, বণস্থিত যুজারুক,  
দেখি দেহ কঁপে মোর ঘনে !  
“শুকাল যে মুখ মোর বোমাঙ্কিত তনু,  
শরীর দহিছে মোর থহি পবে ধনু । ২৭-২৯ ।  
ঘূরিছে যে মূর মোর থাকিব নোরাবোঁ,  
বিপবীত কুলক্ষণ নিবীক্ষণ কবোঁ । ৩০ ।



নালাগে হে ৰাজ্য সখি নালাগে বিজয়,  
বন্ধুজন মাৰা মোৰ উচিত নহয় । ৩১ ।  
যাব নিমিত্তেই আশা কৰে ৰাজ্যধন,  
সি সব মাৰাৰ নাই একো প্ৰয়োজন । ৩২ ।  
দ্রোণ, ভীষ্ম আৰু অন্য পিতা পুত্ৰগণ ;  
মাতুল, শশুৰ আৰু ভাই বন্ধুজন ;  
আহিছে যুদ্ধক এৰি জীৱনৰ আশা,  
মাৰিবৰ ইচ্ছা নাই কৰ্ত্তা শুনা সখা ! ৩৩-৩৪ ।  
ৰাজ্য লাভ কথা এৰা, ত্ৰিভুবনো পালে,  
কিনো সুখ হ'ব সখি ! কোৱব বধিলে ? ৩৫ ।  
( অন্যায় উপায়ে নৰে হিংসা আচৰিলে  
সিজনক সাধুসবে আততায়ী বোলে । )  
যদিও বা পাপ নাই আততায়ী বধে,  
স্বজন বধব, সখি ! পাপ কোনে বোধে ?  
স্বজন বধিলে মহা পাপ উপজয়,  
কোৱব সংহৰা মোৰ উচিত নহয় । ৩৬ ।  
মিত্ৰদ্ৰোহে কুলক্ষয়ে যি পাতক হয়,  
যদিও নেদেখে লোভী কোৱব নিচয় ;  
জানি শুনি আমি কিয় স্বজন বধিম,  
মহা পাপ ইটো সখি, কিয়নো কৰিম ? ৩৭-৩৮ ।

কুলক্ষয় হলে কুলধৰ্ম্ম নষ্ট হয়,  
ধৰ্ম্মনষ্ট হলে কুল পাপে মগ্ন বয় । ৩৯ ।  
পাপাধীনা কুলস্ত্ৰীৰ সতীত্ব আঁতৰে,  
জাবজ সন্তানে পাছে জন্মলাভ কৰে । ৪০ ।  
জাবজ জন্মিলে হয় পিণ্ডক্ৰিয়ালোপ,  
পিতৃপিতামহে পশে নৰকৰ কূপ । ৪১ ।  
কুলদ্বৰ দোষে নাশে কুলধৰ্ম্মধন,  
জাবজ সন্তানে জাতিধৰ্ম্ম সনাতন । ৪২ ।  
নষ্ট হলে সনাতন কুলধৰ্ম্মধন,  
বাস কৰে নৰকত লুপ্তধৰ্ম্মাজন । ৪৩ ।  
ৰাজ্যসুখলাভ হেতু বধিম স্বজন ?  
হায় সখি ! মহাপাপ কৰিছোঁ মনন । ৪৪ ।  
অস্ত্ৰ এৰি হলেঁ মই ৰণ-পৰাজুথ—  
মাৰিলে কোৱবে মোক সিয়ো মোৰ সুখ ।” ৪৫ ।  
এই বুলি ধনঞ্জয় বহিল ৰথত—  
এৰি থলে ধনুশৰ মনৰ দুখত । ৪৬ ।

ইতি বিবাদযোগ ।



## দ্বিতীয় অধ্যায় ।



সঞ্জয়ে কলে,

অর্জুনক বিষাদিত সজল নয়ন,  
সম্বোধি শ্রীকৃষ্ণে কলে মধুর বচন । ১ ।  
“বিষম সমর সমুখত উপস্থিত,  
কি কারণে তুমি পার্থ, হলা বিষাদিত ?  
অশ্বর্গ্য, অকীর্তিকর ই কার্য নিশ্চয় ;  
আর্য্য-অনুচিত কিয় মোহর উদয় ? ২ ।  
ক্লেব্য এবা ধনু ধরা মোহ নুযুরায়,  
হৃদয়র দুর্বলতা এবা ধনঞ্জয়” । ৩ ।

অর্জুনে উত্তরিলে,

পূজ্য-ভীষ্ম আক গুরু দ্রোণর লগত,  
কিকপে যুজিম মই শবেদি বণত ? ৪ ।  
মহাজন গুরুজন নামাৰি যুদ্ধত,  
ভিক্ষা মাগি খাব লাগে যদি সংসারত,  
সিও ভাল ; তথাপিতো মাৰি গুরুজন,  
নোরাৰোঁ ভুঞ্জিব আমি সুখে রাজ্যধন । ৫ ।

মৃত্যু ইচ্ছা হয় যি সবর মরণত,  
সি সব বিপদকপে স্থিত সমুখত ।  
কি যে ভাল মোর—জয় কিংবা পরাজয় ?  
নোরাৰোঁ করিব সখি ! একোকে নিশ্চয় । ৬ ।  
হইছে দুর্বল বুকু, মনো যে বিকল—  
তুমি গুরু মই শিষ্য কোরা যিটো ভাল । ৭ ।  
রাজ্যলাভ স্বর্গলাভ নেদেখোঁ একোতে,  
হৃদয়বিদরা দুখ দূর হয় যাতে । ৮ ।

সঞ্জয়ে কলে,

“নুযুজোঁ হে কৃষ্ণ মই” বলি সকাতরে  
মৌনী হল গুড়াকেশ অতি দুখভরে । ৯ ।  
বিষাদিত অর্জুনক সেনার মাজত,  
হাঁহি হৃষীকেশে কলে, “শুনা হে ভাবত । ১০ ।  
জ্ঞানীর নিচিনা কথা কই সুনিশ্চয়,  
শোকত অধীর হোরা উচিত নয় ;  
অনর্থক তুমি কিয় শোকত আকুল ?  
জীয়া মরা অর্থে জ্ঞানী নয় ব্যাকুল । ১১ ।  
বণস্থিত রাজাগণ তুমি মই আদি  
আছিলোঁ, থাকিম আমি—আমি যে অনাদি । ১২ ।



শৈশব, যৌবন, জবা—অবস্থার ভেদ,  
 মৃত্যুও তদ্রূপ সখি ! জানি এরা খেদ । ১৩ ।  
 শীত উষ্ণ সুখ দুখ সম্মানে সদিবা,  
 অনিত্য ইন্দ্রিয়কার্য্য নিশ্চয় জানিবা । ১৪ ।  
 সুখে দুখে সমভাবে থাকে যিটো নবে,  
 অনায়াসে অমৃতত্ব তেঁর লভ কবে । ১৫ ।  
 নিত্য বস্তু সর্বদায় অনন্ত অক্ষয়,  
 অনিত্য বস্তুর সখি ! অস্তিত্ব নবয়—  
 এই তত্ত্ব নিকপণ কবি জ্ঞানীজনে,  
 অচল অটল ভাবে থাকে সর্বক্ষণে । ১৬ ।  
 অবিনাশী, সর্বব্যাপী আত্মা যি নিশ্চয়,  
 জানিবা অর্জুন, সদা অনন্ত অক্ষয় । ১৭ ।  
 দেহ অতীত আত্মা সনাতন সত্য,  
 যুক কৰা পার্থ, জানি দেহ যে অনিত্য । ১৮ ।  
 আত্মাই মাঝিছে বুলি কল্পনা যি কবে,  
 অথবা যি জনে ভাবে, “আত্মা কিবা মবে”;  
 নাজানে সিঁহতে সখি ! কেনে আত্মাধন—  
 ক্রিয়াহীন, নিত্য, শুদ্ধ, আত্মা অমৰণ । ১৯ ।  
 নমবে নজন্মে আত্মা উৎপত্তিবহিত,  
 দেহ নষ্ট হোৱা স্বত্তে আত্মা অজ নিত্য । ২০ ।

নিত্য অবিনাশী বুলি আত্মা যি জানে,  
 কাক নো বধিব সখি কিরূপে সি জনে ? ২১ ।  
 গাৰ আবরণ যদি ছিন্ন ভিন্ন হয়,  
 জীর্ণ বস্ত্র এৰি নবে নব বস্ত্র লয়;  
 আত্মাবেষ্ট আবরণ প্রাণীদেহচয়—  
 জীর্ণ হলে এৰি জীৱে অন্য দেহ লয় । ২২ ।  
 অস্ত্রৰ তৰাটা আত্মা নোপোৰে জুইত,  
 বতাহে নোশোষে আত্মা নিভিজে পানীত । ২৩ ।  
 অছেদ্য অদাহ্য আত্মা অক্লেদ্য অশোয্য,  
 অচঞ্চল স্থিৰ এক সর্বব্যাপী নিত্য । ২৪ ।  
 অন্যক্ত, অচিন্ত্য আত্মা বিকাৰবহিত,  
 তেন জানি শোক কৰা অতি অনুচিত । ২৫ ।  
 জন্মে মবে বুলি আত্মা যদি মনে লয়,  
 তথাপিতো শোক পার্থ, উচিত নহয় । ২৬ ।  
 জন্মিলে মৰিব লাগে প্রথা চিৰন্তন,  
 মৰিলেই জন্মে ইটো কৰ্ম্মৰ বিধান;  
 যিটো পৰিহাৰ্য্য জানা কদাপি নহয় ।  
 তাৰ অৰ্থে শোক কিয় কৰা, ধনঞ্জয় ? ২৭ ।  
 আদিতে অব্যক্ত জীব মাজতেহে ব্যক্ত,  
 জীৱনান্তে মৃত্যু হয়—পুনশ্চ অব্যক্ত—



জন্মে, বাচি থাকে, মবে জীৱৰ শৰীৰ,  
সিকাৰণে কিয় হোৱা শোকত অধীৰ ? ২৮ ।  
“এই আত্মা আচৰিত”, কাৰো মনে হয়,  
“এই আত্মা আচৰিত” বুলি অন্যে কয় ।  
“এই আত্মা আচৰিত” বুলি অন্তে শুনে,  
আত্মাৰ প্ৰকৃত তত্ত্ব তথাপি নাজানে । ২৯ ।  
অমৰণ, অভগন আত্মা সদা বয়,  
দেহৰ মৃত্যুত শোক উচিত নহয় । ৩০ ।  
ক্ষত্ৰিয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম্ম যুদ্ধই নিশ্চয়,  
মোহযুক্ত হই কিয় কঁপা ধনঞ্জয় ? ৩১ ।  
যুদ্ধৰূপ স্বৰ্গদ্বাৰ উন্মুক্ত আপুনি,  
ভাগ্যবান ক্ষত্ৰিয়েই যুজে হেন জানি । ৩২ ।  
যুদ্ধ নকৰিলে পাৰ্থ ! ধৰ্ম্ম হব নষ্ট,  
স্বধৰ্ম্ম, স্বকীৰ্ত্তি নাশি নিজে হবা ভ্ৰষ্ট । ৩৩ ।  
লোকেও তোমাৰ গাব কুযশ অক্ষয়,  
মানীৰ কুযশ সখি ! মৃত্যুতুল্য হয় । ৩৪ ।  
পূৰ্ব্বত প্ৰশংসা কৰা মহাবীৰ্য্যগণে ;  
ভয়ে ভঙ্গ দিলা বুলি কদথিব ঘনে । ৩৫ ।  
কুৰুটণা যদি তব বটে শত্ৰুচয়,  
ততোধিক কিনো আছে দুখৰ বিষয় । ৩৬ ।

মৰা যদি স্বৰ্গ পাবা জয়ী হলে ৰাজ্য,  
উঠা বীৰ ! ধৈৰ্য্য ধৰি সাধা নিজ কাৰ্য্য । ২৭ ।  
লাভালাভ সুখ দুখ জয় পৰাজয়,  
সমজ্ঞান কৰি যুজা—অধৰ্ম্ম নহয় । ৩৮ ।  
আত্মতত্ত্ব সাংখ্যমতে কৰিলে বৰ্ণন,  
যোগতত্ত্বজ্ঞান কওঁ কৰিবা মনন ;  
যি জ্ঞান প্ৰভাবে জীৱে লভে মোক্ষধন,  
যি জ্ঞানত খহি পৰে কৰ্ম্মৰ বন্ধন । ৩৯ ।  
নাই কোনো পাপ আৰম্ভৰো নাশ নাই,  
অল্লাৰ্হুচানতো ভয় হন্তে ত্ৰাণ পায় । ৪০ ।  
যোগত একাগ্ৰ চিন্তা শুনা ধনঞ্জয়,  
সকাম কৰ্ম্মৰ চিন্তা বহুশাখাময় । ৪১ ।  
“সকাম কৰ্ম্মত ৰাজে সাৰতত্ত্ব নাই”  
মূৰ্খে ফুৰে হেন বিসঁচীয়া কথা কই ;  
অল্লবুদ্ধি, অবিবেকী, স্বৰ্গপৰায়ণ,  
ভোগ আশে কৰ্ম্মকাণ্ড কৰে নিকপণ ।  
বিসঁচীয়া কথাত বিশ্বাসপৰায়ণ,  
কৰ্ম্মাসক্ত, ভোগ ঐশ্বৰ্য্যত যাৰ মন ;  
একাগ্ৰ নহয় চিন্তা সিটো পুৰুষৰ ;  
কদাপি নহয় চিত্ত সমাধি যোগ্যৰ । ৪২-৪৩ ॥



সত্ত্ব, রজঃ তম, প্রকৃতির তিনি গুণ,  
 গুণাধীন ক্রিয়াকাণ্ড বেদৰ অর্জুন !  
 নিকাম মার্গত হোৱা সমতাত স্থিত,  
 ব্রহ্মনিষ্ঠ, শুদ্ধচিত্ত, ত্রিগুণ বহিত । ৪৫ ।  
 বাৰিবাৰ পানীত ডুবিলে সৰ্ব ঠাই,  
 যেনে কোনো পৃথিবীৰ প্রয়োজন নাই ;  
 ক্রিয়াকাণ্ড বেদো হয় পৃথিবীৰ দৰে ।  
 জীৱে যেতিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কৰে । ৪৬ ।  
 কৰ্মে অধিকাৰ তব, ফলত নহয়,  
 ফলাকাঙ্ক্ষা এৰি কৰ্ম কৰা ধনঞ্জয় ! ৪৭ ।  
 একনিষ্ঠ যোগে আসক্তিক ত্যাগ কৰা,  
 স্থিৰভাবে কৰ্ম কৰি ফলাকাঙ্ক্ষা এৰা ;  
 সিদ্ধি অসিদ্ধিত সমভাব যেন বয়,  
 সমতাই যোগ নামে পৰিচিত হয় । ৪৮ ।  
 জ্ঞানাপেক্ষা ‘কাম্য’ কৰ্ম অতি অপকৃষ্ট—  
 “কামী” হয়—কৰা জ্ঞানাত্মক অতি শ্রেষ্ঠ । ৪৯ ।  
 সুকৰ্ম দুকৰ্ম জ্ঞানী এৰে জ্ঞান বলে,  
 যুক্ত হোৱা যোগৰূপ কৰ্মৰ কৌশলে । ৫০ ।  
 কৰ্মফল ত্যাগ কৰি, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীজন,  
 লভে জীৱনমুক্তি পদ অনাময় ধন । ৫১ ।

চিন্তাযোগে পাৰ হলে মোহমেঘব,  
 জানিবা উঠিব জলি জুই বৈবাগ্যৰ । ৫২ ।  
 শ্রুতি স্মৃতি বাদাবাদ অবহেলা কৰি,  
 মন থিৰ সমাধিত চঞ্চলতা এৰি ;  
 আত্মাত সকলো চিন্তা হলে কেন্দ্ৰীভূত,  
 লভিবা নিশ্চয় তুমি তত্ত্বজ্ঞান যত । ৫৩ ।  
 শুনি কেশবৰ কথা শুধিলে অর্জুন,  
 আত্মজ্ঞানী পুরুষৰ কিরূপ লক্ষণ ?  
 ভাষণ, আসন আৰু গমন ভ্রমণ,  
 স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষৰ কিবা আচৰণ ? ৫৪ ।  
 সকলো কামনা ত্যজি হলে আত্মবত,  
 স্থিতপ্রজ্ঞ বুলি সখি, হয় তেওঁ খ্যাত । ৫৫ ।  
 সুখে দুখে অমুদ্বিগ্ন ব্রহ্মযুক্ত মন,  
 ভয়ক্রোধাশক্তি নাই স্থিতধী সিজনে । ৫৬ ।  
 স্থিতপ্রজ্ঞজন কৰ্মফলে অনাসক্ত  
 সুখে দুখে সমভাব, সদা কষ্টমুক্ত । ৫৭ ।  
 কৰ্মে যেনে নিজ অঙ্গ কৰে সঙ্কোচন,  
 ইন্দ্রিয় নিগ্রহে তথা স্থিতপ্রজ্ঞজন । ৫৮ ।  
 বিষয়সংস্পর্শত্যাগ মাত্রে মানুহৰ,  
 নিবৃত্তি নহয় সখি, ভোগাভিলাষ ;



কিন্তু ব্রহ্মদৰ্শনে মুমুক্শুজনৰ,  
অপ্রয়াসে নষ্ট হয় আকাঙ্ক্ষা ভোগৰ । ৫৯ ।  
মুক্তিলাভে যত্নপৰ বিবেকাজনৰ,  
উন্নত ইন্দ্রিয়ে কৰে হৰণ মনৰ । ৬০ ।  
সদায় সংযমী কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞজন—  
ভুমিও সংযত হই মোতাদিয়া মন । ৬১ ।  
বিষয়ক চিন্তা নৰে আসক্ত লভয়,  
আসক্তিব পৰা হয় কামৰ উদয় ;  
পুনশ্চ কামৰ পৰা ক্রোধ উপজয়,  
ক্রোধত জানিবা হয় মোহঅভ্যুদয় ;  
মোহত বিবেক নষ্ট স্মৃতিভ্রংশ হয়,  
স্মৃতিভ্রংশ হলে ঘটে জ্ঞানৰ বিলয় ।  
জীৱন্ততে যি জনৰ জ্ঞান লোপ হয়,  
প্রাজ্ঞজনে তাক সখি ! জীৱন্ত কয় । ৬২-৬৩ ।  
হিংসাবাগণ্য বশীভূত চিত্ত যাৰ,  
ইন্দ্রিয়ে বিষয় স্পর্শ কৰিলেও তাৰ ;  
আত্মবশে বাশি সদা ইন্দ্রিয়নিচয়,  
সেই মহাজনে শান্তি লভে, ধনঞ্জয় । ৬৪ ।  
আত্মশান্তি আহা মাত্রে সৰ্ব্বদুখ মৰে ;  
শান্তচিত্ত নৰে সখি; জ্ঞানত বিহৰে । ৬৫ ।

কেন্দ্রীভূত চিন্তা নাই অযুক্ত নৰৰ,  
চিন্তা অভাৱত একো নাজানে ধ্যানৰ ;  
আত্মধ্যানহীন নৰ শান্তিশূন্য হয়,  
অশান্ত জনৰ সুখ ক'ত ধনঞ্জয় । ৬৬ ।  
অজিত ইন্দ্রিয় যদি মনযুক্ত হয়,  
চিত্তশুদ্ধি দূৰ কথা বিবেকো হৰায় ;  
ধুমুহা কোবত যেনে নাও চলি যায়,  
সিদৰে ইন্দ্রিয়ে কৰে প্রজ্ঞাৰ প্রলয় । ৬৭ ।  
সিকাবণে মহাবাহু ! জানিবা নিশ্চয়,  
জিতেন্দ্রিয় পুৰুষক প্রাজ্ঞ বুলি কয় । ৬৮ ।  
প্রাণীৰ নিশাত হয় দিন সংযমীৰ,  
সংযমীৰ ৰাতি হয় দিনত প্রাণীৰ ।  
( বিষয়ে আসক্ত থাকি অবিবেকীগণ,  
তত্ত্ববিষয়ত সদা থাকে অচেতন ;  
কিন্তু বিষয়ত অনাসক্ত জ্ঞানীজন,  
তত্ত্বজ্ঞানে আত্মধ্যানে ধৰি ৰাখে মন ) । ৬৯ ।  
মহাসাগৰৰ পানী সদায় অচল,  
পশি তাত লোপ পায় নদনদীজল ;  
সিদৰে কামনাবাশি যি মুনিৰ মৰে,  
তেওঁ শান্তি লভে ; অসংযমীয়ে নোৱাৰে । ৭০ ।



কর্মে অনাসক্তমন বিষয়স্পৃহাত্যাগী,  
লভে মহাশান্তি সেই মোহমুক্তযোগী । ৭১  
ব্রহ্মে অবস্থান এই শুনা ধনঞ্জয়,  
অনুকালে লভিলেও ব্রহ্মে লীন হয় । ৭২ ॥

ইতি সাংখ্যযোগ ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।



অর্জুনে কলে,

কর্মাপেক্ষা জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ বুলি কোরা,  
ঘোষ যুদ্ধে মোক কিয় নিযুক্ত করোরা ? ১ ।  
সন্দিগ্ধ বাক্যত বুদ্ধি মোহযুক্ত হয়,  
সত্য কবি কোরা এটা যি হয় নিশ্চয় । ২ ।

শ্রীকৃষ্ণে কলে,

সংসাবত দুইবিধ মোক্ষের উপায়,  
যোগমতে কর্ম, সাংখ্যে জ্ঞান বুলি কয় । ৩ ।  
পুরুষে নকরি কর্ম 'নৈষ্কর্ম্য' নাপায়,  
কর্মত্যাগ মাত্রে পার্থ, সন্ন্যাসী নহয় । ৪ ।  
স্বভাবজ গুণবশে জী'র কর্ম কবে,  
কোনোরে নিষ্কর্মা হই থাকিব নোরাবে । ৫ ।  
বিষয়ক চিন্তে কর্মেন্দ্রিয় বদ্ধ কবি,  
লোকে কয়, "মূর্থ সিটো বপট আচারী ।" ৬ ।  
মনেবে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত কবি,  
কর্মযোগ কবে সদা ফলাকাজ্ঞা এবি ;



ইন্দ্রিয়েদি কৰ্ম্মচয় কৰে অনুষ্ঠান,  
 সেয়ে হে বিশিষ্ট যোগী জানিবা সন্ধান । ৭ ।  
 নিষ্কৰ্ম্ম অপেক্ষা কৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়,  
 সদায় কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম কৰা ধনঞ্জয় ;  
 নিষ্কৰ্ম্মা হইয়ে যদি কটোরা সময়,  
 জীৱন যাত্ৰাও তব কদাপি নহয় । ৮ ।  
 যজ্ঞার্থে নহলে কৰ্ম্ম কৰ্ম্মবন্ধ হয়—  
 অনাসক্তভাৱে কৰ্ম্ম কৰা ধনঞ্জয় । ৯ ।  
 যজ্ঞৰ সহিতে পুৰাকালে প্রজাপতি,  
 সৃজিলে সকলো প্রজা অতি হৃষ্টমতি ;  
 কলে পাছে, “এবম্বিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে  
 আত্মোন্নতি কৰা সবে সৰ্ব্বতি বিধানে । ১০ ।  
 যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তুষ্ট কৰা দেবচয় ;  
 দেৱতা সন্তুষ্ট হলে মঙ্গল জন্মায় । ১১ ।  
 যজ্ঞাহুতি পাই তুষ্ট যত দেৱগণ,  
 সুখদানে মনুষ্যক কৰে হৃষ্টমন ;  
 দেৱদত্ত দ্রব্য দেবে নকৰি অৰ্পণ,  
 ভুঞ্জিলে নিশ্চয় চোৰ, জানিবা লক্ষণ ।” ১২ ।  
 যজ্ঞ অৱশিষ্ট কৰি সৰ্ব্বদা ভোজন,  
 সকলো পাপৰ পৰা মুক্ত সাধুগণ ;

নিজ হেতু ভোগ কিন্তু যি কৰে সংগ্ৰহ,  
 পাপ হে সদায় সিয়ে ভুঞ্জি অহবহ । ১৩ ।  
 অন্নৰ পৰাই প্রাণীদেহ সৃষ্টি হয়,  
 বৃষ্টিধাৰা বলে অন্ন জন্মে সমুদয় ;  
 যজ্ঞৰ পৰাই দেখা মেঘৰ উদয়,  
 কৰ্ম্মত অদ্ভুত যজ্ঞ জানিবা নিশ্চয় । ১৪ ।  
 “অক্ষৰ”ৰ পৰা ব্রহ্মা ব্রহ্মোদ্ভব কৰ্ম্ম,  
 সিকাৰণে যজ্ঞে স্থিত সৰ্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম । ১৫ ।  
 এই কৰ্ম্মচক্ৰবীতি নুবুজে যি জন,  
 বুথায় ইন্দ্রিয়াসক্ত তাৰ কুজীৱন । ১৬ ।  
 আত্মৰত আত্মতৃপ্ত আত্মজ্ঞ যি জন,  
 কৰ্ম্মত তেওঁৰ নাই একো প্রয়োজন । ১৭ ।  
 নৈষ্কৰ্ম্ম্যত সিদ্ধনৰ নাই প্রত্যবায়,  
 কৰ্ম্ম কৰিলেও নহে পুণ্যৰ উদয়,  
 দেবতা, মনুষ্য কিম্বা অইন প্রাণীত,  
 সিদ্ধন কদাপি ক’তো নহয় আশ্রিত । ১৮ ।  
 কৰ্ম্মযোগ কৰি নৰে লভে মোক্ষধন,  
 অনাসক্তভাৱে কৰ্ম্ম কৰা সিকাৰণ । ১৯ ।  
 জ্ঞানকক আদি কৰি মহাত্মা সকল,  
 লভিলে কৰ্ম্মে দি সেই পদ নিৰমল ;



বিশ্বব কল্যাণহেতু থাকি নিয়োজিত,  
 স্বভাবজ কৰ্ম কৰা তোমাৰ উচিত । ২০ ।  
 শ্রেষ্ঠজনে আচৰণ যদ্রূপে কৰয়,  
 অজ্ঞজন সদা তাৰ অনুবর্তী হয় ;  
 প্রামাণিক বুলি ঘিটো মানে জ্ঞানীগণে,  
 তাকেই পালন কৰে সাধাৰণ জনে । ২১ ।  
 হে পার্থ ! কৰ্ত্তব্য মোৰ নাই সংসারত,  
 অপ্রাপ্যও একো নাই তিনি ভুবনত ;  
 তথাপিতো কৰোঁ মই কৰ্ম অনুষ্ঠান,  
 জীৱ যাতে স্বধৰ্ম্মত হয়, মতিমান । ২২ ।  
 মোৰ কৰ্ম যদি মই নকৰোঁ সদায়,  
 মোৰে অনুবর্তী হব মনুষ্য নিচয় । ২৩ ।  
 মই কৰ্ম নকৰিলে শুনা ধনঞ্জয় !  
 নষ্ট হব ত্ৰিভুবন ধৰ্ম্মৰো বিলয় । ২৪ ।  
 অজ্ঞানে সকামভাৱে যথা কৰ্ম কৰে,  
 জ্ঞানীয়ে নিকামভাৱে কৰিব সিদৰে । ২৫ ।  
 আসক্ত জনৰ নজন্মাব বুদ্ধিভেদ,  
 কৰ্ম আচৰিব ব্ৰহ্মে থাকি অবিচ্ছেদ ;  
 সাদৰে আচৰি অজ্ঞানীকো নিয়োজিব ;  
 অজ্ঞানী আসক্ত—তেওঁ আসক্তি এৰিব । ২৬ ।

প্রকৃতিৰ গুণবশে সৰ্ব কৰ্ম হয়,  
 “মই কৰ্ত্তা” ভাবি জীৱে মায়াত পৰয় । ২৭ ।  
 গুণকৰ্ম বিভাগৰ তত্ত্ববিদগণে,  
 ইন্দ্ৰিয়ে কৰিছে কৰ্ম ভাবে মনে মনে । ২৮ ।  
 গুণবশে কৰ্মাসক্ত হয় অজ্ঞজন,  
 বিচলিত নকৰে অজ্ঞক জ্ঞানীগণ । ২৯ ।  
 মোত সৰ্বকৰ্মফল কৰি সমৰ্পণ,  
 আশা মোহ এৰি সখি, বণে দিয়া মন । ৩০ ।  
 শ্রদ্ধাসহ উত্তমতে কৰি আচৰণ,  
 অনায়াসে তৰে নৰে কৰ্মৰ বন্ধন । ৩১ ।  
 কিন্তু মোৰ এই মতে নচলে যিজন,  
 অৱনতি হয় তাৰ নষ্ট সৰ্বজ্ঞান । ৩২ ।  
 স্ব স্বভাৱ অনুসৰি যায় কাৰ্য্য কৰি,  
 জ্ঞানী বা অজ্ঞানীজনে ; কোনে বাখে ধৰি ? ৩৩ ।  
 ইন্দ্ৰিয়ৰ বিষয়ত বাগদেব দয়,  
 মোক্ষার্থী জনৰ পক্ষে শত্ৰুতুল্য হয় । ৩৪ ।  
 সুন্দৰ হলেও বৰ পৰধৰ্ম্মচয়,  
 দোষযুক্ত নিজ ধৰ্ম্ম শ্ৰেয়স্কৰ হয় ;  
 স্বধৰ্ম্মে মৃত্যুও শ্ৰেয়, শুনা ধনঞ্জয়,  
 পৰধৰ্ম্ম স্বভাবজ কদাপি নহয় । ৩৫ ।



অৰ্জুনে কাল,

লোকক পাপৰ প্রতি কিহে নিয়ে টানি,

যতপি নকৰে। বোলে বহু ভাবি গুণি ? ৩৬।

শ্রীকৃষ্ণই কলে,

বজ্রোপ্তগ সমুদ্ভূত অতি উগ্রকাম,

অবস্থাবিশেষে ইয়ে ধনে ক্রোধ নাম ;

দুঃস্বপ্ন এই কাম সদায় জানিবা,

মোক্ষমার্গে বৈবীৰ্য্যে নিশ্চয় মানিবা । ৩৭।

ধোৱাত যজ্ঞপ জুই মলত দাপণ,

যজ্ঞপ জ্ঞান নিত্য গৰ্ভ-আৱৰণ

তজ্ঞাপে জ্ঞানক সদা আৱৰণ কৰে,

বজ্রোপ্তগ সমুদ্ভূত কাম চৰাচাবে ।

দুঃস্বপ্ন কাম পার্থ, অগ্নিতুল্য হয়,

জ্ঞানীৰ সদায় শত্রু জানিবা নিশ্চয় । ৩৮-৩৯।

কামৰ আশ্রয় মন ইন্দ্রিয় নিচয়,

জ্ঞানক আৱৰি কামে জীৱক মোহয় । ৪০।

সিহেতু স্ববশে আনি ইন্দ্রিয় নিচয়,

মহাশত্রু কাম সৰ্ব্বকপে কৰা জয় । ৪১।

দেহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গণ্য ইন্দ্রিয় নিচয়,

ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ সদা হয় ;

মনাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বোলে জ্ঞানীগণ,

আত্মা কিন্তু সত্য নিত্য সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন । ৪২।

যতনে সংযত কৰি ইন্দ্রিয় নিচয়,

কামকপী মহাশত্রু কৰা সখি, জয় । ৪৩।

ইতি কৰ্ম্মযোগ ।



## চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণে কলে,

মোৰ পৰা এই যোগ শুনে বিবস্থানে,  
বিবস্থানে কৰে ধন্য মন্থক ই জ্ঞানে ;  
মন্থৰে শিকালে ইন্দুকুক এই যোগ,  
ক্ৰমে ক্ৰমে যোগ হল বাজৰ্ষিৰ ভোগ ;  
সময় সোঁতত পাছে শুনা ধনঞ্জয়,  
এই মহা যোগতত্ত্ব হইছে বিলয় । ১-২ ।  
ই যোগবহুস্ত কথ্য অতীব গোপন,  
তুমি মোৰ ভক্ত, সখা, কলো সিকাষণ । ৩ ।

অৰ্জুনে কলে,

আগে জন্মে বিবস্থান, পিচে জন্ম তব—  
কিৰূপে শিকাসা তুমি নোৱাৰোঁ বুজিব । ৪ ।

শ্রীকৃষ্ণই কলে,

জন্মিছিলোঁ। ছয়ো আমি বহুবাৰ আগে,  
তোমাৰ মনত নাই মোৰ মনে জাগে । ৫ ।

জন্মহীন যতপিতো প্রাণীৰ ঈশ্বৰ,  
আত্মমায়াবলে জন্মো শুনা ধনুধৰ : ৬ ।  
যেতিয়া ধৰ্ম্মৰ গ্ৰানি অধৰ্ম্ম সঞ্চাৰ,  
তেতিয়াই হওঁ মই নিজে অৱতাৰ । ৭ ।  
সাধু সব ৰক্ষা কৰি বিনাশি দুৰ্জ্জন ;  
যুগে যুগে আহি কৰোঁ ধৰ্ম্মসংস্থাপন । ৮ ।  
মোৰ অলৌকিক তত্ত্ব যি জনে জানয়,  
দেহত্যাগ কৰি সিয়ে মোতে লীন হয় । ৯ ।  
বাগভয়ক্ৰোধহীন বহু ভক্তজন,  
মোৰ আশ্ৰয়তে মোতে থাপি চিত্ত মন ;  
জ্ঞানতপোবলে লভি পবিত্ৰতাধন ;  
মোৰ স্বাক্ষৰত মুখে থাকে সৰ্ববক্ষণ । ১০ ।  
যি মতে যি ভজে মোক সেইমতে পায়,  
মোৰেই পথত চলে নব সমুদয় । ১১ ।  
কৰ্ম্মসিদ্ধি বাঞ্ছি পূজে দেবতা সকল,  
শীঘ্ৰে ফললাভ কৰে শুনা মহাবল । ১২ ।  
গুণকৰ্ম্ম বিভাগত অজি সমুদয়,  
ব্রহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ বৰ্ণচয় ;  
নিহঁতৰ অষ্টা হৈয়ো এই সংসাৰত,  
জানিবা অকৰ্ত্তা মই অক্ষৰ ভাৰত । ১৩ ।



কর্মে অনাসক্ত মই ফলস্পৃহা শূন্য—  
 এই জ্ঞান লভি নব কর্মমুক্ত, ধন্য । ১৪ ।  
 পূর্বতে আছিল বহু মোক্ষ-অর্থী-জন,  
 কর্ম আচরিলে লভি এই জ্ঞান-ধন ;  
 পূর্ব প্রচলিত এই বীতি আচরণে,  
 তুমিও করিবা কর্ম সুখে সর্বক্ষণে, । ১৫ ।  
 কিবা কর্ম কি অকর্ম নিরূপণ করা,  
 পণ্ডিতের ধন্দ লাগে অজ্ঞানক এরা ;  
 যি জ্ঞান লভিলে সংসার পার পায়,  
 সি জ্ঞান তোমাক মই কম বহলাই । ১৬ ।  
 ‘কর্ম’, ‘বিকর্ম’, আক ‘অকর্ম’—তিনিব,  
 জ্ঞাতব্য জানিবা তত্ত্ব দুজের গতিব । ১৭ ।  
 কর্মত অকর্ম দেখে, অকর্মত কর্ম,  
 সেই নব জ্ঞানী, যোগী, জ্ঞাতকর্মমর্ম । ১৮ ।  
 যাব সর্ব কর্ম পার্থ ! সংকল্প বর্জিত,  
 জ্ঞানাগ্নিত দগ্ধ কর্ম সি জন পণ্ডিত । ১৯ ।  
 ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজি নিবালম্ব, নিত্যতৃপ্ত,  
 কর্ম করিলেও জ্ঞানী সদায় নির্লিপ্ত । ২০ ।  
 নিকামী সংযতচিত্ত আকাঙ্ক্ষা বহিত,  
 বত থাকে আত্মজ্ঞানী কর্তব্যে বিহিত ;

শুদ্ধচিত্তে শারীরিক কার্য আচরণে,  
 পাপত নহয় মগ্ন কদাপি সিজনে । ২১ ।  
 সুখ দুখ লাভ অলাভত তুষ্ট বয়,  
 সিদ্ধি অসিদ্ধিত সমতাত স্থিৰ হয় ;  
 এইরূপে দ্বন্দ্বাতীত আত্মজ্ঞ যি জন,  
 যজ্ঞরূপে সর্বকর্ম করে সম্পাদান ।  
 যিহেতু জ্ঞানীর কর্মক্রিয়া সমুদয়,  
 দিব্যজ্ঞানবলে সখি, সব লুপ্ত হয় । ২২-২৩ ।  
 হোম, অগ্নি ঘৃত আক অন্য আয়োজন,  
 সবে ব্রহ্মময় দেখে ব্রহ্মজ্ঞানীগণ ;  
 ব্রহ্ম সমাধিব দ্বারা ব্রহ্মকে লভয়,  
 কদাপি ইয়ার পার্থ, অন্যথা নহয় । ২৪ ।  
 কর্মযোগী দৈব্যযজ্ঞ করে অনুষ্ঠান,  
 জ্ঞনযোগী ব্রহ্মাগ্নিত করে আত্মদান । ২৫ ।  
 সংযম অগ্নিত কোনো কোনো সাধুজন,  
 সকলো ইন্দ্রিয় হোম করে অনুক্ষণ ;  
 শব্দাদি বিষয় যত ইন্দ্রিয় অগ্নিত,  
 কোনেও বা করে হোম স্থিৰ শান্ত চিত । ২৬ ।  
 জ্ঞানদীপ্ত আত্মসংযমব যোগাগ্নিত,  
 ইন্দ্রিয় কর্মাদি অন্যে করে সমাহিত । ২৭ ।



কোনেও বা দান যজ্ঞ কোনেও বা তপ,  
 কোনেও বা কবে অধ্যায়ন যোগ জপ । ২৮ ।  
 কোনেও বা অপান বায়ুত প্রাণ ধরি,  
 প্রাণাপান বোধ কবে প্রাণায়াম কবি । ২৯ ।  
 কোনেও বা মিতাহারী, যোগক আচবে,  
 প্রাণসকলক প্রাণতেই হোম কবে । ৩০ ।  
 যজ্ঞতত্ত্ববিদ্ এই মতা সাধুগণ,  
 অরশিষ্ট যজ্ঞামৃত কবয় ভোজন ;  
 সকলো পাপন পক্ষা সদা মুক্ত হয়,  
 ব্রহ্মপদ লাভ কবে জানিবা নিশ্চয় ।  
 যজ্ঞ নকরিলে নব শান্তিশূন্য হয়,  
 ইহপৰলোক ক'তো সুখ নলভয় । ৩১ ।  
 ব্রহ্মমুখে বহু যজ্ঞ ইদবে আচবে,  
 যজ্ঞক কৰ্ম্মজ্ঞ জানি জ্ঞানীজনে তবে ;  
 তুমিও যজ্ঞক তেনে ভাবিবা সদায়,  
 ভাবিলেই নিত্য শান্তি লভিবা নিশ্চয় । ৩২ ।  
 দ্রব্যযজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হয়,  
 নিখিল কৰ্ম্মর শেষ জ্ঞানেই নিশ্চয় । ৩৩ ।  
 তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীজন সদা মুক্ত বয়,  
 সি সবর পৰা লভা উপদেশচয় ;

প্রশ্ন, প্রণিপাত আক গুরুসেবা কবি,  
 লভা সখি, জ্ঞানধন মায়ামোহ এৰি । ৩৪ ।  
 যি জ্ঞানর প্রভাবত সকলো জীৱক,  
 আত্মাতে দেখিবা, আক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডক ;  
 শেষত দেখিবা সৰ্ব্ব মোতে হোৱা লয় ;  
 সি জ্ঞান লভিলে নহে মোহৰ উদয় । ৩৫ ।  
 পাপীৰো অধিক পাপী হোৱা যদি তুমি,  
 তথাপি তৰিবা পার্থ, জ্ঞান পুষ্প চুমি ;  
 পাপসিদ্ধি থাকে যদি সকলো আরবি,  
 তেওঁ জ্ঞানতরী বলে পার হব পাৰি । ৩৬ ।  
 দপ্ দপ্ কৰি অগ্নি কাঠ কৰে ছাই,  
 জ্ঞানাগ্নিও সেইদৰে কৰ্ম্ম পুৰি খায় । ৩৭ ।  
 জ্ঞানৰ সমান একো পবিত্র নহয়,  
 যোগসিদ্ধি হলে হয় জ্ঞানৰ উদয় । ৩৮ ।  
 শ্রদ্ধাবান আক জিতেন্দ্রিয়ে লভে জ্ঞান,  
 জ্ঞান লভি লভে শীঘ্ৰে পদশান্তিধন । ৩৯ ।  
 সংশয় কৰোঁতা মূৰ্খ অবিশ্বাসী জনে,  
 নোৱাৰে লভিব সুখ ক'তো কোনো ক্ষণে । ৪০ ।  
 ব্রহ্মত সকলো কৰ্ম্ম সমৰ্পণ কৰি,  
 নিঃশেষে সংশয়বাশি সুকৌশলে এৰি ;



আত্মবত থাকি কৰ্ম্ম কৰি সমুদয়,  
নহয় একোতে বদ্ধ জানিবা নিশ্চয় । ৪১ ।  
সিকাবণে জ্ঞান অস্ত্রে সংশয়ক ছেদি,  
যোগযুক্ত হোৱা সখি, অজ্ঞানক ভেদি । ৪২ ।

ইতি জ্ঞানযোগ ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

অৰ্জুনে কলে,

ত্যাগ আৰু কৰ্ম্মযোগ একে লগ কৰি,  
কিবা কোৱা সখি, তুমি বুজিব নোৱাৰি ;  
ত্যাগ আৰু কৰ্ম্ম মাজে যিবা শ্ৰেষ্ঠ হয়,  
কোৱা হে কেশৱ, সিটো কৰি সুনিশ্চয় । ১ ।

শ্রীকৃষ্ণই উত্তৰিলে,

ত্যাগ আৰু কৰ্ম্ম দুয়ো মুক্তিৰ উপায়,  
তথাপিতো কৰ্ম্মযোগ শ্ৰেষ্ঠ গণ্য হয় । ২ ।  
আকাঙ্ক্ষা নকৰে, দেব বদাপি নহয়,  
সিজন সন্ন্যাসী নিত্য জানিবা নিশ্চয়,  
দ্বন্দ্বৰ অতীত পাৰ্থ, সন্ন্যাসী সদায়,  
অনায়াসে মুক্তি লভে, নকৰা সংশয় । ৩ ।  
সাংখ্য আৰু যোগ মূৰ্খে ভিন্ন বুলি কয়,  
জ্ঞানীজনে কেতিয়াও তথা নোবোলয় ;  
সাংখ্য কিম্বা যোগ এটি কৰিলে আশ্রয়,  
একেটিতে উভয়ৰে ফললাভ হয় । ৪ ।  
সাংখ্যমতে লভে পদ নিত্য নিৰাময়,  
যোগীগণো তাৰে পাৰ্থ, অধিকাৰী হয় ;



সাংখ্য আৰু যোগ সখি, একে দেখে যিয়ে,  
 কৰ্ম আৰু ত্যাগ তত্ত্ব ঠিক বুজে সিয়ে । ৫ ।  
 যোগ বিনা ত্যাগ কিন্তু সদা হুখময়,  
 যোগমুক্ত মুনিয়ৈ অচিৰে মুক্তি পায় । ৬ ।  
 জিতেন্দ্ৰিয় যোগযুক্ত পবিত্র হৃদয় ;  
 সকলো জীৱৰ আত্মা যাৰ আত্মা হয় ;  
 শান্ত, স্থিৰ, ধীৰ সদা সংযত যি জন,  
 কৰ্ম আচৰিও মুক্ত কৰ্মৰ বন্ধন । ৭ ।  
 দৰ্শন, স্পৰ্শন আৰু শ্রবণ, ভোজন,  
 গমন, শয়ন, ভ্ৰাণ, বাক্য উচ্চাৰণ,  
 উন্মীলন, ত্যাগ, ভোগ, উশাহ গ্ৰহণ ;  
 “ইন্দ্ৰিয়েই নিজ কাৰ্য্য কৰে সমাপন—  
 মই একো কথা নাই” ভাবি মনে মনে,  
 সদায় নিলিপ্তভাৱে থাকে যোগীজনে ৮-৯ ।  
 কৰ্মফলে আশা এৰি যিটো যোগীবৰে,  
 ব্ৰহ্মে সমৰ্পন কৰি নিত্য ক্ৰিয়া কৰে ;  
 নিলিপ্ত পাপত তেওঁ থাকে সংসাবত,  
 পদ্মপত্ৰ যথা বয় পানীৰ মাজত । ১০ ।  
 ইন্দ্ৰিয় নিচয়, বুদ্ধি, কাঁয় আৰু মন,  
 অনাসক্তভাৱে সদা কৰি নিয়োজন ;

বিশ্বৰ কল্যাণ চিন্তি সবল অন্তৰে,  
 আত্মশুদ্ধিহেতু ক্ৰিয়া কৰে যোগীবৰে । ১১ ।  
 অনাসক্ত যোগী লভে চিৰশান্তিধন,  
 আসক্ত পুৰুষে অজে কৰ্মৰ বন্ধন । ১২ ।  
 সৰ্বকৰ্মফলত্যাগ কৰি মনে মনে,  
 নৱদ্বাৰ পুৰে সুখে থাকি সৰ্ববন্ধনে ;  
 নকৰি বা নকৰাই কৰ্ম আচৰণ,  
 জিতেন্দ্ৰিয় জীৱ নিত্য ধ্যানত মগন । ১৩ ।  
 বিধিৰ অজ্ঞান নহে কৰ্ম বা কৰ্ত্ত্ব,   
 কৰ্ত্তা, কৰ্ম, কৰ্মফল, প্রকৃতিৰ তত্ত্ব । ১৪ ।  
 পাপ পুণ্য কাৰো ক’তো নলয় ঈশ্বৰে,  
 মায়াবশে জীবগণে হুখ ভোগ কৰে । ১৫ ।  
 অজ্ঞান আন্ধাৰ নাশে জ্ঞানৰ পোহৰে,  
 সূৰ্য্যবৎ কাৰ্যতত্ত্ব প্রকাশিত কৰে । ১৬ ।  
 তাকে ভাবি তাতে লীন তাতে স্থিত মন,  
 তাতেই সমস্ত হৃদি কৰি সমৰ্পণ ;  
 ব্ৰহ্মনিষ্ঠ, পাপশূন্য ব্ৰহ্মজ্ঞানীজন,  
 জন্ম মৃত্যু তৰি লভে শান্তি নিকেতন । ১৭ ।  
 চণ্ডাল, কুকুৰ, হস্তী, গৰু বা ব্ৰাহ্মণ—  
 সকলোতে সমভাৱ ব্ৰহ্মজ্ঞৰ মন । ১৮ ।



সমতাত সদা যাব স্থিৰ থাকে মন,  
সংসারতে মায়াজয় কবিলে সিদ্ধন;  
পবব্রহ্ম সদা সম নির্দোষ নিয়ত,  
সিহেতু ব্রহ্মজ্ঞ থাকে পবব্রহ্মে বত । ১৯ ।  
ব্রহ্মবিদ্ স্থিৰবুদ্ধি বিবেকী জনব,  
প্রিয় অপ্রিয়ত নাই বিকার চিত্তব;  
সম্পদত কদাপিও নানাচে হৃদয়,  
দিপদতো মন নিকড়েগে সদা বয় । ২০ ।  
অনাসক্ত, বিষয় বাসনা সব এবি,  
আত্মশান্তি লভে জ্ঞানী ব্রহ্মধ্যান কবি;  
নিজব আত্মাক ব্রহ্মতেই লয় কবে,  
অক্ষয় অনন্ত সুখ ভুঞ্জে যোগীববে । ২১ ।  
অনিভ্য বিষয়ভোগ হৃদব কাবণ,  
জানি সি সবত মুগ্ধ নহে জ্ঞানীগণ । ২২ ।  
কামক্ৰোধোদ্ভব বেগ সহিব যি পাবে,  
তেরে যোগযুক্ত সুখী জানিবা অন্তবে । ২৩ ।  
আত্মস্থখে সুখী যোগী আত্মাতে বসয়,  
আত্মজ্যোতি চাই লভে নির্ব্বাণ অক্ষয় । ২৪ ।  
সর্বভূতহিতে 'বত সংশয় বিহীন,  
নিষ্পাপী সংযমী ঋষি হয় ব্রহ্মে লীন । ২৫ ।

কামক্ৰোধলোভমোহজয়ী মুনিগণ,  
সহজে নির্ব্বাণ লভে শান্তি মহাধন । ২৬ ।  
বিষয় জঞ্জাল সব বাহিবতে বাধি,  
যতনে মাজত দ্রব থাপি ছয়ো আধি;  
প্রাণাপান বায়ু দুই নাসিকা ভিতবে,  
সমানে ছয়কে ধরি কুন্তকব ভবে;  
ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ আদি সকলোকে এবি,  
ইন্দ্রিয় সংযত আক মন থিৰ কবি;  
নিশ্চল হৃদয় সদা মোক্ষপবায়ণ—  
তেরে জীবমুক্ত মুনি জানিবা লক্ষণ । ২৭-২৮ ।  
“সর্বভূতসুহৃদ ভূতেশ মহেশ্বব,  
যজ্ঞ তপস্ত্যাব ভোক্তা” বুলি নিবন্তব;  
জানি মোক সদা সখি, তত্ত্বজ্ঞানীজন,  
লভয় পবম শান্তি অমূল্য বতন । ২৯ ।

ইতি কৰ্ম্মসন্ন্যাসযোগ ।



## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণে কলে,

ফলাকাজ্ঞা এৰি সখি, যিয়ে কৰ্ম কৰে,  
যোগী বা সন্ন্যাসী নাম পায় সেই নৰে ;  
কৰ্মত্যাগী নহলেও সন্ন্যাসী সদায়,  
বাহু কৰ্ম ত্যাগ মাত্রে সন্ন্যাসী নহয় । ১ ।  
সন্ন্যাস যিহক বোলে যোগো তাকে কয়,  
উভয়েই একে পার্থ, জানিবা নিশ্চয় ;  
দুয়োতো সংকল্প ত্যাগ আছে নিকপণ,  
সংকল্প থাকিলে যোগ নহয় সাধন । ২ ।  
যোগার্থীৰ পক্ষে কৰ্ম বিহিত বিধান ;  
যোগাকট হলে তেৰে লভে অন্য জ্ঞান—  
চিত্তৰ প্রশান্ত্যাব সেই অবস্থাত,  
বিহিত বিধান বুলি হয় সদা খ্যাত । ৩ ।  
ইন্দ্রিয়ত অনাসক্তি, সংকল্প মোচন—  
“যোগাকট” সেয়ে পার্থ ! জানিবা লক্ষণ । ৪ ।  
আত্মাৰে আত্মাক সদা মোক্ষমার্গে ধৰে,  
মোহবশে অবসন্ন কদাপি নকৰে,

জানিবা আত্মাৰ বন্ধু আত্মাই নিশ্চয়—  
আত্মাই আত্মাৰ শত্রু শুনা ধনঞ্জয় । ৫ ।  
আত্মজয়ী পুরুষৰ আত্মা বন্ধু হয়,  
আত্মজয় নকৰিলে আত্মা শত্রুময় । ৬ ।  
জিতেন্দ্রিয় যি পুরুষ স্থিৰ শান্ত চিত্ত,  
সদায় তেওঁৰ পৰমাত্মা সমাহিত ;  
মানে অপমানে সখি ! সমভাবে বয়,  
শীত উষ্ণ সুখ দুখ সমানে সহয় । ৭ ।  
( যি কৌশল কৰি নৰে লভে আত্মজ্ঞান  
নামে পৰিচিত সেয়ে জ্ঞানৰ বিজ্ঞান )  
জ্ঞান বিজ্ঞানেৰে তৃপ্ত জিতেন্দ্রিয়গণ,  
তুল্য জ্ঞান কৰে পার্থ ! মৃত্তিকা কাঞ্চন । ৮ ।  
শত্রু মিত্র আত্ম পৰ সকলো সমান,  
পাপী বা সাধুত নাই ভেদাভেদ জ্ঞান । ৯ ।  
নির্জ্ঞনত বহি জিতেন্দ্রিয় যোগীগণ,  
সঙ্গহীন হই কৰে যোগ আচৰণ । ১০ ।  
শুচি সমতল স্থানে পাতি কুশাসন,  
মৃগচৰ্ম্ম, বস্ত্র পাছে কৰি আচ্ছাদন ;  
আসনত বহি কৰি ঐকান্তিক মন,  
চিত্তশুদ্ধিহেতু যোগ কৰিবা সাধন । ১১-১২ ।



সবল বেখাত ধৰি মূৰ দেহ গ্রীবা,  
 নাসিকার অগ্রভাগ স্থির নেত্রে চাবা ;  
 ভয়োদ্বেগশূন্য সখি, শান্তিপূৰ্ণ মনে,  
 ব্রহ্মচর্য্য পালি মোক ভজা সযতনে ।  
 মোত চিত্ত বাধি নিতে স্থৈৰ্য্যে থাপি মন,  
 একনিষ্ঠ হই কৰা মোকেই সাধন । ১৩-১৪ ।  
 হেন মতে ধ্যান কৰি আত্মনিষ্ঠ জন,  
 লভে মোতে মহাশান্তি নিৰ্ব্বাণ বতন । ১৫ ।  
 অতি অল্পহাবী কিম্বা বহুভোজী নব,  
 সদা নিদ্রাত্যাগী কিম্বা নিদ্রাতে কাতর ;  
 জানিবা নিশ্চয় সখি, সত্য বিবৰণ,  
 যোগ-অধিকারী কভু নহয় সিদ্ধন । ১৬ ।  
 কিন্তু যি নিয়ম পালে আহাৰবিহাবে,  
 নিয়মিত নিদ্রা নিয়মিত কৰ্ম্ম কৰে ;  
 পৰিমিত নীতি বাজে জীৱনত তাৰ,  
 যোগেও সহজে হবে যত দুখভাৰ । ১৭ ।  
 নিষ্কাম সংযত চিত্ত আত্মাতেই বয়—  
 সেয় যোগযুক্তারস্থা জানিবা নিশ্চয় । ১৮ ।  
 নিশ্চল যিদৰে দীপ নিৰ্ব্বাত স্থানত,  
 সুস্থিৰ সিদৰে চিত্ত যোগীৰ ধ্যানত । ১৯ ।

অভ্যাস নিরুদ্ধ চিত্তে য'ত সুখ পায়,  
 আত্মাবে আত্মাই য'ত আত্মাত বসয় । ২০ ।  
 অবর্ণ্য, অচিন্ত্য শান্তি আছে যি পদত,  
 বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখ সদা য'ত । ২১ ।  
 যি লাভত সহ্য হয় নিদাকন দুখ,  
 যি পদ লভিলে নবে ত্যাজে অন্য সুখ । ২২ ।  
 সেয়ে পার্থ, যোগ নামে পৰিচিত হয়,  
 সাধন কৰিবা সুখে সুদৃঢ় হৃদয় । ২৩ ।  
 সংকল্প উদ্ভূত সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম পৰিহৰি,  
 মনেবে ইন্দ্রিয়চয় নিয়মন কৰি :  
 ধৈৰ্য্য সহকাৰে ধাবণাত ধৰি মন,  
 চিন্তা পৰিহৰি কৰা আত্মাতে বসণ । ২৪-২৫ ।  
 অন্য বিষয়ত মন হলে প্রধাবিত,  
 প্রত্যাহার বলে তাক কৰা আত্মস্থিত । ২৬ ।  
 বজোজয়ী যোগীবর প্রশান্ত হৃদয়,  
 ব্রহ্মপ্রাপ্তিসুখ লভে অনন্ত অক্ষয় । ২৭ ।  
 ইদৰে নিষ্পাপী যোগী মন ধিৰ কৰি,  
 ব্রহ্মস্পৰ্শসুখ লভে পাপ তাপ এৰি । ২৮ ।  
 আত্মস্থিত সৰ্ব্বভূত, আত্মা সৰ্ব্বভূতে,  
 সমদৰ্শী যোগী দেখে সকলো ঠাইতে । ২৯ ।



যি মোক সর্বত্র দেখে সর্বভূত মোতে;  
 মোৰে তাৰে এৰাএৰি নহয় একোতে । ৩০ ।  
 একত্ব আশ্রয় কৰি পূজে মোক ঘনে,  
 সর্বভূতস্থিত মোক জানিছে যি জনে ;  
 যথা তথা থাকি সেই ভক্ত যোগীবৰ,  
 জানিবা মোতেই পার্থ, থাকে নিবন্তৰ । ৩১ ।  
 সুখ দুখ সর্বজীৱ সমভাৱে দেখি,  
 ব্রহ্মভাবে মগ্নজন মহাযোগী সখি ! ৩২ ।

অৰ্জুনে কলে,

আত্মাৰ সমতাক্ষপ হে মধুসূদন !  
 যি যোগৰ তত্ত্ব তুমি কৰিলা বৰ্ণন,  
 শুনিলা, নেদেখোঁ কিন্তু তাৰ স্থিৰ স্থিতি,  
 চঞ্চল যি হেতু মন বলবৎ অতি ।  
 বায়ুক নিগ্রহ কৰা যেনে সুদৃশ্যৰ,  
 ভাবিছোঁ কঠিন তথা নিগ্রহো মনৰ । ৩৩-৩৪ ।

শ্রীকৃষ্ণে কলে,

সত্য, সখি, মন সদা স্বভাৱে চঞ্চল,  
 নিগ্রহ কৰাও টান ঘটায় জঞ্জাল ;  
 কিন্তু দেখা বিষয়বিৰাগ সহকাৰে,  
 নিগ্রহ কৰিব পাৰি দৃঢ় অভ্যাসেৰে । ৩৫ ।

অসংযত চিত্ত যাৰ বুদ্ধিও চপল,  
 নোৱাৰে কৰিব যোগ সিজন দুৰ্বল ;  
 জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়মতি, যত্নশীল নৰে,  
 অভ্যাসবলত পার্থ, যোগী হব পাৰে । ৩৬ ।

অৰ্জুনে কলে,

প্রথমে অভ্যাস কৰি যত্নে অতিশয়,  
 কেতিয়াবা যোগী যদি যোগভ্রষ্ট হয় ;  
 সিদ্ধিও নলভে সেই যোগ ভ্রষ্ট জন,  
 তাৰ কিবা গতি হয় কোৱা জনাৰ্দন ? ৩৭ ।  
 কৰ্ম্ম আৰু জ্ঞান পথ উভয়কে এৰি,  
 ছিন্ন মেঘ সম সি কি ফুৰে উৰি ঘূৰি ? ৩৮ ।  
 মোৰ ই সংশয়, কৃষ্ণ, অন্তৰে অন্তৰে,  
 তুমি ভিন্ন অন্য জনে ছেদিব নোৱাৰে । ৩৯ ।

শ্রীকৃষ্ণে কলে,

সুকৰ্ম্মীৰ নাশ নাই জানিবা নিশ্চয়,  
 ইহপবলোক ক'তো দুৰ্গতি নহয় । ৪০ ।  
 দীৰ্ঘ স্বৰ্গবাস কৰি যোগভ্রষ্ট জন,  
 পবিত্র কুলত পাচে লভয় জনম । ৪১ ।  
 কিস্থা জন্মে জ্ঞানবান যোগীব কুলত—  
 জানিবা দুৰ্লভ ইটো জন্ম সংসাৰত । ৪২ ।



সেই জন্মে পুনঃ পূৰ্ব অভ্যাসৰ বলে,  
 সিদ্ধিহেতু যোগ পার্থ, কৰয় কৌশলে । ৪৩ ।  
 সংস্কাৰেই তাক পুনঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ কৰে,  
 যোগজিজ্ঞাসুরো পার্থ, কৰ্মবন্ধ তৰে । ৪৪ ।  
 বহু যত্নে বহু জন্ম যোগাভ্যাস কৰি,  
 লভে মোক্ষধন যোগী পাপ তাপ এৰি । ৪৫ ।  
 কৰ্মী বা তপস্বী কিম্বা জ্ঞানী নবচয়,  
 সৰ্ব্বাপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ জানিবা নিশ্চয় ।  
 কতনো বৰ্ণাম, যোগী আৰ্জে যত গুণ,  
 সিকাৰণে যোগী তুমি হোৱাহে অৰ্জুন ! ৪৬ ।  
 যোগীৰো মাজত যিটো মৎপৰায়ণ,  
 তেৱেঁ শ্রেষ্ঠতম যোগী জানিবা লক্ষণ । ৪৭ ।  
 ইতি অভ্যাসযোগ ।

## সপ্তম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণই কলে, “পার্থ” শুনাবিবৰণ,  
 যি উপায়ে লভে মোক ভক্ত যোগীগণ । ১ ।  
 বৰ্ণাওঁ বিজ্ঞান আৰু জ্ঞান, সখি মই—  
 যি জ্ঞান জানিলে জেয় নাথাকে একোই । ২ ।  
 অসংখ্য মনুষ্য মাজে কোনো মহাজন,  
 যোগসিদ্ধি হেতু পার্থ, কৰে সুযতন ;  
 বহু সিদ্ধ যোগী মাজে কশ্চিৎ এজন,  
 সকলো ভাৱতে মোক কৰে দৰ্শন । ৩ ।  
 অনিল, আকাশ, মন, অপ, তেজ, ক্ষিতি,  
 বুদ্ধি, অহঙ্কাৰ—মোৰ অপৰা প্রকৃতি । ৪ ।  
 আছে মোৰ অন্ত এক চেতন প্রকৃতি  
 জীৱকপা, সদা য’ত জগতৰ স্থিতি । ৫ ।  
 ই দুই প্রকৃতি মোৰ জগৎকাৰণ,  
 সকলো প্রাণীকে সদা কৰিছে ধাৰণ ;  
 বিশ্বব্রহ্মাণ্ডৰ পার্থ, যত সৃষ্টি লয়,  
 মইয়ে কাৰণ তাৰ জানিবা নিশ্চয় । ৬ ।  
 এক সূত্রে গাথা থকে মনি যি প্রকাৰ,  
 জানিবা সিদ্ধৰে মই বিশ্বমূলাধাৰ । ৭ ।



সূর্য্যৰ কিৰণ মই গন্ধ পৃথিবীৰ,  
 অনলৰ তেজ মই তপ তপস্বীৰ ;  
 পানীৰ সুবস মই শব্দ আকাশৰ,  
 জোনৰ পোহৰ, পুৰুষত্ব পুৰুষৰ ।  
 বেদৰ প্ৰণব মই শুনা ধনঞ্জয়,  
 জীৱৰ জীৱন ময়ে জানিবা নিশ্চয় ;  
 সকলো প্ৰাণীৰ মই বীজ সনাতন,  
 তেজস্বীৰ তেজ আৰু স্মৃতিৰ মন । ৮-১০ ।  
 কামৰাগবিবৰ্জিত বলিষ্ঠ যি জন,  
 তাৰ শক্তিকপে মই থাকো অনুক্ষণ ;  
 ধৰ্ম্ম-অবিবোধী কামৰূপে বিকশিত,  
 সকলো প্ৰাণীত মই জানিবা সতত । ১১ ।  
 প্ৰকৃতিৰ সত্ত্ব, ৰজঃ, তমোগুণ হই—  
 জানিবা নিলিপ্তভাৱে আছোঁ সদা মই । ১২ ।  
 জগৎ মোহিত মোৰ এই ত্ৰিগুণেৰে—  
 পৰম পুৰুষ মোক জানিব নোৱাৰে । ১৩ ।  
 তাৰ টান মোৰ এই মায়াৰ বন্ধন,  
 কিন্তু মোক লভি তৰে মোৰ ভক্তজন । ১৪ ।  
 নবাধম, পাপী, মূঢ় মায়াৰ বশত,  
 আত্মবিক ভাৱাপন্ন ডুবে অজ্ঞানত । ১৫ ।

জ্ঞানী, আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু বা অৰ্থকামীগণ,  
 চাৰিবিধ নৰে মোক কৰয় পূজন । ১৬ ।  
 তাৰ মাজে ভক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানীজনে সাৰ—  
 তেনে জ্ঞানী মোৰ প্ৰিয়, মই প্ৰিয় তাৰ । ১৭ ।  
 আত্মাৰ স্বৰূপ মোৰ ভক্ত জ্ঞানীগণ,  
 সৰ্বোত্তম গতি লভে, ব্ৰহ্মনিষ্ঠ মন । ১৮ ।  
 বহু জনমৰ অন্তে জ্ঞানৰ কোশলে  
 জ্ঞানীজনে লভে মোক পৰাভক্তিবলে ।  
 সৰ্ববস্তু ব্ৰহ্মময়, দেখয় কেবল ;  
 হেন মহাজন সখি, অতীব বিৰল । ১৯ ।  
 অন্ত্ৰে বা কামনাবশে এৰি আত্মজ্ঞান,  
 স্বপ্ৰবৃত্তি বশে কৰে অন্য দেৱধ্যান । ২০ ।  
 যিয়ে যি ভাৱত কৰে দেৱতা পূজন,  
 তাক সখি ! দিওঁ মই তাতে ভক্তিধন । ২১ ।  
 লভে পাছে কাম্য বস্তু আৰাধনা কৰি,  
 জানিবা ইটোও সখি ! মোৰেই চাতুৰি । ২২ ।  
 অনিত্য ই ফল সদা জানিবা নিশ্চয়,  
 কাম্য বস্তু নহে জ্ঞান কদাপি অক্ষয় ;  
 দেৱতা পূজিলে দেবলোকে গতি হয়,  
 মোৰ ভক্তজনে মোক লভে ধনঞ্জয় ! ২৩ ।



নুবুজি পৰমতত্ত্ব অল্পবুদ্ধি নৰে,  
সাকার ভাৱত মোক উপাসনা কৰে । ২৪ ।  
যোগমায়া বলে মই থাকোঁ অপ্রকাশ,  
নলভে অজ্ঞানে মোৰ অব্যয় আভাস । ২৫ ।  
বৰ্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত ঘটনা,  
মই জানো, মোক নজানয় কোন জনা । ২৬ ।  
ইচ্ছাদ্বেষোখিত দ্বন্দ্বমোহআবেশত,  
অজ্ঞান সকল বন্দী মায়াৰ জালত । ২৭ ।  
পুণ্যবলে যাৰ কিন্তু পাপ লোপ হয়,  
সেই দৃঢ়ব্রতী মোক সৰ্বদা ভজয় । ২৮ ।  
জৰা মৃত্যু এৰি মোক্ষ লভিবৰ মনে,  
মোৰ আশ্রয়ত থাকি যত্ন কৰা জনে ;  
ব্রহ্ম বা অধ্যাত্মতত্ত্ব, কৰ্ম্ম সমুদয়,  
জানে সৰ্বদায় সখি, জানিবা নিশ্চয় । ২৯ ।  
'অধিদৈব' 'অধিভূত' 'অধিয়জ্ঞ' সহ,  
জানি মোক মোতে যুক্ত থাকে অহৰহ ;  
মোতে নিত্য থাকি যুক্ত স্থিৰ যোগতৰে,  
প্রয়াণ কালতো মোক জানে অকাতৰে । ৩০ ।

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

অৰ্জুনে শুধিলে. “কোৱা হে মধুসূদন !  
কিকপে কৰিম মই ব্রহ্ম নিকপণ ?  
অধ্যাত্ম কিহৰ নাম কৰ্ম্ম কিবা হয়,  
অধিভূত, অধিদৈব কিহকে বা কয় ? ১ ।  
কোৱা কৃষ্ণ ! অধিয়জ্ঞ নাম কোনে ধৰে,  
কিকপে বা ই দেহত অৱস্থান কৰে ?  
জিতেন্দ্রিয় আত্মনিষ্ঠ শুদ্ধচাৰী যত,  
কিকপে তোমাক জানে মৰণ কালত ?” ২ ।  
শ্রীকৃষ্ণই কলে, “শুনা কুন্তীৰ তনয়,  
অক্ষৰ পৰম ব্রহ্ম জানিবা নিশ্চয় ।  
মূলকপে তেৰে সদা বিশ্ব অন্বেষ্যত,  
তাকেই অধ্যাত্ম বোলে তত্ত্বজ্ঞানী যত ;  
জীৱ-অভিব্যক্তি বিশ্বপ্রকাশকৰণ,  
জানিবা ইটোৱে মোৰ কৰ্ম্মৰ লক্ষণ । ৩ ।  
সূৰ্য্যমণ্ডলত যিটো বিকাশ প্রধান,  
অধিদৈব তাৰে নাম শুনা নিকপণ ।  
নশ্বৰ ভূতক সখি ! অধিভূত কয়,  
অধিয়জ্ঞকপে আত্মা সৰ্বদেহে বয় । ৪ ।



সদায় যি ভাব ভাবি থাকে নবচয়,  
 মৃত্যুকালে হয় সেই ভাবের উদয় ;  
 যি যি ভাব ভাবে নব অস্তিম সময়,  
 সি সি ভাব প্রাপ্ত হয় জানিবা নিশ্চয় ।  
 অন্তকালে অবি মোক মোর ভক্তজন,  
 মোতে লীন হয় শুনা সত্য বিবরণ । ৫-৬ ।  
 সিকারণে সর্বদায় মোকেই স্মরি,  
 কবা যুদ্ধ ধনঞ্জয়, মন থিৰ কবি ;  
 মন বুদ্ধি মোতে সখি ? কবা সমর্পণ,  
 নিশ্চয় লভিবা মোক অনামেয় ধন । ৭ ।  
 যোগাভ্যাসে বত হোরা থিৰ কবি মন,  
 অবশ্যে লভিবা তুমি ব্রহ্ম সনাতন । ৮ ।  
 সূক্ষ্মাদপি অতি সূক্ষ্ম সংসারের মাজে,  
 সর্বজ্ঞ, নিয়ন্তা বিভূ বিশ্ব ঘেৰি বাজে ;  
 পুৰাণ পুরুষ তেঁও অতীব মহৎ ;  
 অজ্ঞান কুরলী নাশে দীপ্ত সূর্য্যবৎ । ৯ ।  
 অন্তকালে ভক্তে পার্থ, মন স্থিৰ কবি,  
 ক্রমশ্যত প্রাণবায়ু যোগবলে ধরি ;  
 বিশ্বের পালনকর্তা অচিন্ত্য অবর্ণ্য,  
 পঞ্চম পুরুষ লভি হয় ধন্য ধন্য । ১০ ।

অক্ষর বুলিছে যাক ব্রহ্মজ্ঞানী জন,  
 যি পদত পশে সর্বত্যাগী যতিগণ ;  
 যি পদব আশে লোক ব্রহ্মচাৰী হয়,  
 সি পথ সংক্ষেপে কওঁ শুনা ধনঞ্জয় ! ১১ ।  
 সর্বদ্বার কন্ধ কবি হৃদে ধরি মন,  
 ব্রহ্মবক্রে প্রাণ বোধি যুগযুক্ত জন ;  
 ওঙ্কার উচ্চাৰি মোক একাগ্রে স্মরি,  
 পবাগতি লভে সুখে দেহত্যাগ কবি । ১২-১৩ ।  
 নিত্য একচিত্তে মোক ভজনা যি করে,  
 সুলভ তেঁওঁর মই হওঁ অকাতরে । ১৪ ।  
 মোক লভি সখি, সেই নিদ্র যোগীজন,  
 দুঃখময় পুনর্জন্ম নকরে গ্রহণ । ১৫ ।  
 ব্রহ্মলোকবাসী আদি জীর চৰাচরে,  
 অনিত্য সংসারে জন্ম মৃত্যু লাভ করে ;  
 কিন্তু মোক লভি শুনা হে কুন্তীনন্দন  
 পুনর্জন্ম নলভে মনুষ্যে কদাচন । ১৬ ।  
 ব্রহ্মার এদিনে যুগ সহস্র ধরাব,  
 সহস্র যুগত হয় এবাতি ব্রহ্মার ;  
 ব্রহ্মাদিবা, ব্রহ্মবাত্রি ইকপে যি জানে,  
 অহোবাত্রবিদ্ তাক বোলে জ্ঞানীগণে । ১৭ ।



ব্যক্তভাবে থাকে বিশ্ব ব্রহ্মার দিনত,  
 ব্রহ্মার বাত্রিত কিন্তু ডুবে অব্যক্তত । ১৮ ।  
 ই নিয়মক্রমে পুনঃ পুনঃ ভূতচয়,  
 দিবাগমে ব্যক্ত হয়, নিশাগমে লয় । ১৯ ।  
 অব্যক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৎ যি অক্ষয়,  
 বিশ্ববিনাশতো যাব নহয় বিলয় । ২০ ।  
 জন্মমৃত্যুশূন্য মনবুদ্ধিঅগোচর,  
 ব্রহ্মবস্তু সেয়ে পার্থ, অনন্ত ‘অক্ষর’  
 নির্বাণ চরম গতি মোর নিত্য ধাম,  
 যিটো লভি ভুঞ্জে যোগী পৰম বিশ্রাম । ২১ ।  
 ব্রহ্মত ব্রহ্মাণুস্থিত ব্রহ্ম সৰ্ব্বময়,  
 পৰাভক্তিবলে পার্থ, ব্রহ্ম লাভ হয় । ২২ ।  
 কোন কালে দেহ ত্যজি নাহে যোগী ফিৰি,  
 কোন কালে ত্যজিলে বা আহে পুনঃ ঘূৰি ;  
 সি কথা বর্ণাম মই শুনা হে ভাবত,  
 প্রবেশা কঠিন কিন্তু সেই বহসাত । ২৩ ।  
 অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিন, সুরূপকোত্তরায়ণে,  
 দেহ ত্যজি যায় যোগী ব্রহ্মের সদনে । ২৪ ।  
 ধূম, বাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণ অয়নে,  
 কাল প্রাপ্ত যোগী ফিৰি আহে ই ভুবনে । ২৫ ।

শুরু, কৃষ্ণ, গতি দুই আছে ধনঞ্জয়,  
 এটিত নির্বাণ অন্যে পুনর্জন্ম হয় । ২৬ ।  
 এই দুই পথ জানি যোগাত্মাসী যত,  
 একনিষ্ঠ ব্রহ্মধ্যানে থাকে নিত্য বত ;  
 কদাপিতো যুক্ত যোগী মোহিত নহয়,  
 সিকাৰ্ণে যোগযুক্ত হোৱা ধনঞ্জয় ! ২৭ ।  
 চাৰিবেদে দান যজ্ঞ তপস্যার ফল,  
 বর্ণিত যি আছে যত, শুনা মহাবল !  
 সৰ্ব্ব অতিক্রমে, ইটো জানি যোগীবর,  
 লভে সি পৰম আদি পদ নিবন্তর । ২৮ ।

ইতি অক্ষরব্রহ্মযোগ ।



## নবম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কলে,

যি হেতু অসূয়াশূন্য তুমি ভক্তজন,  
 গুহ্যতম তত্ত্ব এবে কবিম বর্ণন ;  
 বিজ্ঞান সহিতে জ্ঞান কবিলে অর্জন.  
 মুক্তিলাভ হয় জানি কবিবা মনন । ১ ।  
 রাজবিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ জানিবা নিশ্চয়,  
 পবন পবিত্র আক সুখ শান্তিময় । ২ ।  
 এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পাপীতাপীজন,  
 ঈশ্বর নলভি কবে সংসার ভ্রমণ । ৩ ।  
 অব্যক্ত মূর্ত্তিত মই বিশ্বব্যাপী বওঁ,  
 তথাপিতো লিপ্ত সখি, একোতে নহওঁ । ৪ ।  
 অদ্ভুত বিভূতি মোর পার্থ ধনুধর,  
 সদায় নির্লিপ্ত দেখা ব্যাপী চবাচব,  
 ভূতস্থ নহওঁ কিন্তু ভূতধার মই,  
 অব্যক্ত ভারত ভূতগণো মোত নাই । ৫ ।  
 সর্বভূতমূল মোতে জানিবা সতত,  
 সর্বগামী বায়ু যথা থাকে আকাশত । ৬

কল্লাদিত মোবে পবা বিশ্ব সৃষ্টি হয়,  
 কল্লঙ্কয়ে মোতে সখি, বিশ্বব বিলয় । ৭ ।  
 মোবে প্রকৃতিত মই থাকি অনুসৃত;  
 মায়ামুগ্ধ জীরকুল অজিহোঁ নিয়ত । ৮ ।  
 অজ্ঞান কার্য্যত মই বন্ধন বিহীন,  
 উদ্ধে স্থিত, অনাসক্ত, নিত্য উদাসীন । ৯ ।  
 মই অধিষ্ঠাতা—বিশ্ব জন্মায় প্রকৃতি,  
 সিকাষণে বাবে বাবে হয় সৃষ্টি স্থিতি । ১০ ।  
 মানর দেহত মই হলে অরতাব,  
 অজ্ঞানে কেবল মোক দেখি নবাকার ;  
 মোর সি পবন ভাব ধরিব নোরাবি.  
 নবজ্ঞানে ফুবে মোক অরহেলা কবি । ১১ ।  
 বান্ধসী আসুৰী মায়া-মোহিণীর পাশে,  
 বদ্ধ থাকি অজ্ঞানে জ্ঞানকর্ম্ম নাশে । ১২ ।  
 কিন্তু দিব্য প্রকৃতির মহাত্মা সূজন,  
 নিত্য ব্রহ্ম জানি মোক কবয় পূজন । ১৩ ।  
 সদায় সংযত হই প্রেমভক্তি ভবে,  
 কোনোরে বা গুণ গাই উপাসনা কবে । ১৪ ।  
 অন্য জ্ঞানে জ্ঞান যজ্ঞে কবে উপাসনা,  
 “একে বহু—বহু এক” কবয় ভাবনা । ১৫ ।



মই মন্থ, মই অগ্নি মই দ্রব্যগুণ,  
 মই হোম, মই শ্রাদ্ধ জানিবা অর্জুন ! ১৬ ।  
 মই জগতর পিতা, মাতা, মূলধার,  
 ঋক্ সাম যজুর্বেদ পবিত্র ওঙ্কার । ১৭ ।  
 প্রভু, সাক্ষী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ,  
 সৃহৃদ শরণ মই সংসার তাবণ । ১৮ ।  
 সূর্য্যকপে জগতক নিত্য তপ্ত কবা,  
 আকর্ষণ, সুবর্ষণ ; সবে মোর পবা ।  
 স্থূল, সূক্ষ্ম, সব মই হে কুন্তীনন্দন,  
 মইয়ে জীরন মৃত্যু মইয়ে জীরন । ১৯ ।  
 স্বর্গলাভ আশে ত্রিবেদজ্ঞ সাধুগণ,  
 যজ্ঞ অনুষ্ঠানে মোক করয় অর্চন,  
 নিষ্পাপী সি সবে ঋভি দিব্য স্বর্গলোক,  
 পুণ্যবলে ভুঞ্জে তথা দিব্য দেবভোগ । ২০ ।  
 স্বর্গ দুখ ভোগ করি পুণ্য ক্ষীণ হলে,  
 মর্ত্যে জন্ম লয় পুনঃ নিয়মব বলে ;  
 ত্রিবেদোক্ত কর্ম্ম করে ফলাকাজক্ষীজন,  
 জন্ম মৃত্যু লভে সখি, সদা সিকারণ । ২১ ।  
 একনিষ্ঠ চিত্তে মোক উপাসনা করি,  
 মোর ভক্তে যায় যত যোগবিদ্ব তবি ;

মোতে নিত্যযুক্ত বাখে চিত্ত বুদ্ধি মন,  
 ময়ো নিত্য কৰো তার অভাবমোচন । ২২ ।  
 শ্রদ্ধাসহ অগ্নি দেব যি করে ভজনা,  
 অবিধি পূর্ব্বক সিয়ো মোবে উপাসনা । ২৩ ।  
 সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা মই প্রভু জগতর,  
 ই তত্ত্ব নাজানি করে পূজন অগ্নি । ২৪ ।  
 দেবতাক পূজি নবে দেবলোকে যায়,  
 পিতৃ পূজনত পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় ;  
 ভূতাদি পূজিলে ভূতলোকে হয় গতি,  
 মোর পূজনত কিন্তু মোক্ষপদে স্থিতি । ২৫ ।  
 পত্র, পুষ্প, ফল, জল, প্রেম ভক্তিভবে,  
 সমর্পিলে মোক মই লওঁ সমাদরে । ২৬ ।  
 যজ্ঞ, কর্ম্ম, তপ, জপ, দান বা ভোজন,  
 সর্ব্বকর্ম্ম মোতে সখি, কবা সমর্পণ । ২৭ ।  
 শুভাশুভ কর্ম্মফল মোত সমর্পিলে,  
 নোরাবে মেবাব কর্ম্মনিয়মর জালে ;  
 ইকপে সন্যাসযুক্ত হই ধনঞ্জয়,  
 কর্ম্মবন্ধ ছেদি মোক লভিবা নিশ্চয় । ২৮ ।  
 সর্ব্বভূতে সম মোর শত্রু মিত্র নাই,  
 ভক্তিভবে যিয়ে ভজে তাবে লভ্য মই । ২৯ ।



অতি দুর্জনেও যদি ভজে একমনে,  
সাধুকপে সিয়ো গণ্য সঙ্কল্প গুণে । ৩০ ।  
ত্ববিতে সিজন হয় ধর্মপবায়ণ,  
বিনষ্ট নহয় সখি, মোর ভক্তজন । ৩১ ।  
পাপজন্মা, বৈশ্য, শূদ্র অথবা স্ত্রীজাতি,  
মোর তত্ত্বজ্ঞানে পার্থ, লভে পরাগতি । ৩২ ।  
পবিত্র ব্রাহ্মণ কিম্বা বাজর্ষি কথ্য,  
কিনো কম? লভে মুক্তি, নহয় অন্যথা ;  
স্থায়ী সুখ বিবহিত অনিত্য সংসার,  
জানি সখি, মোকে তুমি ভজা বারম্বার । ৩৩ ।  
মোকে ভক্তি কবা ; মোকে কবিবা যজ্ঞন,  
দৃঢ় সঙ্কল্পেবে মোতে স্থাপা বুদ্ধি মন ;  
মোকে পরাগতি চিন্তি কবা নমস্কার,  
নিশ্চয় কবিবা মোতে আনন্দে বিহার । ৩৪ ।  
ইতি বাজবিছারাজ গুহ্যযোগ ।

## দশম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণই কলে,

পুনরপি ধনঞ্জয় ! কবিবা শ্রবণ,  
তোমার উদ্দেশ্যে কওঁ পরম বচন । ১ ।  
দেবতা মহর্ষি কিম্বা অত্র কোন জনে,  
মোর আদি তত্ত্ব কথা কদাপি নাজানে ;  
মই আদি সকলোবে অচল অটল,  
সর্বভাবে সর্বকালে শুনা মহাবল ! ২ ।  
অনাদি ঈশ্বর মোক যি জনে জানয়,  
সেই জ্ঞানীজন সর্বপাপমুক্ত হয় । ৩ ।  
জ্ঞান, বুদ্ধি, মোহান্তাব, ক্রমা, সত্য, দম,  
সুখ, দুখ, বিনাশ, উদ্ভব আক শম ;  
অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, ভয়, অপযশ,  
অভয়, তপস্ব্য, দান আক নাম যশ ;  
ভিন্ ভিন্ যত ভাব হয় হি উদয়,  
প্রাণীগণে মোবে পরা লভে সমুদয় । ৪—৫ ।  
মোবে মনোসমুদ্ভূত যত মনুগণ,  
চাৰিও কুমার আক ঋষি সাতজত ;



সি সবে অজিছে এই যত প্রাণীচয় ;  
 মোবে প্রভারত জানা সকলো উদয় । ৬ ।  
 তত্ত্বতঃ বিভূতি মোর জানি জ্ঞানীগণে,  
 অবিকম্পভারে মোতে থাকে স্থির মনে । ৭ ।  
 ময়ে জগতর স্থিতি উদ্ভব কারণ,  
 জানি মোক পূজে পার্থ, ভক্তজ্ঞানীজন । ৮ ।  
 মচ্ছিত্ত মদগতপ্রাণ ভক্ত জ্ঞানীগণ,  
 সুখে মোর তত্ত্বকথা করয় কীর্তন । ৯ ।  
 প্রীতি সহ সদা মোক ভজে তেনে জনে,  
 ধন্য কবে। তাক মই বুদ্ধিযোগদানে । ১০ ।  
 জ্ঞানদীপ জ্বলি আত্মস্থিত হই তাব,  
 অনুরাগ কবি নাশে। অজ্ঞান আন্ধার । ১১

অজ্ঞানে কলে,

পবব্রহ্ম আদিদেব নিত্য নিবঞ্জন,  
 পুৰাণ পুরুষ শুদ্ধ সত্য সনাতন ;  
 স্বরূপে ইকপ তুমি পৰম আশ্রয় ;  
 বর্ণিছে তোমাক তথা যত ঋষিচয় ।  
 অসিত, দেবল, ব্যাস, দেবর্ষি নাবদ,  
 সবে বোলে তোমাকেই বিভূ পৰম্পদ ;

তুমিও তদ্রূপে নিজে করিল। বর্ণন,  
 সত্য বুলি মানেন। মই তোমার বচন ।  
 নিঃসংশয়ে তুমি প্রভু, সর্বমূলধার,  
 দেবতা দানরে তত্ত্ব বুঝে তোমার । ১২—১৪ ।  
 দেবদেব, পরমেশ, হে ভূতভাবন !  
 তুমি হে তোমার তত্ত্ব জানা মহাজন । ১৫ ।  
 যি বিভূতি বলে ব্যাপি আছ। সর্বলোক,  
 বিশেষে বিস্তারি কই ধন্য কবা মোক । ১৬ ।  
 কিবা রূপ চিন্তি প্রভু, তোমাক জানিম,  
 কি কি ভাবে ভগবান তোমাক ভাবিম ? ১৭ ।  
 বিস্তারি বিভূতিযোগ কোরা পুনরায়,  
 শুনিলে অমৃতবাণী হৃদয় জুৰায় । ১৮ ।

শ্রীকৃষ্ণে কলে,

অনন্ত বিভূতি মোর হে কুন্তীনন্দন,  
 প্রধান সকল কণ্ঠ করিবা শ্রবণ । ১৯ ।  
 সর্বভূতহৃদিস্থিত আত্মা সর্বাশ্রয়,  
 মই আদি মই মধ্য মইয়ে প্রলয় । ২০ ।  
 আদিত্য সকল মাজে বিষ্ণু, পার্থ, মই,  
 জ্যোতিষ্কগণর মাজে আছোঁ ববি হই ;



মকদ্গগনমধ্যে মই মৰীচি বিদিত,  
 নক্ষত্ৰগণৰ মাজে চন্দ্ৰ নামে খ্যাত । ২১ ।  
 বেদমধ্যে সাম মই বাসব স্বৰ্গত,  
 ইন্দ্ৰিয়ৰ মাজে মন চেতনা ভূতত । ২২ ।  
 কদ্ৰুগণ মাজে মই শঙ্কৰ মহেশ ;  
 যক্ষৰক্ষ মাজে মই কুবের ধনেশ ;  
 বসুগণ মাজে মই অগ্নি তেজস্কৰ,  
 উচ্চ পৰ্ব্বতৰ মধ্যে স্নেহক শিখৰ । ২৩ ।  
 পুৰোহিত মাজে সূৰ্য্যগুৰু বৃহস্পতি,  
 সেনাপতি মধ্যে ময়ে স্কন্দ সেনাপতি ।  
 জলাশয় যত সব আছে সংসারত,  
 তন্মধ্যে সমুদ্ৰ মই জানিবা সতত । ২৪ ।  
 মহৰ্ষিৰ মধ্যে ভৃগু প্ৰণব বাক্যত,  
 যজ্ঞমাজে জপ হিমালয় স্থাবৰত । ২৫ ।  
 নাৰদ দেবৰ্ষিমধ্যে বৃক্ষত অশ্বথ,  
 সিদ্ধৰ কপিল, গন্ধৰ্ব্বৰ চিএৰথ । ২৬ ।  
 অশ্ব মাজে উচ্চৈঃশ্ৰবা গজে ঐৰাবত,  
 নৰ মধ্যে নবাধিপ জানিবা ভাবত ! ২৭ ।  
 ধেনু মধ্যে কামধেনু, বজ্ৰ আয়ুধত,  
 সৰ্প মাজে বাসুকী কন্দৰ্প জননত । ২৮ ।

নাগৰ অনন্ত, জলে বকণ উদ্ভম,  
 পিতৃমধ্যে অৰ্য্যমা নিয়ন্তা মাজে যম । ২৯ ।  
 গণনাকাৰীৰ কাল, প্ৰহ্লাদ দৈত্যৰ,  
 বৈনতেয় পক্ষীকুলে, যুগেন্দ্ৰ যুগৰ । ৩০ ।  
 পবিত্ৰকাৰীৰ জানা মইয়ে পবন,  
 যোদ্ধাগণ মধ্যে বাম বাজীৰ লোচন ;  
 জলজন্তুমধ্যে মই জানিবা মকৰ,  
 স্ৰোতস্বিনী মাজে মই জাহ্নবী প্ৰথৰ । ৩১ ।  
 আদি, অন্ত, মধ্য মই সকলো ভূতৰ,  
 বিদ্যাৰ আধ্যাত্ম মই বাদ বিচাৰৰ । ৩২ ।  
 অক্ষৰ আকাৰ মই চন্দ্ৰ সমাচাৰ,  
 মইয়ে সৰ্ব্বতোমুখ ধাতা জগতৰ । ৩৩ ।  
 মৃদুগুণসকলৰ ময়ে ক্ষমা ধৃতি,  
 সম্পদ, যশস্যা, বাক্য, মেধা আৰু স্মৃতি ।  
 সৰ্ব্বহৰ মৃত্যু মই নিশ্চয় জানিবা,  
 জন্মিব যি তাৰো মোকে উদ্ভব মানিবা । ৩৪ ।  
 মইয়ে বৃহৎসাম সাম সকলৰ,  
 মাহৰ আঘোন আৰু গায়ত্ৰী ছন্দৰ,  
 ঋতুৰ বসন্ত মই তেজ তেজস্বীৰ,  
 মইয়ে জানিবা জুৰা চলনাকাৰীৰ ;



যয়ে দৃঢ় মনোবল বিজয়ীৰ জয়,  
 সাত্ত্বিকৰ সত্ত্ব মই জানিবা নিশ্চয় । ৩৫-৩৬ ।  
 কবিৰ উশনা, ব্যাস মুনিৰ মাজত,  
 যত্নকুলে কৃষ্ণ, পার্থ পাণ্ডুৰ কুন্ত । ৩৭ ।  
 জয়েচ্ছুৰ নীতি, দণ্ড দমনকাৰীৰ,  
 গোপনত মৌন মই জ্ঞান সুজ্ঞানীৰ । ৩৮ ।  
 উদ্ভব কাৰণ মই সকলো ভূতৰ,  
 মোতেই প্রোথিত যত বিশ্ব চৰাচৰ । ৩৯ ।  
 মোৰ দিব্য বিভূতিৰ অন্ত নাই দেখি,  
 বিস্তাৰি কিঞ্চিৎমাত্র কলোঁ মই সখি ! ৪০ ।  
 শ্রীমন্ত, ঐশ্বর্যযুক্ত, আক যি উজ্জ্বল,  
 মোৰে তেজোদ্ভব বুলি জানিবা সকল । ৪১ ।  
 অথবা বাহুল্যে তব কিবা প্রয়োজন ?  
 একাংশে জগৎ মোৰ কৰিছোঁ ধারণ । ৪২ ।

ইতি বিভূতিযোগ ।

## একাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুনে কলে

যি তব বর্ণিলা প্রভু, তুমি কৃপাশ্রিত,  
 জ্ঞানময় বাক্যে মোৰ মোহ তিবোহিত । ১ ।  
 জগতৰ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কাৰণ,  
 তোমাৰ মাহাত্ম্য আদি কৰিলোঁ শ্রবণ । ২ ।  
 অপকপ বিশ্বকপ স্বকপ তোমাৰ,  
 দৰশনে মোৰ মনে উদয় বাঞ্ছাৰ । ৩ ।  
 বিশ্বকপ দৰশনে যদি যোগ্য মই,  
 দেখুওৱা যোগেশ্বৰ কৃপাশ্রিত হই । ৪ ।  
 শ্রীকৃষ্ণই কলে, “পার্থ, চোৱা কপ মোৰ,  
 নানাবিধ নানাবৰ্ণ অলেখ আকাৰ । ৫ ।  
 অশ্বিনীকুমাৰদ্বয় ৰুদ্ৰ একাদশ,  
 অষ্টবসু, মৰুদগণ, আদিত্য দ্বাদশ ;  
 নেদেখা ব্রহ্মনা পূৰ্ব্ব ঘটনা সকল,  
 এতিয়া শৰীৰে মোৰ দেখিবা কেবল । ৬ ।  
 বাক্ষিত তোমাৰ যত বিশ্বৰ বিশেষ,  
 একাধাৰে মোতে তুমি চোৱা গুড়াকেশ ! ৭ ।



নেদেখিবা কিন্তু তুমি চক্ষুচক্ষুবলে,  
দিওঁ দিব্য চক্ষু, তুমি চোরা স্বকৌশলে” । ৮

সঞ্জয়ে কলে,

এই বুলি মহাবাজ ! যোগেশ্বর হবি,  
দেখাইলা অর্জুনক দিব্য রূপ ধরি । ৯ ।  
শোভে সিকপত নানা দিব্য আভরণ,  
অসংখ্য বদন আক অসংখ্য নয়ন ;  
প্রহাবে উদ্যত অদভুত অস্ত্রচয়,  
আচবিত নানাবিধ দৃশ্য শোভা পায় । ১০ ।  
দিব্যমালা, দিব্য বস্ত্র গন্ধানুলেপনে,  
সুশোভিত বিশ্বরূপ অপূর্ব ভূষণে ;  
সকলো ঠাইতে দিব্য মুখ শোভা পায়,  
অনন্ত ঐশ্বর্যযুক্ত মহাপ্রভাময় । ১১ ।  
যুগপৎ সমুদিত সহস্র তপন,  
বর্ষে যদি চতুর্দিশি উজ্জ্বল কিরণ ;  
মহাজ্যোতির্ময় সেই মহৎ প্রভাব,  
তুল্য প্রভা মহাবাজ, সেই মহাত্মাব । ১২ ।  
অনন্তবে একাধারে বিভিন্ন ভাবব,  
দেখিলা অর্জুনে যত বিশ্বচরাচর । ১৩ ।

বিস্মিত প্রণত বোমাঞ্চিত কলেবর ;  
আবস্তিলে ধনঞ্জয়ে যুবি ছয়ো কব । ১৪ ।  
দেব দেহে তব, দেখোঁ হে কেশব,  
নানা প্রাণী অগণন ;  
ব্রহ্মা পদ্মাসন, ঋষি মুনি জন,  
দেব দেবী সর্পগণ । ১৫ ।  
বহু নেত্র কব, অনেক উদর,  
অনন্ত রূপ তোমাৰ ;  
আদি মধ্য তাব, অন্ত বুজা তাব,  
বিশ্বরূপ ! বিশ্বেশ্বর ! ১৬ ।  
কিৰীটি শোভন, তেজঃপুঞ্জঘন,  
গদাচক্রযুত আভা ;  
মার্ত্তণ্ডব ন্যায়, দীপ্ত বহি প্রায়,  
দুর্নিবীক্ষ্য তব প্রভা । ১৭ ।  
তুমি হে অক্ষব, ঈশ্বর বেদক,  
জ্ঞেয় বীজ সকলব ;  
ব্রহ্মাণ্ড আশ্রয়, পুরুষ অব্যয়,  
ধর্ম্মপাল জগতব । ১৮ ।  
নাই আদি অন্ত, মহাশক্তিমন্ত,  
বহু বাহু সমন্বিত ;



দীপ্ত হৃতাশন,                      সদৃশ বয়ন,  
 শশী সূর্য্য তব নেত্র । ১৯ ।  
 অবনী অশ্বব,                      মধ্য চবাচব,  
 ব্যাপি আছা দিশগণ ;  
 তব উগ্রকপ,                      অদ্ভুত স্বকপ,  
 দেখি কঁপে ত্রিভুবন । ২০ ।  
 প্রবেশে তোমাত,                      দেহ অসংখ্যাত,  
 কোনো বা যুবি অঞ্জলি ;  
 প্রার্থে ভীত মনে,                      সিদ্ধ ঋষিগণে,  
 স্তুতি কবে স্বস্তি বুলি । ২১ ।  
 উদ্ভাণা, আদিত্য,                      সদ্ধ, বসু, সাধা,  
 গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অশুর,  
 কদ্র বিশ্বাস্বিনে,                      বিস্মিত সঘনে,  
 নিবথে কপ তোমাব । ২২ ।  
 অসংখ্য নয়ন,                      অসংখ্য বয়ন,  
 অসংখ্য দন্ত কবাল ;  
 দেখি লাগে ভয়,                      হৃদয় কঁপয়,  
 অনন্ত কপ বিশাল ।  
 বিস্তৃত অয়ন,                      বিশাল নয়ন,  
 উক পদ দেখেঁ কত ;

পবশে অশ্বব,                      কপ ভয়ঙ্কর  
 দেখি কঁপে প্রাণী যত ।  
 অসংখ্য উদব,                      সংখ্যাতীত কব,  
 বর্গ দেখি অসংখ্যাত ;  
 ধৈর্য্যচ্যুত হলোঁ,                      শাস্তি হকরাংলোঁ,  
 মবিলো প্রভু ! ভয়ত । ২৩-২৪ ।  
 কালানল সম,                      বয়নে বিষম,  
 কবাল দশন শাবী ;  
 দেখি ভয়ে মবোঁ,                      দিশকো পাহবোঁ,  
 প্রসন্ন হোরা হে হবি ! ২৫ ।  
 বাজা হুর্য্যোধন,                      সহ ভ্রাতৃগণ ;  
 আক অন্য মহীপতি ;  
 ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ,                      মোবো মুখ্যজন,  
 যত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাপতি ;  
 দ্রুতবেগে যায়,                      মুখে তব ধায়,  
 কবাল দন্তব শাবী ;  
 কোনো কোনো বীৰ,                      চূর্ণীকৃত শিব,  
 দশন মাজত পবি । ২৬-২৭ ।  
 যথা বেগবতী,                      সর্ব্ব শ্রোতস্বতী,  
 সাগবত বই পবে ;



তথা বীৰগণ,                      তব দীপ্যমান,  
 বদনে প্রবেশ করে । ২৮ ।  
 প্রদীপ্ত প্রদীপে,                      যথা জাকে জাকে  
 পতঙ্গ পুৰি মৰয় ;  
 তথা তব মুখে,                      বেগে প্রবেশিছে,  
 বণস্থিত বীৰচয় । ২৯ ।  
 কবাল বদনে,                      যত জীরমানে,  
 গ্রাসি তুমি অবিবত ;  
 উগ্রতেজ ধৰি,                      তেজঃপূৰ্ণ কৰি,  
 সন্তাপিছা ত্রিজগত । ৩০ ।  
 কি নাম তোমাব,                      কিবা কাৰ্য্য আৰ  
 একোকে নাজানে। হৰি ;  
 কৰে। নমস্কাৰ,                      পদে বাবস্কাৰ,  
 কোৱা প্রভু, কৃপা কৰি । ৩১ ।

শ্রীভগবানে কলে —

শুনা ধনঞ্জয়,                      কৰি লোকক্ৰয়,  
 সদা মই প্রবৰ্ত্তিত ;  
 এই ঘোৰ যুদ্ধে,                      নাশিম সবকে,  
 কাল নামে মই খ্যাত ।

নামাকা যদিও,                      তথাপি মৰিব,  
 বিপক্ষ বীৰগণ ;  
 উঠা ধনুৰ্ধৰ                      জিনি ই সমৰ,  
 লভা ৰাজ্য যশধন ।  
 মহা কালকপে,                      অদ্ভুত স্বৰূপে,  
 সবকে নাশিছোঁ মই ;  
 শুনা ধনঞ্জয়,                      মাৰা যোদ্ধাচয়,  
 নিমিত্তৰ ভাগী হই । ৩২-৩৩ ।  
 ভীষ্ম জয়দ্রথ,                      কৰ্ণ মহাৰথ,  
 দ্রোণ আদি বীৰগণ ;  
 কৰিছোঁ নিধন,                      তুমি এতিক্ষণ,  
 কৰা মাথোঁ জয় ৰণ । ৩৪ ।

সঞ্জয়ে কলে,

কেশবৰ কথা শুনি পাৰ্থ বীৰবৰ,  
 ভয়ে কম্পমান পাছে যুৰি ছয়ো কৰ ;  
 নমস্কাৰ কৰি পুনঃ অতি ভীত মনে,  
 আৰম্ভিলে এইদৰে গদগদ বচনে । ৩৫ ।  
 তব হৃদীকেশ !                      মাহাত্ম্য অশেষ,  
 চৰাচৰ বিমোহিত ;



নমে সাধুচয়,                      বান্ধসো পলায়,  
 সকলোরে ভয়ভীত । ৩৬ ।  
 আনাদি অশেষ,                      তুমি হে দেবেশ,  
 জগতব ভয়হারী ;  
 সৎ অসত্তব,                      অতীত অক্ষর,  
 তুমি ব্রহ্ম সর্বোপরি ।  
 ব্রহ্মাবো ববেগ্য,                      সর্ব অগ্রগণ্য,  
 জগতজীয়াতুহারী ;  
 কবোঁ নমস্কার                      পদে বাবস্থাব,  
 বাখা সনাতন হবি ! ৩৭ ।  
 পুঙ্খ পুৰাণ,                      জগত নিধান,  
 হে অনন্তকপধারী !  
 তুমি জ্যেয় জ্ঞাতা,                      তুমি মুক্তি দাতা,  
 তুমি বিশ্বব্যাপী হবি । ৩৮ ।  
 তুমি অগ্নি যম,                      শশাঙ্ক পবন,  
 তুমি স্রষ্টা সবার্কাব ;  
 শত শত বাব                      পদে নমস্কার,  
 কবোঁ হবি বাবস্থাব । ৩৯ ।  
 হে সর্বস্বকপ !                      তুমি বিশ্বকপ,  
 তুমি পূজ্য সর্বোপরি ;

অগ্র পশ্চাত্তাগে,                      তব সর্বদিকে,  
 নমস্কার কবোঁ হবি । ৪০ ।  
 হে অশেষ গুণি !                      মহিমা নাজানি,  
 প্রণয়ব বশ হই ;  
 হে কৃষ্ণ, মাধব,                      হে সখা, যাদব,  
 সম্বোধিলেঁ কত মই ;  
 বিহারভোজনে,                      আক শয্যাসনে,  
 উপহাসছলে যত ;  
 অপরাধ মই                      কবিছিলেঁ নাথ,  
 ক্রমা তুমি কৃপাস্থিত । ৪১-৪২ ।  
 তুমি বিশ্বপিতা,                      তুমি সর্বধাতা,  
 পূজ্য গুরু সবার্কাব ;  
 অতুল প্রভাব !                      সমকক্ষ তব,  
 ত্রিভুবনে নাই আৰ । ৪৩ ।  
 অনন্ত ঈশ্বর                      পদে নিবন্তব,  
 নমস্কার মোব লোরা,  
 দণ্ডবৎ কবি,                      কবিছোঁ গোহাবি,  
 হে হবি, প্রসন্ন হোরা ।  
 পিতৃয়ে পুত্রক,                      সখায়ে সখীক,  
 প্রিয়জনে প্রিয়জন ;



আপুনি সন্তোষ, ক্রমে সর্বদোষ,  
 ক্রমা মোকো সর্বজ্ঞান ! ৪৪ ।  
 নেদেখা মূৰ্তি, দেখি হৃষ্টমতি,  
 কিন্তু ভয়ভীতমন ;  
 পূর্বকপ ধরি, দেবেশ শ্রীহরি,  
 দিয়া মোক দৰশন । ৪৫ ।  
 কিবীটি শোভন, ভুবন মোহন,  
 শঙ্খ চক্র গদা ধরি ;  
 হেবা বিশ্বকপ ! হোরা চতুর্ভুজ,  
 মোক দয়া কবা হরি ! ৪৬ ।

শ্রীকৃষ্ণে কলে,

তোমাত প্রসন্ন হই কবি যোগাশ্রয়,  
 দেখুরালে। বিশ্বকপ অনন্ত অক্ষয় ;  
 মোর ই পৰম কপ মহাতেজোময়,  
 দেখা নাই অত্রে পূর্বে, শুনা ধনঞ্জয় ! ৪৭ ।  
 বেদপাঠ অধ্যয়ন যজ্ঞ দান জপ,  
 বহু ক্রিয়া কবি কিম্বা সাধি উগ্রতপ ;  
 নেদেখে ই বিশ্বকপ অত্ৰ কোনো জন—  
 ভক্ত তুমি সিকারণে পালা দৰশন । ৪৮ ।

মোর এই ঘোবকপ দেখি ধনঞ্জয়,  
 নহবা মোহিত কিম্বা ব্যথিত হৃদয় ;  
 ভয়হীন প্রীতমন আনন্দ অন্তর,  
 চোরা মোর সৌম্যকপ পুনঃ বীৰবর ! ৪৯ ।

সঞ্জয়ে কলে,

এই বুলি বাসুদেব অতি হৃষ্টমতি—  
 আশ্বাসিলে অর্জুনক ধরি স্বমূৰ্তি । ৫০ ।

অর্জুনে কলে,

এই সৌম্য নবকপ কবি দৰশন,  
 সুস্থির হৃদয় এবে মোর জনার্দন ! ৫১ ।

শ্রীকৃষ্ণে কলে,

যাব দৰশন নিত্য বাঞ্ছে দেবগণ,  
 সিকপ সহজে তুমি কবিল। দর্শন । ৫২ ।  
 বেদ, যজ্ঞ, দান কিম্বা তপ জপ বলে,  
 কিবা সাধ্য বিশ্বকপ দেখে ভূমণ্ডলে । ৫৩ ।  
 কিন্তু মোর ভক্তজন পৰাভক্তি বলে,  
 দর্শন মনন কবে তত্ত্বজ্ঞানফলে । ৫৪ ।



নিত্য মোর কৰ্ম কৰে মোর ভক্তজন,  
নিত্য মোকে কৰে পার্থ একান্ত মনন ;  
সৰ্বভূতে সমভাৱ অনাসক্ত মন,  
স্থখে মোক লভে ভক্তে, হে পাণ্ডুনন্দন ! ৫৫

ইতি বিশ্বকপদৰ্শনযোগ ।

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুনে কলে,

নিত্যযুক্ত ভক্তে তব কৰয় পূজন,  
অব্যক্ত ব্রহ্মৰ চিন্তা কৰে জ্ঞানীগণ ;  
উভয়ৰ মাজে কোন যোগী শ্ৰেষ্ঠ হয়,  
ভাঙি চিঙি কোৱা মোক প্ৰভু দয়াময় । ১ ।

শ্ৰীকৃষ্ণই কলে,

নিত্যযুক্ত মোৰ এই সগুণ ভাবত,  
মোতে মন থাপি মোকে চিন্তে অবিৰত ;  
শ্ৰদ্ধা সহ উপাসনা কৰে যিটো জন ;  
সেয়ে যুক্ততম যোগী জানিবা লক্ষণ । ২ ।  
অব্যক্ত ব্রহ্মৰ ধ্যানে হই নিমগন,  
ইন্দ্ৰিয় নিগ্ৰহ কৰে সমবুদ্ধিজন ;  
সৰ্বদায় চিন্তে সৰ্বব্যাপী সনাতন,  
অচিন্ত্য কূটস্থ অবিনাশী নিৰঞ্জন ;



সর্বভূতহিতে বত হেন যোগীজন,  
মোতে লয় হব তেরেঁ। হে কুন্তীনন্দন ! ৩-৪ ।  
অব্যক্ত ব্রহ্মের চিন্তা মহাকষ্টকর,  
বেচি ক্রেশ ভুঞ্জে পার্থ, ব্রহ্মনিষ্ঠ নব । ৫ ।  
পবন্তু যি জনে মোক, হই একমনা  
সর্বকর্ম্ম অর্পি মোতে কবে উপাসনা ;  
মৎপরায়ণ আক মোকে কবে ধ্যান,  
সংসারের পরা তাক শীঘ্রে কবেঁ। ত্রাণ । ৬-৭ ।  
মোতে মন বুদ্ধি স্থির করা ধনঞ্জয়,  
পবলোকে মোকে পাবা জানা নিঃসংশয় । ৮ ।  
চিত্ত স্থির করিবর নহলে শকতি,  
অভ্যাস যোগত যত্নে রাখা তুমি মতি । ৯  
অসমর্থ হোরা যদি অভ্যাস যোগত,  
সতত করিবা কর্ম্ম মোর উদ্দেশ্যত । ১০ ।  
তাতে অসমর্থ যদি হোরা ধনঞ্জয়,  
কর্ম্মফল ত্যাগি লোরা মোতেই আশ্রয় । ১১ ।  
অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ হয়,  
জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ জানিবা নিশ্চয় ;  
ধ্যানাপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ হয়,  
ত্যাগ হন্তে শান্তিলাভ আনন্দ অক্ষয় । ১২ ।

সর্বভূতহিতে বত করুণা আধার,  
অহঙ্কারশূন্য, মায়া মোহ নাই যাব ;  
সুখে দুখে সমভাব সন্তুষ্ট অন্তর,  
ইন্দ্রিয়বিজয়ী ক্ষমাশীল যোগীবর ;  
সুদৃঢ় সঙ্কল্প যাব মোতে স্থির মন,  
সেই ভক্ত মোর প্রিয় জানিবা লক্ষণ । ১৩-১৪ ।  
সিজন নহয় কারো ভয়র কারণ,  
নহয় অথবা ভীত নিজে কদাচন ;  
নহয় উদ্বিগ্ন কিম্বা একোতে কাড়ব,  
সুখে দুখে সম মোর প্রিয় ভক্তবর । ১৫ ।  
শুচি দক্ষ উদাসীন নিষ্পৃহ সদায়,  
সর্ববাস্তুত্যাগী মোর প্রিয় ভক্ত হয় । ১৬ ।  
প্রিয় বস্তু লাভে নাই বিশেষ বিকাব,  
অপ্রিয়বো সমাগমে ঘেঘ নাই যাব ;  
শুভাশুভপরিত্যাগী কামনাবর্জিত,  
ভক্তিমান সেয়ে মোর পবন ভক্ত । ১৭ ।  
শত্রুমিত্রে সমভাব ; মান, অপমান,  
শীত উষ্ণ সুখ দুখ সকলো সমান ;  
গৃহশূন্য ; নিন্দা স্তুতি যাব পক্ষে একে,  
আসক্তি বিহীন আক মৌনভাবে থাকে ;



স্থিৰমতি নিত্যতুষ্ট হেন ভক্তজন,  
সৰ্বদায় মোৰ প্ৰিয় জানিবা লক্ষণ । ১৮-১৯ ।  
ভক্তিভবে উক্ত ধৰ্ম কৰে আচৰণ,  
মোৰ অতি প্ৰিয় ভক্ত জানা সেইজন । ২০ ।

ইতি ভক্তিযোগ ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুনে শুধিলে,

প্ৰকৃতি, পুৰুষ, ক্ষেত্ৰ, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা,  
কিকপে নিৰ্ণয় কৰোঁ, হে বিশ্ববিধাতা ! ১ ।  
কৃষ্ণে উত্তৰিলে, “শুনা কুন্তীৰ নন্দন !  
শৰীৰকে ক্ষেত্ৰ বোলে তত্ত্বজ্ঞানীগণ ;  
যি জনে তত্ত্বতঃ এই শৰীৰক জানে,  
ক্ষেত্ৰজ্ঞ তেওঁকে বোলে তত্ত্বজ্ঞানীগণে । ২ ।  
ক্ষেত্ৰজ্ঞ স্বৰূপে পাৰ্থ, ময়ে সৰ্বজ্ঞান,  
ক্ষেত্ৰজ্ঞ ক্ষেত্ৰৰ জ্ঞান মোৰে তত্ত্বজ্ঞান । ৩ ।  
যাদৃশ সি ক্ষেত্ৰ আৰু যি যি গুণ তাৰ,  
কিকপে উৎপন্ন হয়, কিকপ বিকাৰ ;  
ক্ষেত্ৰজ্ঞ যাদৃশ আৰু যাদৃশ প্ৰভাব,  
সংক্ষেপে বৰ্ণাওঁ মই শুনা হে পাণ্ডব ! ৪ ।  
যুক্তিপূৰ্ণ ব্ৰহ্মসূত্ৰ আৰু নানা ছন্দে,  
ঋষিগণে গালে তাক বিস্তাৰি প্ৰবন্ধে । ৫ ।  
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাৰ, মহাভূতচয়,  
দশেন্দ্ৰিয়, দেহ, পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়বিষয় ;



অব্যক্ত চেতনা আক ইচ্ছা দ্বেষ ধৃতি,  
 সুখ দুখ মিলি ক্ষেত্র—ক্ষেত্র প্রকৃতি । ৬-৭ ।  
 ( আপোনার প্রশংসাদি আপুনি নকবে,  
 অমানিত্ব গুণলাভ কবে সেই নবে ;  
 জ্ঞানীজন সর্বকালে দন্তশূন্য হয়,  
 তাকে অদন্তিত্ব বোলে শুনা ধনঞ্জয় ! )  
 অমানিত্ব, অদন্তিত্ব, ক্ষমা, সয়লতা,  
 গুরু-উপাসনা, শৌচ, অহিংসা, স্থিৰতা ;  
 বিষয়ত অনাসক্তি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ,  
 বিবেক বৈবাগ্যদীপ্তি মনোজয় সহ ;  
 পুত্র ভাৰ্যা গৃহাদিত আসক্তি বর্জন,  
 জন্ম মৃত্যু জৰা আদি দুখৰ দর্শন ;  
 ইষ্টানিষ্টে সমভাব, পৰম ভকতি,  
 নিৰ্জ্জন ঠাইত বাস, সঙ্গ বিৰকতি ;  
 আধ্যাত্মিক পৰমার্থ জ্ঞানৰ অৰ্জন,  
 জ্ঞানৰ পৰম ফল মোক্ষদৰশন ;  
 এই জ্ঞান ; যাক সেবি পায় পৰিত্রাণ ;  
 ইয়াৰ অন্তথা হলে বোলয় অজ্ঞান । ৮-১২  
 যি জ্ঞেয় জানিলে মুক্তি হয় সুনিশ্চয়,  
 সেই ব্রহ্মতত্ত্ব কও শুনা ধনঞ্জয় !

সৎ বা অসৎ ব্রহ্ম কদাপি নহয়,  
 অনাদি পৰম কিন্তু জানিবা নিশ্চয় । ১৩ ।  
 যাব পাণি, পদ, শিৰ, কৰ্ণ, নেত্রানন,  
 ব্যাপি আছে সর্বদায় সকলো ভুবন । ১৪ ।  
 সৰ্বেন্দ্রিয় গুণাভাস, ইন্দ্রিয় বর্জিত,  
 নিৰগুণ, গুণভোক্তা, আসক্তি বহিত । ১৫ ।  
 সুসূক্ষ্ম অচৰ চৰ সুদূৰে অদূৰে,  
 সকলো ভূতৰ ব্রহ্ম ভিতবে বাহিৰে । ১৬ ।  
 বিভক্তৰ ন্যায় থাকে ভূতে অনুক্ষণ,  
 কিন্তু অবিভক্ত সদা ব্রহ্ম সনাতন ;  
 জানিবা সর্বদা তেৰে জীৱৰ পালক,  
 অৰ্বভূত সৃষ্টিকৰ্তা সর্বসংহাবক । ১৭ ।  
 জ্যোতিষ্কৰ জ্যোতি তেওঁ মায়াৰ অতীত,  
 জ্ঞান জ্ঞেয় ৰূপে থাকে সকলো হৃদিত । ১৮ ।  
 ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয় পার্থ, কলৌ সংক্ষেপতে,  
 জানিলে মন্ত্ৰেতে পৰাগতি লভে মোতে । ১৯ ।  
 প্রকৃতি পুরুষ দুয়ো অনাদি জানিবা,  
 গুণাদি প্রকৃতি জাত নিশ্চয় মানিবা । ২০ ।  
 পুরুষে যিহেতু ভুঞ্জি প্রকৃতিজ গুণ,  
 সদসৎ জন্ম লভে ; জানিবা অৰ্জুন !



কার্য্য কাৰণৰ হেতু প্রকৃতি নিশ্চয়,  
 সুখ দুখ কিন্তু নিজে পুরুষে আনয় । ২১-২২ ।  
 মান্ধী অনুমত্তা ভৰ্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বৰ,  
 পৰমাত্মা নামে দেহে পুরুষ প্রবৰ । ২৩ ।  
 প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব জানয় যি জন,  
 সৰ্বথা সিদ্ধিৰ পার্থ, লভে মোক্ষধন । ২৪ ।  
 ধ্যানযোগে কোনো কোনো যোগী বিচক্ষণ,  
 দেহমাজে আত্মতত্ত্ব কৰে দৰ্শন :  
 জ্ঞানবলে কেৱে কৰে আত্মাৰ চিন্তন,  
 কৰ্ম্মযোগে অন্তে লভে আত্মদৰ্শন । ২৫ ।  
 অন্ম জনে গুৰুমুখে লভি তত্ত্বজ্ঞান,  
 উপসনা কৰি পার্থ, পায় পৰিত্ৰাণ । ২৬ ।  
 স্থাবৰ জঙ্গম যি যি আছে চৰাচৰে,  
 ক্ষেত্ৰজ্ঞ ক্ষেত্ৰৰ যোগে জন্ম লাভ কৰে । ২৭ ।  
 সমভাবে সৰ্ববৃত্ততে অব্যয় ঈশ্বৰ,  
 যোনে দেখে তেৱেঁ পার্থ, তত্ত্বজ্ঞ প্রবৰ । ২৮ ।  
 সৰ্বত্র সমান জ্ঞানি জগতৰ পতি,  
 দিবা গতি লভে, তাৰ নহে অধোগতি । ২৯ ।  
 প্রকৃতিৰ বশে হয় কাৰ্য্য সমুদয়,  
 আত্মাক অকৰ্ত্তা বুলি জানে জ্ঞানীচয় । ৩০ ।

সৰ্ববৃত্ততে এক আত্মা যেতিয়া দেখয়,  
 সেইকালে জীৱে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় । ৩১ ।  
 অনাদি অব্যয় আত্মা থাকে দেহমাজে,  
 গুণাতীত হেতু লিপ্ত নহে কোনো কাজে । ৩২ ।  
 সৰ্বগত অতিসূক্ষ্ম আকাশ যাদৃশ,  
 সৰ্বব্যাপী আত্মা দেহে নিলিপ্ত তাদৃশ । ৩৩ ।  
 একেটা সূৰ্য্যই যথা ভূলোক প্রকাশে,  
 ক্ষেত্ৰজ্ঞেও তথা পার্থ, ক্ষেত্ৰক বিকাশে । ৩৪ ।  
 জ্ঞানচক্ষুবলে বিচক্ষণ যোগীবৰ,  
 প্রভেদ দেখয় ক্ষেত্ৰ আৰু ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ ;  
 প্রকৃতিৰ পৰা মুক্তি লাভৰ উপায়,  
 জ্ঞানি যোগী সূত্রে পার্থ, ব্রহ্মপদ পায় । ৩৫ ।

ইতি ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ঞবিভাগযোগ ।



## চতুর্দশ অধ্যায় ।

যি জ্ঞান প্রভাবে সিদ্ধ হল মুনিচয়,  
শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বজ্ঞান শুনা ধনঞ্জয় ! ১ ।  
ই জ্ঞান আশ্রয় করি তত্ত্বজ্ঞানীগণ,  
পৰম স্বরূপা ধন করয় অর্জন ;  
মৃষ্টিকালে পুনর্জন্ম নকরে গ্রহণ ;  
প্রলয়তো সি সবর নহয় মরণ । ২ ।  
অব্যক্ত প্রকৃতি মোর যোনি, ধনঞ্জয়,  
তাত বীজ দিলে মই জন্মে সমুদয় । ৩ ।  
মহা প্রকৃতি পার্থ, সর্ববভূতমাতা,  
সকলো প্রাণীবে মই বীজপ্রদ পিতা । ৪ ।  
সহ, বজ্রঃ, তমোগুণ প্রকৃতি সমুত্ত,  
গুণত আবদ্ধ জীর মোহে অভিভূত । ৫ ।  
মুনির্মল সত্ত্বগুণ সদা শান্তিময়,  
জ্ঞানস্থখে জীর কিন্তু তাতো বদ্ধ বয় । ৬ ।  
বজ্রোগুণ বাগাত্মক জানিবা নিশ্চয়,  
কর্মাঙ্গভিডোলে জীর তাত বদ্ধ হয় । ৭ ।  
তমোগুণে অন্ধকার বড়ায় কেবল,  
প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, মোহ তার ফল । ৮ ।

সত্ত্বগুণে সুখ আনে, বজ্র কর্তৃত্বয়,  
তমোগুণে আনে দুখ অজ্ঞানতাময় । ৯ ।  
বজ্রঃ তমোগুণদ্বয় করি পরাভূত,  
সত্ত্বগুণ জীরদোহে প্রকাশিত হয় ;  
সহ তমোগুণদ্বয় করি পরাভূত,  
জীরদোহে বজ্রোগুণ হয় পরাভূত ;  
সহ বজ্রোগুণদ্বয় করি পরাজিত,  
তমোগুণ জীরদোহে হয় প্রকাশিত । ১০ ।  
জ্ঞানময় শান্তি যদি দেহে প্রকাশয়,  
সত্ত্বগুণ-প্রবলত জানিবা নিশ্চয় । ১১ ।  
অশান্তি, বিযয়তৃষ্ণা, লোভ উত্তেজনা,  
বজ্রোগুণাধিত পার্থ, জানিবা ব'সনা । ১২ ।  
আলসা, প্রমাদ, মোহ, অন্ধকার মন,  
তমঃ প্রবলতা হেতু জানিবা লক্ষণ । ১৩ ।  
সত্ত্বগুণ প্রবলত তাজিলে জীরন;  
দেবলোকে নবে পার্থ, করয় গমন । ১৪ ।  
বজ্রঃ গুণে প্রাণ তাজি নবজন্ম লয়,  
তমোগুণে কিন্তু মৃত্যোনি প্রাপ্ত হয় । ১৫ ।  
সাত্বিক ভাবত সর্ব কর্ম আচরণে,  
বিতরি নির্মল হার সুখ শান্তি আনে ;



বাজসিক কৰ্মফল সদা দুখময়,  
 তামসিক কৰ্মে হয় অজ্ঞতা উদয় । ১৬ ।  
 সত্ত্বগুণে জ্ঞান জন্মে বজ্জ লোভ আনে,  
 প্রমাদ অজ্ঞান জন্মে তমঃ আচরণে ১৭ ।  
 সত্ত্বগুণস্থিত জনে পায় উৰ্দ্ধলোক,  
 বাজসিকে মধ্য তামসিকে অধঃলোক । ১৮ ।  
 গুণভিন্ন অত্যা কৰ্ত্তা জ্ঞানীয়ে নামানে,  
 নিজেকেই গুণাতীত ভাবে অনুক্ষণে;  
 শ্রদ্ধাবান তত্ত্বদর্শী সেই জ্ঞানীববে,  
 স্বাকপ্য, স্বায়ুজ্য, অনায়াসে লাভ করে । ১৯ ।  
 অতিক্রমি গুণত্রয়—তমঃ বজ্জঃ সত্ত্ব,  
 জন্ম, মৃত্যু জবা তবে ; লভে অমবদ্য । ২০ ।  
 ( এই তিনি গুণ জীবে কবি অতিক্রম,  
 জন্ম, মৃত্যু, জবা তবে, পিয়ে অমৃতম্ । )

অজ্ঞানে কলে,

সবিশেষে কোরা মোক কৃষ্ণ কৃপাময়,  
 কিবা আচরণে জীর গুণাতীত হয়?  
 গুণাতীত জনে প্রভু! কিবা কার্য্য করে?  
 কি তার লক্ষণ আক কিরূপে আচবে? ২১ ।

শ্রীকৃষ্ণে উত্তরিলে,

গুণাতীত সেইজন জানিবা সন্ধান,  
 প্রকাশ প্রবৃতি মোহে যাব সমজ্ঞান;  
 ই তিনি উদিত হলে নাই কোনো দ্বেষ,  
 নিবৃত্ত হলেও নাই কোনো মনোক্লেষ । ২২ ।  
 সদা ভাবি গুণকার্য্য গুণের অধীন,  
 গুণে বিচলিত নহে—থাকে উদাসীন । ২৩ ।  
 সুখ দুখ সম দেখে লোষ্ট্র বা কাঞ্চন,  
 তুলা ভাবে প্রিয়াপ্রিয় স্তুতি বা নিন্দন । ২৪ ।  
 সর্বদা বস্ত্রপবিত্যাগী গুণাতীত জন,  
 সম ভাবে শত্রু মিত্র মান অপমান । ২৫ ।  
 'পরা' ভক্তিবলে মোক যি করে ভজ্ঞন,  
 ব্রহ্ম প্রাপ্তি যোগ্য হয় সেই যোগীজন । ২৬ ।  
 ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা মই সুখের আলয়,  
 মোক্ষপদো মোতে, মই ধর্ম্মের আশ্রয় । ২৭ ।

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগ ।



## পঞ্চদশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণে কলে,

উর্দ্ধমূল অধঃশাখা অশ্বখ অব্যয়,  
ছন্দ সব পত্র যাব—বেদজ্ঞে জানয় । ১ ।  
বিষয়পল্লবযুক্ত তার শাখাচয়,  
উর্দ্ধে অধে বিস্তারিত ত্রিগুণে বঢ়ায় ;  
নিম্নদেশে মূল তার ধাবমান হয়,  
কর্মবন্ধকপে পাছে জীরক বান্ধয় । ২ ।  
এই অশ্বখের পার্থ, আদি অন্ত নাট,  
অনাশক্তি অস্ত্রে তাক কাটা ছেগ চাই । ৩ ।  
সনাতন মূল পাছে কবা অশ্বেষণ,  
যি স্থানর পবা নাট পুনরাগমন ;  
বিস্তারিত যাব পবা সংসারের গতি,  
লভেঁ মই সেই আদি জগতের পতি । ৪ ।  
মান মোহ এবে, আক সঙ্গ বিবর্জিত,  
জাব জহ সুখ দুখ আদি দম্পাতীত ;  
কামনা বহিত তেন আত্মস্থিত জন,  
অনায়াসে লভে পার্থ, মহামোক্ষধন । ৫ ।  
যি পদ লভিলে যোগী মুনি ঋষিবরে  
পুনরায় নাহে ফিরি সংসার ভিতরে ;

সেয়ে মোর স্বপ্রকাশ পবন আলয়,  
চন্দ্রাগ্নি সূর্য্যাবে য'ত প্রকাশ নহয় । ৬ ।  
মোরে সনাতন অংশ জীর সমুদয়,  
ইন্দ্রিয়াদি সহ করে প্রকৃতি আশ্রয় । ৭ ।  
বায়ু যথা পুষ্পারেণু আহরণ করে,  
পাছে কুসুমের গন্ধ নিয়ে স্থানান্তরে ;  
মৃত্যুকালে তথা জীরে শুনা ধনঞ্জয়,  
দেহান্তরে বই নিয়ে ইন্দ্রিয় নিচয় । ৮ ।  
বিষয়ক ভুঞ্জে জীরে, করি অধিষ্ঠান  
স্পর্শ, চক্ষু, জিহ্বা, মন আক নাক কাণ । ৯ ।  
জীরলীলা অত্যন্তুত দেহ দেহান্তরে,  
বিমূঢ়ে নাজানে পার্থ, জানে জ্ঞানীবরে । ১০ ।  
যোগবলে লভে যোগী আত্মদর্শন,  
চেষ্টা স্বত্রে আত্মক নেদেখে মূঢ়জন । ১১ ।  
চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নিস্থিত তেজ সমুদয়,  
সমস্তই মোরে তেজ জানিবা নিশ্চয় । ১২ ।  
ভূমিক গ্রবেশি মই নিজ প্রাণবলে,  
ধারণ করিছোঁ যত প্রাণীক সমূলে,  
বসাত্মক সোমকপে সঞ্চাৰি জীরন,  
তৃণ, লতা, বৃক্ষ আদি করিছোঁ পোষণ । ১৩ ।



বৈশ্বানরকপে মই জীরব জঠবে,  
 অন্ন পাক করোঁ। প্রাণাপান সহকারে । ১৪ ।  
 সর্বপ্রাণিহৃদয়ত করোঁ অধিষ্ঠান,  
 মোতে জন্ম, মোতে লয় সর্বস্মৃতিজ্ঞান ;  
 বেদবো মইয়ে বেদ জানিবা অর্জুন,  
 বেদবিদ, বেদস্বামী, মই সর্বগুণ । ১৫ ।  
 ক্ষবাক্ষর নামে দুই ভাব পুরুষর,  
 সর্বভূত ক্ষর, আত্মা কূটস্থ অক্ষর । ১৬ ।  
 ততুপরি আছে এক পুরুষ প্রধান,  
 অব্যয় ঈশ্বর পরমাত্মা অভিধান ।  
 সূক্ষ্মকপে ব্যাপি আছে তিনিও ভুবন,  
 আত্মবলে প্রাণীচয় করিছে ধারণ । ১৭ ।  
 ক্ষবাক্ষর হস্তে মই অতি নিকমম,  
 লোকে বেদে খ্যাত তাতে পুরুষ উত্তম । ১৮ ।  
 পুরুষ উত্তম মোক জানে যিটো নবে,  
 সর্বভাবে মোক দিয়ে উপাসনা করে । ১৯ ।  
 এই গুহ্যতম শাস্ত্র কলোঁ ধনঞ্জয়,  
 ই জ্ঞানেবো কৃতকৃত্য হব লোকচয় । ২০ ।

ইতি পুরুষোত্তমযোগ ।

## ষোড়শ অধ্যায় ।

ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বিনয়, স্থিৰতা,  
 ভয়াভাব, অধ্যয়ন, চিত্তপ্রসন্নতা ;  
 লজ্জা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অক্রোধ, অহিংসা,  
 তপ, দান, সৰলতা, আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা,  
 সত্য, শান্তি, ত্যাগ, দয়া, লোভশূন্য ভাব,  
 নিবহঙ্কাৰিতা, শৌচ, ক্রুবতা-অভাব ;  
 দৈবী প্রকৃতির অংশে জন্ম হয় যাব,  
 ই সব গুণত পার্থ, তাব অধিকার । ১—৩ ।  
 নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, দম্ভ, দর্প, অভিমান,  
 আসুৰী প্রকৃতিজাত জানিবা অজ্ঞান । ৪ ।  
 দৈবী সম্পদত পার্থ, মোক্ষলাভ হয়,  
 আসুৰিক ভাবে সদা বান্ধে জীরচয় ।  
 দৈবী প্রকৃতিত তব জন্ম ধনঞ্জয়,  
 সিকাৰণে হোৱা সখি, নিশ্চিত হৃদয় । ৫ ।  
 দৈব আসুৰিক দুইবিধ প্রাণীচয়,  
 দৈব কলোঁ, শুনা এবো অসুৰ নির্ণয় । ৬ ।  
 প্রযতি নিবৃতি বোধ নাই অসুৰব,  
 নাই সত্য নাই শৌচ নাজানে আচাব । ৭ ।



বেদবিধি বোধ নাই নামানে ঈশ্বর,  
 বোলে; “কামহেতু জন্মে বিশ্ব চৰাচৰ” । ৮ ।  
 হেন অল্পমতি আশুৰিক দুৰাশয়,  
 জগতৰ শত্ৰু আৰু উগ্র কৰ্ম্মী হয় । ৯ ।  
 কামনাৰ বশে হই দন্তুমদাস্থিত,  
 অজ্ঞানৰ কাৰ্য্য কৰে অতি বিগৰ্হিত । ১০ ।  
 আজীৱন চিন্তাৰ্ণবে থাকি নিমগন,  
 ভাবে, “কাম উপভোগ পৰম বতন” । ১১ ।  
 শত আশাপাশে বন্দী কাম ক্ৰোধে অন্ধ,  
 অশ্রায় উপায়ে কৰে ভোগৰ প্ৰবন্ধ । ১২ ।  
 “আজি মনোবথ পূৰ্ণ লভি এই ধন,  
 কালি পুনঃ বেচি ধন কৰিম অৰ্জ্জন । ১৩ ।  
 আজি মন হৰ্ষাস্থিত এই শত্ৰু নাশি,  
 সমূলে নাশিম কালি বাকী শত্ৰুবাশি ।  
 মইয়ে ঈশ্বৰ মই বলবান ভোগী,  
 মই মহাসুখী আৰু মই সিদ্ধযোগী । ১৪ ।  
 মোৰ সম ধনী মানী কোন আছে আৰ ?  
 তুন সম জ্ঞান কৰোঁ সমস্ত সংসাৰ” । ১৫ ।  
 ভ্ৰান্তচিত্ত, সমাবৃত মোহৰ জালত,  
 কামনাত অত্যাশক্ত, পৰে নবকত । ১৬ ।

“মই বৰ” ভাবি, ধন, মান মদভবে,  
 অবিধি পূৰ্বক জজ্ঞ সগৰ্বে আচৰে । ১৭ ।  
 অহঙ্কাৰ, বল, দৰ্প, কাম, ক্ৰোধভবে,  
 আত্ম পৰদেহে মোক হিংসা ঘৃণা কৰে । ১৮ ।  
 হেন ক্ৰুৰ পামৰক সংসাৰ সাগৰে,  
 অশুৰী যোণিত জন্ম দিওঁ বাৰে বাৰে । ১৯ ।  
 আশুৰী যোণিত জন্ম লভি সি দুৰ্ম্মতি,  
 ঈশ্বৰ নলভি সখি, যায় অধোগতি । ২০ ।  
 কাম, ক্ৰোধ, লোভ, তিনি দ্বাৰ নবকৰ,  
 আত্মজ্ঞাননাশহেতু ; ত্যাজ্য সকলৰ । ২১ ।  
 কামক্ৰোধলোভমুক্ত জানী নবচয়,  
 আত্মোন্নতি কৰি পৰা গতি প্ৰাপ্ত হয় । ২২ ।  
 শাস্ত্ৰবিধি এৰি ইচ্ছামতে কাৰ্য্য কৰি,  
 শাস্তি, সিদ্ধি, মোক্ষপদ লভিব নোৱাৰি । ২৩ ।  
 অতএব শাস্ত্ৰবিধি প্ৰনাথানুসাৰে,  
 কৰা সখি, ক্ৰিয়া তুমি বিহিত প্ৰকাৰে । ২৪ ।  
 ইতি দৈবাসুৰসম্পদবিভাগযোগ ।



## সপ্তদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুনে কলে,

শাস্ত্রবিধি ত্যজি যিয়ে শ্রদ্ধাবে পূজয়,  
তাৰ কিবা গতি ? কোৱা কৃষ্ণ কুপাময় :  
সাত্বিকী, ৰাজসী আৰু তামসী গতিব.  
কোন বিধ লভে সখি, কোৱা কৰি স্থিৰ । ১ ।

শ্ৰীকৃষ্ণে কলে,

স্বাভাবিকে নৰমধ্যে আছে শ্রদ্ধাত্ৰয়,  
সাত্বিকী, ৰাজসী আৰু তমোগুণময় । ২ ।  
সংস্কাৰৰ অনুকূপ মানৱ হৃদয়,  
বিবিধ শ্রদ্ধাবে পূৰ্ণ সদা প্রাণীচয় ;  
জানিবা নিশ্চয় পাৰ্থ, জীৱ শ্রদ্ধাময়,  
শ্রদ্ধা অনুকূপ যত মানৱ নিচয় । ৩ ।  
ভক্তিভবে দেৱগণ পূজয় সাত্বিকে,  
তামসিকে প্ৰেত, যক্ষৰাক্ষ ৰাজসিকে । ৪ ।  
শাস্ত্রবিধি নামানে যি হীন মূঢ়জন,  
শৰীৰস্থ ভূতগ্ৰাম কৰে বিশেষণ ;

দন্ত, অহঙ্কাৰ আৰু কামৰাগভবে,  
শাস্ত্রবিগৰ্হিত ঘোৰ তপস্যাক কৰে,  
হৃদিস্থিত মোকো দুখ দিয়ে অবিৰত,  
অম্লৰ সিজন পাৰ্থ, জানিবা নিশ্চিত । ৫-৬ ।  
যজ্ঞ, তপ আৰু দান, তদ্রূপে আহাৰ,  
ত্ৰিগুণ ভেদত শুনা ত্ৰিবিধ প্ৰকাৰ । ৭ ।  
আয়ু, সত্ত্ব, বল, শান্তি, সুখৰ বৰ্দ্ধন,  
বস্যা, স্নিগ্ধ, হৃদা, স্থিৰ, সাত্বিক ভোজন । ৮ ।  
লবণালু, কটু, উষ্ণ, কক্ষ অতিশয়,  
ৰাজসিক খাদ্য ইটো শোক দুখময় । ৯ ।  
দুৰ্গন্ধ, নীৰস, বাহী, উচ্ছিষ্ট, অমেধা,  
শুনা সখি, প্ৰিয় ইটো তামসৰ খাদ্য । ১০ ।  
ফলাকাজ্জ্বাশূন্য হই যজ্ঞ আচৰণ,  
কৰ্ত্তব্য ভাবত কৰে সাত্বিক সূজন । ১১ ।  
দন্তভবে ফললোভে যজ্ঞ সম্পাদন,  
ৰাজসিক নামে খ্যাত জানিবা লক্ষণ । ১২ ।  
বিধিহীন মন্ত্ৰহীন শ্রদ্ধা বিবৰ্হিত  
তামসিক নামে যজ্ঞ হয় অভিহিত । ১৩ ।  
দেৱদ্বিজপূজা আৰু গুৰুভক্তিসাৰ,  
জ্ঞানীৰ পূজন সবলতা শৌচাচাৰ ;



ব্রহ্মচর্য্য অহিংসাদি গুণ সমুদয়,  
 শাবীৰিক তপ বুলি জানিবা নিশ্চয় । ১৪ ।  
 অধ্যয়ন, প্রিয় সত্য হিত বাক্যচয়,  
 বাকাময় তপনামে অভিহিত হয় । ১৫  
 চিত্তশুদ্ধি, প্রফুল্লতা, ইন্দ্রিয় দমন ;  
 সৌম্য, মৌন—মানসিক তপের লক্ষণ । ১৬ ।  
 ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য শ্রদ্ধাযুক্ত তিনি তপ,  
 সাত্ত্বিক নামত খ্যাত শুন পৰতপ । ১৭ ।  
 মান যশ আশে দম্ব সহ তপচয়,  
 রাজসিক নামে সদা অভিহিত হয় । ১৮ ।  
 যি তপত নিপীড়িত হয় আত্মপৰ,  
 অশাস্ত্রীয় শুনা সেয়ে তপ তামসব । ১৯ ।  
 দেশ, কাল, পাত্র বৃজি অপ্রত্যাশ দান,  
 সাত্ত্বিক নামেরে খ্যাত জানা নিরূপণ । ২০ ।  
 প্রতি উপকার কিম্বা ফলাকাঙ্ক্ষাতত,  
 কিম্বা কষ্টমানে দান রাজসিক সিটো । ২১ ।  
 দেশ, কাল কিম্বা পাত্র নুগুনি একোকে,  
 শ্রদ্ধাশূন্য দান—তামসিক বোলে তাকে । ২২  
 ওঁ, তৎ, সৎ, এই নির্দেশ মন্ত্রত্ৰয়,  
 ব্রহ্মনাম বুলি সদা জ্ঞানীজনে কয় :

তপ, যজ্ঞ, দান আদি ক্রিয়া আচরণে,  
 ওম উচ্চারণ করে ব্রহ্মবাদীগণে । ২২-২৪ ।  
 ফললাভআশাত্যাগী মোক্ষার্থীজনে,  
 “তৎ” উচ্চারণ দান যজ্ঞ আচরণে । ২৫ ।  
 “সৎ” শব্দে “আছে” ভাব প্রকাশ করয়,  
 “সৎ” মানে সংকল্প—ভালকো বুজায় ! ২৬ ।  
 দান যজ্ঞ তপে স্থিতি ‘সৎ’ আখ্যা পায়,  
 ঈশ অর্থে কার্য্য “সৎ” অভিহিত হয় । ২৭ ।  
 শ্রদ্ধা বিবহিত যজ্ঞ তপ কিম্বা দান,  
 ‘অসৎ’ সদায় তাব হয় অভিধান ;  
 ইহ পরকালে তাত মঙ্গল নহয়,  
 সুনিশ্চিত কথা ইটো শুনা ধনজয় ! ২৮ ।

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ



## অষ্টাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুনে কহিলা, “কৃষ্ণ, কেশিনিমৃদন,  
ত্যাগ সন্ন্যাসক কৰা বিস্তাৰি বৰ্ণন ।” ১ ।

শ্রীকৃষ্ণ কলে,

কাম্য কৰ্ম ত্যাগেই সন্ন্যাস ধনঞ্জয়,  
সৰ্বকৰ্ম ফলত্যাগে ত্যাগ নাম পায় । ২ ।  
“দোষহেতু কৰ্ম ত্যাজ্য” বোলে কোনো জন,  
“দান আদি ত্যাজ্য নহে” বোলে অন্য জন । ৩ ।  
সিদ্ধান্ত বচন মোৰ শুনা ধনঞ্জয়,  
ত্যাগ তিনি বিধ বুলি প্রকীৰ্তিত হয় । ৪ ।  
যজ্ঞ, দান, তপ ত্যাজ্য কদাপি নহয়,  
চিত্তশুদ্ধিকৰ পার্থ, এই সমুদয় ! ৫ ।  
এই সমুদয় কৰ্ম সदा আচৰিবা,  
কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা তাত কভু নকৰিবা । ৬ ।  
কৰ্তব্য কৰ্মৰ ত্যাগ উচিত নহয়,  
মোহবশে কৰ্মত্যাগ তামস বোলয় । ৭ ।  
কায়ক্ৰেশ ভয়ে সখি, কৰ্ম ত্যাগচয়,  
বাজসিক ত্যাগ নামে অভিহিত হয় । ৮ ।

ফল ত্যজি অনাসক্ত কৰ্তব্য সাধন,  
তাকেই সাত্বিক ত্যাগ বোলে জ্ঞানীজন । ৯  
মঙ্গলে বা অমঙ্গলে নাই চৰ্ছ ভয়,  
মেধাবী, পবিত্র ত্যাগী সदा নিঃসংশয় । ১০ ।  
সৰ্বকৰ্মত্যাগ কভু দেহীৰ নহয়,  
কৰ্মফলত্যাগীজনে ত্যাগী নাম পায় । ১১ ।  
ইষ্টানিষ্ট মিশ্র ফল ত্রিবিধ, কৰ্মৰ, ।  
অত্যাগীৰ লভ্য ; নহে সন্ন্যাসী জনৰ । ১২ ।  
সৰ্বকৰ্ম সিদ্ধিৰ যে পঞ্চধা কাৰণ,  
সাংখ্য শাস্ত্রে আছে তাৰ তত্বনিকপণ । ১৩ ।  
দেহ, জীৱ, নানাকপ ইন্দ্রিয়নিচয়,  
নানাবিধ চেষ্টা, অধিষ্ঠাতৃ দেবচয় । ১৪ ।  
কায়মনবাক্যকৃত কাৰ্য্য সকলৰ,  
এই পঞ্চহেতু হয় জানা বীৰবধ । ১৫ ।  
তথাপি আত্মক কৰ্তা ভাবে মূঢ়জন,  
অজ্ঞতা তিমিৰে তাৰ লুপ্ত বুদ্ধি মন । ১৬ ।  
অহংভাব নাই যাৰ আসক্ত নহয়,  
হত্যাদি কাৰ্য্যতো পার্থ, নিলিপ্ত সি বয় । ১৭ ।  
কৰ্মৰ চোদনা তিনি, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ;  
কৰ্ম সংগ্রহৰ—কৰ্ম, কাৰণ, কৰোঁতা । ১৮ ।



জ্ঞান কৰ্ত্তা কৰ্ম্ম ত্ৰিধা ত্ৰিগুণ ভেদেবে,  
 মীমাংসিত আছে গুণ শাস্ত্ৰ অনুসারে । ১৯ ।  
 ভিন্নত অভিন্ন ভার যি জ্ঞানে আনয়,  
 যি জ্ঞানত সৰ্বভূতে আত্মজ্ঞান হয় ;  
 নিৰ্ম্মল, বিকাৰশূন্য, সুখশান্তিময়,  
 সি জ্ঞান সাত্বিক নামে অভিহিত হয় । ২০ ।  
 ভূতে ভূতে ভিন্ন ভার হয় যি জ্ঞানত,  
 বাজসিক নাম তার জানিবা ভাবত ! ২১ ।  
 একাংশকে পূৰ্ণ বোধ হয় যি জ্ঞানত,  
 তুচ্ছ, অযথার্থ, অযৌক্তিক ভাব য'ত ;  
 সি জ্ঞানত কোনো লাভ নাই ধনঞ্জয়,  
 তামসিক সেই জ্ঞান জানিবা নিশ্চয় । ২২ ।  
 ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, বাগদেববিবহিত,  
 সাত্বিক নামত কৰ্ম্ম হয় পৰিচিত । ২৩ ।  
 দম্ভ সহ ফলহেতু বহু কষ্টে কৃত ;  
 বাজসিক নামে কৰ্ম্ম হয় অভিহিত । ২৪ ।  
 মোহত আৰন্ধ কাৰ্য্য ক্ষমতা অতীত,  
 সবাবো অনিষ্টকর তামস নিশ্চিত । ২৫ ।  
 অনাসক্ত, নিৰ্ব্বিকার, দম্ভশূন্য মন,  
 ধৃত্যৎসাহযুক্ত কৰ্ত্তা সাত্বিক সৃজন । ২৬ ।

ফলাকাঙ্ক্ষী, হিংসামতি, লুক্ অতিশয়,  
 হৰ্ষ শোকাগ্নিত কৰ্ত্তা বাজসিক হয় । ২৭ ।  
 উদ্ধত, বিবেকশূন্য, বিষাদী, অলস,  
 দৌৰ্ঘম্ভত্ৰী শঠ কৰ্ত্তা কীৰ্ত্তিত তামস । ২৮ ।  
 গুণভেদে বুদ্ধি ধৃতি ত্ৰিনি বিধ হয়,  
 ভিন্ন ভিন্ন কৰি কণ্ড শূন্য ধনঞ্জয় ! ২৯ ।  
 প্রবৃতি, নিবৃতি আৰু বন্ধন অভয়,  
 কৰ্ত্তব্য বা অকৰ্ত্তব্য, মোক্ষ আৰু ভয়,  
 যি বুদ্ধিত স্পষ্টরূপে হয় সমুদিত,  
 সি বুদ্ধি সাত্বিক নামে সদা অভিহিত । ৩০ ।  
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কাৰ্য্যাকাৰ্য্যাদিৰ পৰিচয়,  
 লুব্ধা বুদ্ধিক পার্থ, বাজসিক কয় । ৩১ ।  
 অধৰ্ম্মত ধৰ্ম্মভার সৰ্ব্ব বিপৰীত,  
 যি বুদ্ধিত হয় সেই তামস নিশ্চিত ! ৩২ ।  
 যি ধৃতিৰ বলে হয় সংযম সাধন,  
 যি ধৃতিয়ে স্থিৰ বাথে সদা প্রাণ মন ;  
 যি ধৃতিত চিত্তবৃতি বোধ প্রাপ্ত হয়,  
 সি ধৃতি সাত্বিক পার্থ, জ্ঞানীগণে কয় । ৩৩ ।  
 যি ধৃতিত ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম স্থৰ বয়,  
 ফলাকাঙ্ক্ষী সেই ধৃতি বাজসিক হয় । ৩৪ ।



ভয়, শোক, ক্রোধ আদি গুণগ্রস্ত ধৃতি,  
 তামসিক বুলি পার্থ, জানিবা সম্প্রতি । ৩৫ ।  
 ত্রিবিধ সুখের কথা কবিম বর্ণন,  
 মনোযোগ সহ পার্থ, কবিবা শ্রবণ । ৩৬ ।  
 আবস্তে দাক্ষণ দুখ পিচে সুধাময়,  
 জ্ঞানজ সাত্বিক সুখ, জ্ঞানীগণে কয় ; ৩৭ ।  
 প্রথমতে মউসানা বিষয়ের সুখ,  
 রাজসিক নামে খ্যাত, শেষে আনে দুখ । ৩৮ ।  
 মনন জড়তা য'ত জনমে নিশ্চয়,  
 নিদ্রালস্য প্রমাদত সুখের উদয় ;  
 আগে পাছে যিটো সুখ মহামোহময়,  
 তামস সি সুখ জানা কুন্তীর তনয় ! ৩৯ ।  
 স্বর্গ মর্ত্যালোক আদি বিশ্ব চবাচবে,  
 জীবে গুণ অতিক্রম কবিব নোরাবে । ৪০ ।  
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতিচয়,  
 স্বাভাবিক গুণভেদে জাতিভেদ হয় । ৪১ ।  
 আস্তিক্য, বিজ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয় দমন,  
 ক্রমা, সবলতা, তপ, ত্যায় আচরণ ;  
 জ্ঞান আক শম যাব স্বভাবজ গুণ,  
 তেঁরেই ব্রাহ্মণ সত্য জানিবা অর্জুন ! ৪২ ।

শূব. বীৰ, দৃঢ়, দক্ষ, সমর নিপুণ.  
 দাতা, প্রভুভাবাপন্ন ক্ষত্রিয়, অর্জুন ! ৪৩ ।  
 বৈশ্যের বানিজ্য কর্ম কৃষি গো বক্ষণ,  
 শূদ্রকর্ম পরিচর্যা শুনা বিবরণ । ৪৪ ।  
 নিজ নিজ গুণোচিত ধর্ম আচরণে,  
 ক্রিপণে সম্ভবে সিদ্ধি শুনা একমনে । ৪৫ ।  
 সমস্ত ভুবন ব্যাপী ব্রহ্ম সনাতন,  
 যাব দ্বাৰা সৃষ্ট স্থিত হয় প্রাণীগণ ;  
 স্বধর্ম পালন কবি ব্রহ্মের পূজনে,  
 সিদ্ধি লাভ করে নব্বৈ ঠ বিশ্বভুবনে । ৪৬ ।  
 সদোষ হলেও নিজ ধর্ম পালা হয়,  
 পরধর্ম শ্রেয়ঃ পার্থ, কদাচ নহয়  
 আচরিলে স্বভাবজ কর্ম সর্বদায়,  
 পাপত নিমগ্ন নব্বৈ কদাপি নহয় । ৪৭ ।  
 চোরা সখি, অগ্নি সদা ধূমাবৃত বয়,  
 কর্মমাজে তথা একো নির্দোষ নহয় ।  
 স্বভাবজ কর্ম যদি দোষযুক্ত হয়,  
 তথাপিতো নহে ত্যাজ্য জানিবা নিশ্চয় । ৪৮ ।  
 অনাসক্ত চিত্ত সদা, ইন্দ্রিয় বিজয়ী,  
 অহঙ্কারশূন্য আক স্পৃহাহীন হই ;



কর্ষত সন্ন্যাসযোগ করি আচরণ,  
 “নৈষ্কর্ষ্য পৰম সিদ্ধি” লভে যোগীজন । ৪৯ ।  
 সিদ্ধি লভি যোগী যথা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়,  
 সংক্ষেপতে জ্ঞাননিষ্ঠা শুনা ধনঞ্জয় ! ৫০ ।  
 পৰম নিৰ্ম্মল চিত্ত, ইন্দ্রিয় সংযত,  
 শব্দস্পর্শ কপাদিত সর্বদা বিবর্ত ;  
 নিজ নত বাস করে অত্যাশ্রিত ভোজন,  
 সদায় সংযত বাখে কায়, বাক্য, মন ।  
 কাম, ক্রোধ, পৰিগ্রহ, দর্প, অহঙ্কার,  
 যমতাদি তাজি সদা থাকে নিব্বিকার ;  
 বিবেক বৈরাগ্যশালী, ধ্যানযোগীজন,  
 ব্রহ্মভাবে সদা সখি, করে বিচরণ । ৫১-৫৩ ।  
 প্রসন্ন হৃদয় ব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগীজন,  
 ইষ্টানিষ্টে কভু নহে বিচলিত মন ;  
 সর্বভূতে সমদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ সি জন,  
 অনায়াসে লভে পরাভক্তি মহাধন । ৫৪ ।  
 সর্বব্যাপী মই যি ভারত অরক্ষিত,  
 ভক্তিবলে মোর তব জানয় নিশ্চিত ;  
 স্বরূপত মোক পাছে জানি ধনঞ্জয়,  
 পৰম আনন্দরূপে মোতে হয় লয় । ৫৫ ।

নিষ্কাম ভাবত কর্ম করি সর্বক্ষণ,  
 মৎপরায়ণ সদা ব্রহ্মজ্ঞানীগণ ;  
 মোর অনুগ্রহে সখি, লভি দিব্য জ্ঞান,  
 অব্যয় পৰম পদ লভয় নির্যাস । ৫৬ ।  
 সর্বকর্মা ফল মোতে করি সমর্পণ,  
 চিন্তাযোগে হোরা নিত্য মৎপরায়ণ । ৫৭ ।  
 মোতে একচিত্ত হই মোকে কৰা ধ্যান,  
 মোর অনুগ্রহে সর্ববিঘ্নে পাবা ত্রাণ ;  
 মদগর্বের মোক যদি কৰা অরহেলা,  
 সংসার সাগরে মগ্ন হব তব ভেলা । ৫৮ ।  
 অহঙ্কার হেতু যুদ্ধে নিদিলেও মন,  
 প্রকৃতির বশে ভঙ্গ হব তব পণ । ৫৯ ।  
 নকরিলে স্বভাবজ কার্য মোহবশে,  
 সংস্কারে কৰাব, বাধ্য করি অবশেষে । ৬০ ।  
 সর্বভূতে বিবাজিত পৰম ঈশ্বর,  
 মায়াবলে নচুরায় বিশ্ব চরাচর । ৬১ ।  
 সর্বভাবে লোরা সখি, তেওঁতে শরণ,  
 তেওঁবে কৃপাত পাবা শান্তি মহাধন । ৬২ ।  
 শুনালে তোমাক অতি গুহ্য তব্ধচয়,  
 বিবেচনা করি কৰা যিবা ইচ্ছা হয় । ৬৩ ।



অতি প্রিয় ভক্ত মোর তুমি ধনঞ্জয়,  
 সর্বগুহ্যতম তত্ত্ব শুনা পুনরায় । ৬৪ ।  
 মোতে মন দিয়া, মোকে কৰা নমস্কার,  
 মোকে ভক্তি কৰা মোকে ভজা বাৰম্বাৰ ;  
 মোকে পূজা শ্রদ্ধাসহ মোকে কৰা সার ;  
 মোকে পাবা, প্রিয় সখি, কৰে' অঙ্গীকার । ৬৫ ।  
 সর্ব ধৰ্ম্ম ত্যজি মোতে লোরাহি শবণ,  
 সকলো পাপৰ পৰা কৰিম তাৰণ । ৬৬ ।  
 সাধনা বিহীন যিবা ভক্তিতো বিমুখ ;  
 মোকে হিংসা কৰি কবে স্ভাব্যে দুঃখ ।  
 শুনিবর অর্থে যাব অনিচ্ছা দেখিবা ;  
 ই সবত গীতাতত্ত্ব বাক্ত নকৰিবা । ৬৭ ।  
 ভক্তবৃন্দমাজে যিয়ে গীতাতত্ত্ব গায়,  
 পৰাভক্তি বলে মোক লভিব নিশ্চয় । ৬৮ ।  
 ভক্তমাজে গীতাতত্ত্ব যি জনে প্রচারে,  
 প্রিয়তম হয় মোর সি জন সংসারে । ৬৯ ।  
 তব মোর ই সংবাদ যি কবে পঠন,  
 জ্ঞান যজ্ঞে মোক সিটো কবয় পূজন । ৭০ ।  
 শ্রদ্ধাসহ শুনি নবে গীতাতত্ত্ব কথা,  
 শুভলোকে গতি লভে নহয় অন্যথা । ৭১ ।

শুনিল। নে একচিন্তে তথা সমৃদয় ?  
 হ'ল নে' অভ্জানমোহ নষ্ট ধনঞ্জয় ? ৭২ ।

অৰ্জুনে কলে,

নষ্ট, কৃষ্ণ, মোহ মোর পালে' দিব্য জ্ঞান,  
 সমূলে সংশয় মোর হ'ল তিবোধান ;  
 তব অনুগ্রহে মোর স্থির ধীর মন,  
 অবশ্যে পালিম এবে তোমার বচন । ৭৩ ।

সমুদ্রে কলে,

বাসুদেব অৰ্জুনর, ই লোমহর্ষণ,  
 অদ্ভুত সংবাদ মই কবিলে' শ্রবণ ৭৪ ।  
 ব্যাসর প্রসাদে গুহ্যতম তথ্যচয়,  
 সাক্ষাৎ কৃষ্ণর পৰা শুনিলে' নিশ্চয় । ৭৫ ।  
 মহাবাজ, কৃষ্ণাৰ্জুন অদ্ভুত সংবাদ,  
 আমি পুনঃ পুনঃ মোর পৰম আছাদ । ৭৬ ।  
 হরিব অদ্ভুতরূপ আমি ঘনে ঘন  
 আনন্দ সাগরে ঘনে হওঁ নিমগন । ৭৭ ।  
 য'তে যোগেশ্বর হরি, য'তে ধনঞ্জয়,  
 ত'তে শ্রী, বিজয়, নীতি—আনন্দ নিশ্চয় । ৭৮ ।

ইতি মোক্ষযোগ

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।



## গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

গীতা সমগ্ৰ জগতৰ এটি অমূল্য বস্তু । দাৰ্শনিকভাৱে বিশ্ববিজয়ী, ভক্তিৰ হিচাবে প্ৰাণোন্মাদকাৰী, ভগবদ্মুখ-নিঃসৃত এই অতুল্য বাণীয়ে সমবন্ধিত কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় অৰ্জুনক কৰ্তব্যনিষ্ঠ কৰিছিল, এই কথা সাধাৰণভাৱে আমি সকলোৱে জানো ; কিন্তু এই বিশ্ববিমোহন সঙ্গীতৰ লগত আমাৰ মানৱ জীৱনৰ কি যে ভিতৰুৱা সম্বন্ধ আছে, কি ভাব অনুসৰি মানুহে গীতাৰ উপদেশ নিজৰ জীৱন ধৰ্মনীতি স্পন্দিত কৰিব পাৰে, কি ভাব অবলম্বন কৰি যি ধাৰ মালা শ্ৰীকৃষ্ণে উপনিষদকুণ্ডৰ অতি মনোহৰ জক্ মক্ কৰে নানা বৰণৰ ফুলেৰে তেওঁৰ প্ৰেমসূতাত গাথি প্ৰিয় শিষ্য অৰ্জুনৰ গলত পিন্ধাইছিল, সেই মালাধাৰেৰে আমাৰ আত্মাসুন্দৰীৰ বুকু সুশোভিত কৰি প্ৰেমৰ বহন ঢালি আমাৰ জীৱন তেওঁৰ সৌন্দৰ্য্যত উজ্জ্বল পাবোঁ, কি উপায়ে গীতাত অসামঞ্জস্য নেদেখি সকলো উপদেশ “একসূত্ৰে গাঁথা

## গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

থাকে মনি যি প্ৰকাৰ” এই ভাবে উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আমি প্ৰায় অনভিজ্ঞ ।

সাধাৰণতঃ দুইবিধ মানুহে গীতা দুইভাবে দেখে । এটা সাধাৰণ ভাৱ, অন্যটো কপকভাৱ । অধিকাংশ মানুহে গীতা সাধাৰণ ভাৱে লয় আৰু তেওঁলোকৰ মতে কৰ্মযোগে আৰু ভক্তিয়েগেই গীতাৰ মূলমন্ত্ৰ এই কৰ্মযোগ আৰু ভক্তিয়েগৰ অৰ্থ, ঈশ্বৰত ভক্তি স্থাপন কৰি সংসাৰত যথা-বিধি কৰ্ম আচৰণ কৰি থাকা । তেওঁবিলাকে সাধনাৰ ভাৱ আশ্ৰয় কৰি গীতাৰ তাৎপৰ্য্য বুজিবৰ চেষ্টা নকৰে । অন্য একদল মানুহ আছে—এওঁবিলাকৰ সংখ্যা অবশ্যে কম—যিবিলাকে সমগ্ৰ গীতা কপকভাৱে লব খোজে । তেওঁলোকে কয় যে গীতা কপক—কপক অলঙ্কাৰৰ ভিতৰেদি সাধনাৰ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বৰ্ণিত হৈছে মাত্ৰ ; কৃষ্ণাৰ্জুন দুৰ্য্যোধন, ধৃতৰাষ্ট্ৰ প্ৰভৃতি সকলো কপক ; বোধ হয় কুক ক্লেত্ৰৰ যুদ্ধও সমূলি কপক । তেওঁবিলাকে গীতাৰ সাধাৰণ অৰ্থটো একেবাৰে বাদ দিব খোজে—প্ৰাণায়াম প্ৰভৃতিৰ আশ্ৰয়ত তেওঁলোকে গীতা সেইভাবে বুজাব খোজে । এই দুই দলৰো পুনৰায় বহু শাখা প্ৰশাখা আছে—সেই বিলাকৰো আকৌ ভিন্নমত ।



যি কি নহওক আমি দল বা মত লৈ গীতাৰ মৰ্ম বুজিবলৈ আগ নাবাঢ়োঁ । সৰল মন আৰু সৰল প্ৰাণ লৈ সৰলভাৱে গীতা বুজিব চেষ্টা কৰাই ভাল । বেচি টীকা টিপ্সনী আৰু মতামত লৈ টানাটানি কৰিলে মৰ্মবোধ হোৱা বেচি টান হৈ হয় ।

গীতা কেবল কপক নহয় । আচলতে কৃষ্ণে তেওঁৰ সখিয়ক আৰু প্ৰিয় শিষ্য অৰ্জুনক উপদেশ দিছিল । কিন্তু অবতাৰৰ প্ৰত্যেক কাৰ্য্যতে একোটা আধ্যাত্মিক ভাব থাকে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক কাৰ্য্যই যেন কপক । সেই গুণে আমি এই গীতাৰ বিষয়টো এটা যে অতি গুঢ় তত্ত্বৰ কপক পাম তাত কোন সংশয় নাই ।

শ্ৰীকৃষ্ণ পৰমাত্মচৈতন্য : অৰ্জুন জীৱচৈতন্য । পৰমাত্মা আৰু জীৱাত্মাৰ ভিতৰুৱা সম্বন্ধ হৈছে সখ্যভাব বা একাত্মতা । উপনিষদত কৈছে—দ্বা সুপৰ্ণা সযুক্তা সখায়া সমানং বৃক্ষং পৰিসম্বজাতে । তয়োৰণাঃ পিপ্পলং স্বাদত্যানশ্লন্নন্যোহভি-চাকশীতি ॥ শ্বেতাস্থতৰ-উপনিষদ ; অৰ্থাৎ দুটা সৰ্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন পখী এক দেহকপ বৃক্ষক আশ্ৰয় কৰি আছে । তাৰ ভিতৰত এটাই অৰ্থাৎ জীৱে সুমিষ্ট কৰ্ম্মফল উপভোগ কৰে ; অন্যটোৱে অৰ্থাৎ পৰমেশ্বৰে ভোগ নকৰি সাক্ষীৰূপে চাই থাকে । কিন্তু জীৱাত্মা

আৰু পৰমাত্মাৰ ভিতৰত কেবল এয়ে সম্বন্ধ নহয় । পৰমাত্মা জীৱাত্মাৰ ভিতৰেদি সদায় প্ৰকটিত হব ধৰিছে । পৰমাত্মা-চৈতন্য জীৱচৈতন্যৰ মাজত সদায় প্ৰকাশিত হব ধৰিছে । জীৱচৈতন্য সেই পৰমাত্মচৈতন্যৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ প্ৰতিনিয়ত বিশ্বত স্ফুৰিত হৈছে ।

কাৰণ বিশ্ব সম্বন্ধে ভগবানৰ এটি অভিপ্ৰায় আছে । সেইটো হৈছে জীৱচৈতন্যৰ ভিতৰে দি পৰমাত্মচৈতন্যৰ ক্ৰমস্ফুৰণ । মানৱ সম্বন্ধে এই অভিপ্ৰায় হৈছে মানৱ ক্ৰমবিকাশ । গীতাৰ মৰ্ম্ম এই, নানা জন্মৰ ভিতৰে দি মানৱাত্মাৰ ক্ৰমবিকাশ হলে মানুহে মানৱ ক্ৰমবিকাশৰ সৰ্ব্বোচ্চ সোপানত খোজ দিয়ে ; জন্ম জন্মান্তৰৰ নানাকপ কৰ্ম্মফল ভোগ কৰি গুণ অৰ্জনৰ ফলত এই ক্ৰমবিকাশ হয় আৰু সাধনাৰ বলত মানুহে অতি সোনকালে নিজৰ ক্ৰমবিকাশ সাধিব পাৰে ।

নানা অভিজ্ঞতাৰ ভিতৰে দি গৈ মানুহে অবশেষত শিকি যে যদিও সি তাৰ প্ৰাণ ধাৰণৰ নিমিত্তে সাংসাৰিক ভোগ্যবস্তু সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, তথাপি প্ৰকৃত আত্মজীৱনত সেইবিলাকৰ মূল্য অতি কম । তেতিয়া মানুহে ধীৰভাৱে জীৱনৰ ঘটনাবলি পৰ্যালোচনা কৰিব ধৰে আৰু সাধনাৰ পথ আশ্ৰয় কৰে । সাধনা মানে



মই ইয়াত ধীৰভাবে গভীৰ একাগ্ৰ চিন্তা কৰাকে লক্ষ্য কৰিছোঁ ।

সাধনাৰ পথ আশ্ৰয় কৰিলে মানব ক্ৰমবিকাশত মানব চৈতন্যৰ চাৰিটা স্তৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰা যায় । যথা — দেহচৈতন্য, মনঃচৈতন্য, আত্মচৈতন্য আৰু পৰমাত্মচৈতন্য বা বিশ্বচৈতন্য ।

যি চৈতন্যভূমিত থাকিলে মানুহে নিজক দেহ বুলি ভাবে, য'ত মানুহৰ দেহাবুদ্ধি হয় য'ত “মই দেহ” বুলি মানুহে নিজক বিবেচনা কৰে, সেয়ে দেহচৈতন্য । সাধাৰণ মানুহ এই দেহচৈতন্য লৈয়ে ডুবি থাকে । এই চৈতন্যত মানুহে খাব, লব আৰু এজন সহযোগী পালেই সন্তুষ্ট । দেহটোক অলপ ভালকৈ ৰাখিব পাৰিলেই নিজক সাৰ্থক জ্ঞান কৰে ।

আজীৱন চিন্তাৰ্ণবে থাকি নিমগন,  
ভাবে, “কাম উপভোগ পৰম বতন” ।  
শত আশাপাশে বদ্ধ কাম ক্ৰোধে অন্ধ,  
অন্যায় উপায়ে কৰে ভোগৰ প্ৰবন্ধ ।

১৬ অধ্যায়, ১১-১২ ।

ইয়াৰ উপৰ চৈতন্যভূমিৰ নাম মনঃচৈতন্য । এই চৈতন্যত মানুহে নিজক মন বুলি বিবেচনা কৰে ।

সি ভাবে, “মই এটা মন, মোৰ এটা দেহ আছে” । এই মানস চৈতন্য বৰ তিক্তকৰ অবস্থা । যত প্ৰশ্ন আৰু জটিল সমস্যা আহি মানুহক এই অবস্থাত আগুৰি ধৰে । সি উপায় নাপাই মানসিক বাঁহত আবদ্ধ হৈ ধৰফুৰাই মৰে । এটা প্ৰশ্নৰ সমাধান নোহোৱাতেই অন্য এটা প্ৰশ্ন আহি বিবদ্ধ কৰে । এই অবস্থাত মানুহ কেতিয়াবা নিৰাশাবাদী হয়, কেতিয়াবা বা হতাশ হৈ পৰে, চাৰিওফালে ধুৱলী কুৰলী দেখে । এই অৱস্থাৰ পৰাই গীতাৰ উপদেশ পালনীয় হৈ পৰে । এই অৱস্থাত পৰিয়ে অজুনে কৈছিল,

ঘুৰিছে যে মন মোৰ থাকিব নোৱাৰে !

বিপৰীত কুলক্ষণ নিবীক্ষণ কৰে ! । ১ম অধ্যায় ৩১ ।

আৰু এই অবস্থাতে সাহ দি ধৰ্ম্মভূমি সাধনা কৰাক্ষেত্ৰত পৰমাত্মাই যেন মানবাত্মাক বিড়িয়াই কয়,

ক্লেব্য এৰা ধনু ধৰা মোহ নুযুৱায়,

হৃদয়ৰ দুৰ্বলতা এৰা ধমঞ্জয় ! ২য় অধ্যায়, ৩ ।

তাৰ পাছত আত্মচৈতন্যৰ ভূমি । এই ভূমিত মানুহে নিজক আত্মাকপে উপলব্ধি কৰিব পাৰে । মই “মই”— এই জ্ঞান মানৱ হৃদয়ত প্ৰকটিত হয় । “মই আত্মা” এই



জ্ঞানৰ বলত মানুহে তেতিয়া নিৰ্ভীক চিত্তে সংসারত  
বিচৰণ কৰে । তেতিয়া তেওঁ দেখে যে সংসারত যতই  
বিপদ আপদ নহওক তাত তেওঁৰ আচলতে একো  
আশঙ্কাৰ কাৰণ নাই । তেওঁ অনুভব কৰিব পাৰে যে  
আছেছ অদাহ আত্মা অক্ৰেদা অনোয়া,  
অচঞ্চল স্থিৰ এক সৰ্বব্যাপী নিত্য । ২য় অধ্যায় ২৪ ।

যোগীবিনা কথাত—“মই” অক্ষয় । বায়ু, জল,  
অগ্নি সকলোৰে ভিতৰেদি ই অক্ষুণ্ণভাবে যাতায়াত কৰিব  
পাৰে । বৰ্ষা কিম্বা তৰোৱাল একোৱে ইয়াক নষ্ট কৰিব  
নোৱাৰে—এনে কি ইয়াৰ কোনো অনিষ্টই কৰিব  
নোৱাৰে । দৈনন্দিন জীৱনৰ ঘটনাবিন্যাস ইয়াৰ ওচৰত  
স্বপ্নৰ নিচিনা । ‘মই’ৰ জ্ঞানত স্থিত হৈ মানুহে সংসারৰ  
অত্যন্ত বিভীষিকাময় দৃশ্য চায়ে হাঁহিব পাৰে আৰু  
হাত ডাঙি বিপদ আপদক দূৰ হবৰ আদেশ দিব পাৰে ।  
যি জানি বুজি ‘মই’ বুলিব পাৰে তেওঁ ধন্য ।”

এই আত্মচৈতন্য ফুটাই তুলিবৰ নিমিত্তে সাধনা বা অভ্যাস  
যোগ কৰিবলৈ শ্ৰীকৃষ্ণে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ত উপদেশ দিছে—

নিশ্চল যিদৰে দীপ নিৰ্বাত স্থানত ;  
স্থিৰ সিদৰে চিত্ত যোগীৰ ধ্যানত ।

গীতাৰ আধ্যাত্মিক অর্থৰ আভাস ;

অভ্যাস নিৰুদ্ধ চিত্তে য’ত সুখ পায় ;  
আত্মাৰে আত্মাই য’ত আত্মাত বসয় ।  
অবৰ্ণ্য, অচিন্ত্য শান্তি আছে যি পদত ;  
বুদ্ধিগ্ৰাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখ সদা য’ত ।  
যি লাভত সহ্য হয় নিদাক্ষণ দুখ ;  
যি পদ লভিলে নৰে ত্যজে অন্য সুখ ;  
সেয়ে পাৰ্থ, যোগ নামে পৰিচিত হয়,  
সাধন কৰিবা সুখে সুদৃঢ় হৃদয় ।  
সংকল্প উদ্ভূত সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম পৰিহৰি,  
মনেৰে ইন্দ্রিয়চয় নিয়মন কৰি ;  
ধৈৰ্য্য সহকাৰে ধাৰণাত ধৰি মন  
চিন্তা পৰিহৰি কৰা আত্মাতে বসণ ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৯-২৫

আত্মচৈতন্যৰ উপৰৰ ভূমি বিশ্বচৈতন্য । এই চৈতন্য  
ভূমিত মানবাত্মাই বিশ্বাত্মাৰ লগত একাত্মতা অনুভব  
কৰে । সেই গুনেই এই চৈতন্যস্বৰূপ পৰমাৰ্হৈতন্য  
বা বিশ্বচৈতন্য বোলে । মানুহে তেতিয়া প্ৰাণে প্ৰাণে  
উপলব্ধি কৰে যে জীৱন এক আৰু জীৱনৰ মৰ্ম্মস্পৰ্শী  
ভিতৰুৱা সঙ্গীত হৈছে শান্তি-প্ৰেম-একত্ব । তেওঁ



দেখে যে “একমূত্ৰে গাথা থাকে মণি যি প্ৰকাৰ” সেই দৰে এক বিশ্ব প্ৰাণে সমস্ত ভিন ভিন ব্যাপ্তি জীৱন অনুপ্ৰাণিত কৰি আছে । বিশ্বধমনীত একে জীৱনৰ স্পন্দন কেবল বিভিন্ন তালত প্ৰকাশিত হৈছে । মানুহে তেতিয়া সেই অচিন্ত্য, অৱণ্য পৰম বিভূৰ স্পৰ্শ অনুভৱত উপলব্ধি কৰে ।

ন তত্র সূৰ্যো ভাতি ন চন্দ্ৰতাবকং নেমা বিহ্যতো  
ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্বং তস্য  
ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ॥ শ্বেতাশ্বতৰ উপনিষদ ।

নাই চন্দ্ৰ সূৰ্য্য তৰা বিজুলীৰ জ্যোতি,  
অগ্নি ক’ত ? তেওঁৰ জ্যোতিতে জ্যোতিমান সব ।  
সেয়ে মোৰ স্বপ্ৰকাশ পৰম আলয়,  
চন্দ্ৰাগ্নি সূৰ্য্যৰো ব’ত প্ৰকাশ নহয় ।

১৫ অধ্যায়, ৬ ।

এই পৰম তত্ত্ব অবগত হলে মানুহে তেতিয়া জীৱনৰ সমস্যাবিলাক অন্ধ দৃষ্টিৰে দেখে । একাদশ অধ্যায়ত বৰ্ণিত, অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি বিশ্বৰূপ দেখিছিল সেইটো এষ্ট বিশ্বচৈতন্য ভূমিৰ পৰাই দেখিছিল । মানুহে

বিশ্বচৈতন্য ভূমিত হঠাৎ উপনীত হলে স্তব্ধীভূত হয় আৰু আত্মচৈতন্য ভূমিলৈ ফিৰি গৈ দ্বৈতদ্বৈতভাব অবলম্বন কৰি সেই পৰম বিভূক বিশ্বগ্ৰাসী মূৰ্ত্তিত নাচাই বিশ্বপ্ৰেমিক মূৰ্ত্তিত থেথিবৰ ইচ্ছা কৰে । সেই নিমিত্তে অৰ্জুনে কৈছিল,

নেদেখা মূৰতি                      দেখি হৃষ্টমতি  
কিন্তু ভয়ভীত মন ;  
মোক বৃথা কৰি                      প্ৰেম মূৰ্ত্তি ধৰি  
দিয়া দেব ! দৰশন ১১ শ অধ্যায়, ৪৫ ।

এই বিশ্বচৈতন্য অনুভূত হলে কোনো কোনো সাধকে যথেষ্টাচৰণ কৰি চলিবৰ মন কৰিব পাৰে । তাৰ পৰা অবশ্যে তেওঁৰ অৱনতি হয় ; কিন্তু সেইটো বুজিব নোৱাৰি ভ্ৰমৰ বশ হৈ কেৱে কেৱে সেই দৰে চলে । এই বিষয়ে সতৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণই বিশ্বচৈতন্য অনুভূতিৰ পাছত অৰ্জুনক ১৮ শ অধ্যায়ত কৈছে—

কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মৰ ত্যাগ উচিত নহয়,  
মোহ বশে কৰ্ম্ম ত্যাগ তামস বোলয় । ১৮শ, ৭ ।

সাধনাৰ ফালৰ পৰা আমি গীতাত আৰু এটি বৰ



ডাঙৰ আধ্যাত্মিক তথ্যৰ আভাস পাওঁ । মানুহৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম পিপাসা জাগ্ৰত হলে মানুহে বুজিব পাৰে যে সংসাৰ অনিত্য—মায়াময় ছায়াময় সকলো মাথোন । তেতিয়া তেওঁ মনত সাংসাৰিক কাৰ্য্য কৰিবৰ নিমিত্তে একেবাৰে প্ৰবৃত্তি নোহোৱা হয় । তেওঁৰ এনে লাগে তেওঁৰ যেন সমস্ত কৰ্ম্ম পৰিত্যাগ কৰি বাহ্যিক ভাবে নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন কৰি সন্ন্যাস আশ্ৰমলৈ যাবগৈ । সকলোতে তেওঁৰ অতৃপ্তি জন্মে ; তেওঁৰ অন্তৰে কিবা এটা বিচাৰে যিটো বিচাৰি তেওঁ আৰু একোতে তৃপ্তি লাভ কৰিব নোৱাৰে । আকুল পিয়াহে তেওঁক যেন চাৰিওফালে টানি নিব খোজে ।

আমি আগেয়ে যি মনঃচৈতন্যৰ কথা কৈছোঁ সেই ভূমিত নিশ্চয়ই এই বিলাক অনুভব কৰে ; পাছত সাধনাৰ ফলত তেওঁ বুজিব পাৰে যে তেওঁৰ শান্তি তেওঁৰ বাহ্যিক জীৱনৰ ঘটনাৰ উপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে—বাহিৰত সাংসাৰিক জীৱন যাত্ৰাৰ যুজ কৰিও তেওঁ অন্তৰত সেই পৰম সত্ত্বাৰ স্পৰ্শানুভব কৰি নিতে কৃতকৃত্য হৈ থাকিব পাৰে । প্ৰথমে সাধকে সাংসাৰিক জীৱন যাত্ৰাৰ হেন্দোলদোপ দেখি সংসাৰ ক্ষেত্ৰৰ বিভীষিকাময় স্বাৰ্থপূৰ্ণ যুদ্ধত প্ৰবেশ

কৰিবৰ ইচ্ছা নকৰে । কিন্তু যেতিয়া তেওঁৰ বিশ্বচৈতন্য অনুভূত হয় আৰু তেওঁ যেতিয়া আত্মচৈতন্যলৈ নামি আহি বুজিব পাৰে যে সমস্তই ভগবদ্ ইচ্ছাত পৰিচালিত তেতিয়া তেওঁ সাংসাৰিক জীৱন যুদ্ধত সন্তোষমনে প্ৰবেশ কৰে আৰু সমস্ত বিপদ আপদ মূৰ পাতি লৈয়ো যিটো কৰ্তব্য বুলি বুজে তাকে কৰিবৰ চেষ্টা কৰে । ইয়াতে কেৱে নেভাবিব যে আমি সন্ন্যাস জীৱন অপ্ৰয়োজনীয় বুলি কব খুজিছোঁ; কিন্তু সন্ন্যাস আশ্ৰমত এই কথা নাখাটে বুলি কোৱাও আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় । আমাৰ আচলতে কবলগীয়া কথা হৈছে—সাধক জীৱনত (সেই সাধক গৃহী কিম্বা সন্ন্যাসী যি কি নহওক) বিভিন্ন অৱস্থাত বিভিন্ন ভাব হয় আৰু এই ভাব বিলাকৰ নিমিত্তে সাধকে বিশ্ব-সংসাৰ আৰু নিজ জীৱনৰ অভিব্যক্তি নানা সময়ত নানা দৃষ্টিৰে চাবৰ বাধ্য হয়, যদিও সেই দৃষ্টিবিলাক দৃশ্যতঃ বিকল্প ভাবাপন্ন যেন দেখুৱায় ।

সাধকৰ উপৰোক্ত ভাব দুটাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে অৰ্থাৎ সেই দুটা ভাবৰ লগন মিলাবলৈ গীতাৰ আদিত আমি পাওঁ ।

“নুযুজে”। হে কৃষ্ণ মই” বুলি সকাতৰে,  
মৌনী হ'ল গুড়াকেশ অতি দুখভৰে ২য়--৯



আৰু শেষত দেখোঁ,

নষ্ট, কৃষ্ণ, মোহ মোৰ পালে। দিব্যজ্ঞান,

সমূলে সংশয় মোৰ হ'ল তিবোধান ;

তব অনুগ্ৰহে মম স্থিৰ ধীৰ মন,

অবশ্যে পালিম এবে তোমাৰ বচন । ১৮শ--৭৩ ।

\*

\*

\*

গীতা, মাজতে খুব চৰা আৰু দুয়ো কাষে লাহে লাহে  
ঢালুৱা হৈ যোৱা পৰ্বত মালাৰ নিচিনা । মাজৰ কেই  
আধ্যায়ত ভাববিলাক খুব ওখ আদিত আৰু শেষত তেনেকুৱা  
নহয় । ইয়াৰ এটি কাৰণ আছে । সাধকৰ হিচাবত গীতা  
তিনি ভাগত বিভক্ত । প্ৰথম ছয় অধ্যায়ত ভগবানে  
আত্মচৈতন্যৰ বিষয়ে উপদেশ দিছে—অভ্যাস যোগৰ দ্বাৰা  
আত্মচৈতন্য লাভ কৰিব লাগে, সাধনৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত  
মইত্ব উপলব্ধি কৰিব লাগে । স্থিৰভাবে পঢ়ি চালে এই ছয়  
আধ্যায়ত এই ভাবটোৰ বিষয়ে বিশেষ জোৰ দিয়া বুলি  
বুজিব পাৰি । তাৰ পাছৰ ছয় অধ্যায়ত বিশ্বচৈতন্য উপ-  
লব্ধিৰ বিষয়ে উপদেশ আৰু ভগবানৰ লগত একাত্মতা  
লাভ কৰি ভিতৰুৱা ভক্তিভাব স্থাপনৰ নিৰ্দেশ । শেষৰ  
ছয় অধ্যায়ত আভ্যন্তৰিক আৰু বাহ্যিক জীৱনৰ, এটাৰ

লগত আনটোৰ সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰাৰ বিষয়ে সাক্ষৰা কথা ।  
জীৱনত সেই পৰম চৰম ভাব উপলব্ধি কৰিও কেনেকৈ  
সংসাৰত চলিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি এই শেষৰ ছয়  
অধ্যায়ত বিশেষ সহায় পাবোঁ ।

তাত বাজে শেষৰ ছয় অধ্যায়ত আমি জীৱক্ৰমবিকাশৰ  
বিষয়ে আভাস পাবোঁ ।

মোৰে সনাতন অংশ জীৱ সমুদয়,

ইন্দ্ৰিয়াদি সহ কৰে প্ৰকৃতি আশ্ৰয় ;

জীৱলীলা অত্যন্তুত দেহ দেহান্তৰে,

বিমূঢ়ে নাজানে পাৰ্থ, জানে জ্ঞানীবৰে । ১৫শ—৭, ১০ ।

আৰু সপ্তদশ অধ্যায়ৰ ওয় শ্লোকত আমি পাবোঁ,

সংস্কাৰৰ অনুকপ মানবহৃদয়,

বিবিধ শ্ৰদ্ধাবে পূৰ্ণ সদা প্ৰাণীচয় ;

জানিবা নিশ্চয় পাৰ্থ, জীৱ শ্ৰদ্ধাময়,

শ্ৰদ্ধা অনুকপ যত মানব নিচয় । ১৭শ—৩ ।

পঞ্চদশ আৰু সপ্তদশ অধ্যায়ৰ এই কথা বিলাকৰ লগত  
আৰু এটা তথ্যৰ কথা মিলালে আমি স্বভাবজ ধৰ্ম্ম আৰু  
পাপ পুণ্যৰ ৰহস্য বুজিব পাৰিম । যথা—



গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ জাতিচয়,  
স্বাভাবিক গুণভেদে জাতিভেদ হয় । ১৮শ-৪১ ।

সদোষ হলেও নিজ ধৰ্ম পাল্য হয়,  
পৰধৰ্ম্ম শ্ৰেয়ঃ পাৰ্থ, কদাচ নহয় ;  
আচৰিলে স্বভাবজ কৰ্ম্ম সৰ্বদায়,  
পাপত নিমগ্ন নৰ কদাপি নহয় ।

চোৱা সখি অগ্নি সদা ধূমাবৃত বয়,  
কৰ্ম্মমাজে তথা একো দিৰ্দ্দোষ নহয় ।

স্বভাবজ কৰ্ম্ম যদি দোষযুক্ত হয়,

তথাপিতো নহে ত্যাজ্য জানিবা নিশ্চয় । ১৮শ-৪৭, ৪৮

কথাটো অলপ বহলাই কোৱা যাওক । আমি জীৱ-  
ক্ৰমবিকাশ মানে জীৱৰ ক্ৰমশঃ উদগতি বুজোঁ । হিন্দু-  
শাস্ত্ৰত কয় যে চৌবানী লক্ষ যোনি ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছত  
মানব জন্ম হয় । ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থ এই যে এটি চৈতন্য  
তৰঙ্গ সপ্তলোকৰ উচ্চতম লোকৰ পৰা তালে তালে নামি  
আহি স্থূল, পাৰ্থিব, ভৌতিক আৱৰণ লয় আৰু তাৰ  
পাছত খনিজ, উদ্ভিদ আৰু পশু জগতৰ ভিতৰে দি আহি  
বিশ্বমানবৰূপে প্ৰকাশিত হয় । তেতিয়া প্ৰত্যেক  
মানবাত্মাই নিজ নিজ 'লাইন' ধৰে আৰু জন্ম জন্মান্তৰত

দেহ গ্ৰহণ কৰি নানাকপ অভিজ্ঞতা আৰু নানাবিধ সংস্কাৰ  
(অভিজ্ঞতাৰ ফলত মনত যি দাগ বহে তাকে সংস্কাৰ  
বোলে) লাভ কৰি অনন্ত জীৱন পথত আগুৱাব ধৰে ।  
এই সংস্কাৰৰ ফলত আঁকোঁ মানুহৰ নানা বিষয়ত আসক্তি  
জন্মে । যাৰ যি বিষয়ত সুখৰ সংস্কাৰ বেচি তাৰ সেই  
বিষয়ত বেচি আসক্তি জন্মে আৰু সেই বিষয়টোক "ওখ  
খাপৰ" বা লভা বস্তু বুলি ভাবে । মনৰ এই ভাবকে  
শ্ৰদ্ধা বোলে । এই শ্ৰদ্ধাৰ ওপৰতে মানুহৰ জীৱনৰ গতি  
নিৰ্ভৰ কৰে । যাৰ যেনে শ্ৰদ্ধা তাৰ কাৰ্য্যও তেনে স্বভাৱো  
তদনুকপ ।

মানবাত্মাই যিমানৈ জন্মান্তৰ গ্ৰহণ কৰে তিমানৈ নিজ  
চেষ্টাৰ ফলত নিজ শ্ৰদ্ধাৰ পৰিমাণ আৰু ক্ৰম নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে ।  
এই পৰিমাণ আৰু ক্ৰমৰ নিমিত্তেই মানবাত্মাবিলাকৰ উন্নতিৰ  
হিচাবে ভিন ভিন স্তৰ হয়—শ্ৰদ্ধা অনুসাৰে কোনো উচ্চ  
স্তৰৰ, কোনো তদপেক্ষা নিম্নস্তৰৰ ; এইদৰে ক্ৰমশঃ ।  
কিয়নো, শ্ৰদ্ধা অনুসাৰে কাৰ্য্য—কাৰ্য্য অনুসাৰে স্বভাৱ আৰু  
স্বভাৱ হৈছে আত্মবিকশিত গুণৰ সমষ্টি । সেই নিমিত্তেই ভগবান  
শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, "স্বাভাবিক গুণভেদে জাতিভেদ হয়" । এই



জাতিভেদ বাহিৰৰ জন্মগত জাতিভেদ নহয় ই হৈছে আত্ম-বিকশিত গুণ অনুসাবে জীবাত্মাবিলাকৰ স্তৰভেদ আৰু সাধাৰণ ভাৱে মানুহ সমাজত এই স্তৰ ভেদৰ বিকাশ হৈছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ। এই খিনিতে আমাৰ কোৱা উচিত যে ই বিশ্বমানবৰ জাতিভেদ, কেৱল হিন্দুৰ নহয়। হিন্দুৰ ভিতৰৰ এক সময়ত অৰ্থপূৰ্ণ জাতিভেদ আজি-কালি প্ৰায় অৰ্থশূন্য।

এতিয়া জাতিভেদৰ আধ্যাত্মিক বা অন্তৰঙ্গ অৰ্থ লৈ আমি দেখোঁ যে মানুহ ক্ৰমবিকাশ সোপানৰ ভিন ভিন স্তৰত অৱস্থিত। প্ৰত্যেক মানুহ যি স্তৰত অৱস্থিত সেই স্তৰৰ পৰা উচ্চতৰ স্তৰলৈ নিবৰ কাৰণে ক্ৰমবিকাশৰ গতিয়ে সদায় হেচি আছে। কিন্তু মানবৰ কৰ্মফল বেচি কিম্বা কম পৰিমাণে ইয়াৰ অন্তৰায়। গতিকে এক দুই শক্তিৰ হেচা ঠেলাত মানুহৰ পক্ষে এটা নতুন বাটৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ কিছুমান সংস্কাৰ ক্ৰমবিকাশৰ গতিৰ প্ৰতিকূলে, কিছুমান অনুকূলে। এই ক্ৰমবিকাশৰ অনুকূল সংস্কাৰ বিলাক লৈ জীৱনত সেই বিলাকক আৰু বেচিকৈ বঢ়াই তুলি উপৰৰ স্তৰলৈ যাবৰ নিমিত্তে জ্ঞাতসাবে বা অজ্ঞাতসাবে মানুহৰ যি চেষ্টা তাকে গীতাত স্বভাবজ

ধৰ্ম্য বুলিছে। স্বভাবজ মানে স্বভাৱগত বা সংস্কাৰলব্ধ—ক্ৰমবিকাশৰ গতিৰ হেচাৰ লগত অনুকূল সংস্কাৰ মিলাই যি পোৱা যায় সেয়ে। ইয়াত ধৰ্ম্য মানে যি ধাৰণ কৰে—যিটোৱে ক্ৰমবিকাশৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা উচ্চতৰ স্তৰলৈ যোৱাত মানুহক ধৰি থাকে—মানুহক পিছুৱাই যাব নিদিয়। এই অৰ্থতে শ্ৰীকৃষ্ণই স্বভাবজ ধৰ্ম্য প্ৰচাৰ কৰিছে—নিজ নিজ ধৰ্ম্য পালন কৰিবৰ উপদেশ দিছে। বাস্তবিকৈ এই স্বভাবজ ধৰ্ম্যই মানুহক চমুভাবে আত্মোন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিয়ে।

এই স্বভাবজ ধৰ্ম্যপালনৰূপ কৰ্ত্তব্যৰ পোহৰত আমি পাপ পুণ্যৰ বহুসংখ্যকো ভালকৈ বুজিব পাৰোঁ। আমি দেখোঁ যে এজনে যি পাপ বুলি ভাবে অন্যে সেইটো পুণ্য বুলি বিবেচনা কৰে; আৰু এজনে যি পুণ্য বুলি বিবেচনা কৰে অন্যে সেইটো পাপ বুলি ভাবে।

ইয়াৰ আচল তত্ত্বকথা হৈছে এই যে ওপৰ খাপৰ জীৱে তলৰ খাপৰ জীৱৰ কিছুমান কাৰ্য্য কৰিলে তেওঁৰ অৱনতি হয়, ক্ৰমবিকাশৰ গতি কিছু কালৰ নিমিত্তে বাধা প্ৰাপ্ত হয়। সেইগুণে তেওঁৰ পক্ষে সেইটো পাপ; অথচ সেইটোৱে তলৰ খাপৰ জীৱৰ পক্ষে উদগতিৰ অনুকূল, গতিকে তাৰ পক্ষে



পূণ্য। সেই গুণেই শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, উপৰৰ কিস্বা তলৰ খাপৰ মানুহৰ চকুত সদৌষ হলেও স্বভাবজ ধৰ্ম পৰিত্যাজ্য নহয়।

কিন্তু এই থিনিতে কথা হৈছে, কেনেকৈ আমি আমাৰ স্বভাবজ ধৰ্ম নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিম? জীৱনত কেনেকৈ আমি আমাৰ কৰ্তব্য স্থিৰ কৰি লম?" উত্তৰত আমি ইয়াকে কওঁ যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপদেশমতে চলিলে নিজ নিজ স্বভাবজ ধৰ্ম আপোনা আপুনি অন্তৰত প্ৰতিফলিত হব।

উপদেশ যথা—

সমস্ত ভুবন ব্যাপী ব্ৰহ্ম সনাতন,  
যাব দ্বাৰা সৃষ্ট স্থিত হয় প্ৰাণীগণ;  
স্বধৰ্ম পালন কৰি ব্ৰহ্মৰ পূজনে,  
সিদ্ধি লাভ কৰে নৰে ই বিশ্বভুবনে।

১৮শ—৪৬।

যি অৱস্থাত আছা--ক্ৰমবিকাশৰ যি স্তৰতে নাথাকা কিয়--তোমাৰ বাহ্যিক অৱস্থা যি কি নহওক--মন প্ৰাণ ঢালি অভ্যাস যোগৰ দ্বাৰা নিতৌ বিগ্ৰাহক ধ্যান কৰা (অবশ্যে বহুতৰ পক্ষে এই বিষয়ে শ্ৰীগুৰুৰ উপদেশ দৰকাৰ)  
—তেওঁৰ চৰণত নিজক সঁপি দিয়া—তেওঁৰ

চৈতন্যৰ আভাস নিজ চৈতন্যত পেলাবৰ চেষ্টা কৰা—  
দেখিবা হিয়াত খুন্দা মাৰি দি তেওঁ তোমাক কৰ্তব্য পথত পৰিচালিত কৰিব। এই অৱস্থাত অন্য মানুহে তোমাৰ অন্তৰৰ ভাব বুজি হয়তো তোমাৰ কোনো কোনো কাৰ্য্য অনুমোদন নকৰিব পাৰে কিম্বা তোমাক হাঁহিবও পাৰে; কিন্তু তাৰ নিমিত্তে ক্ৰোধপ নকৰিবা। স্বভাবজ ধৰ্ম পালন কৰি যোৱা।

\* \* \* \*

গীতাৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ দুটা শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু অৰ্জুন। আমি যিবিলাক কথা কৈছোঁ সেই বিলাক প্ৰায় অৰ্জুনৰ তত্ত্ব কথা। এতিয়া শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণতত্ত্বকথা সম্বন্ধে অলপ কবৰ মন কৰিছোঁ।

আগেয়ে কৈ আহিছোঁ যে শ্ৰীকৃষ্ণ পৰমাত্মচৈতন্য বা বিশ্বচৈতন্যৰ ৰূপক। কিন্তু গীতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণতত্ত্বকথা সম্বন্ধে এই টোৱেই সম্পূৰ্ণ কথা নহয়। শ্ৰীকৃষ্ণে গীতাৰ নানা স্থলত নানা ভাবে কথা কৈছে—কেতিয়াবা আত্মভাবৰ পৰা, কেতিয়াবা বিশ্বচৈতন্য ভাবৰ পৰা, কেতিয়াবা বা ঈশ্বৰ কিম্বা ব্ৰহ্মভাবৰ পৰা। আমি প্ৰধান প্ৰধান দুই এটি ভাবৰ বিষয়ে আভাস দিম।

প্ৰথম কথা হৈছে—আমি যি ক্ৰমবিকাশৰ কথা কৈছোঁ সেই ক্ৰমবিকাশ প্ৰকৃতিৰ অন্ধ নিয়ম অনুসাৰে নিয়ন্ত্ৰিত



## গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

নহয় । মানৱ ক্ৰমবিকাশত পূৰ্ণবিকশিত মানৱৰ—হিন্দু শাস্ত্ৰে সিদ্ধ ঋষি বোলা সেই পূৰ্ণতা লাভ কৰা মানৱৰ হাত আছে । সিদ্ধ ঋষি বিলাকৰ এটি সজ্ঞ আছে । সকলো মানৱাত্মাৰ ক্ৰমবিকাশৰ জৰি এক অৰ্থে তেওঁবিলাকৰ হাতত । তেওঁ-বিলাকৰ কিছুমানে সকলো জাতিৰ ভিতৰতে জন্মগ্ৰহণ কৰি মানৱক আচল পথৰ কথা নানাভাবে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে ।

এই ঋষিসমাজৰ এজন অধ্যক্ষ বা নায়ক আছে । তেওঁ আচলতে সমগ্ৰ পৃথিবীৰ ৰাজা । তেওঁৰ ইচ্ছাতে পৃথিবীৰ সকলো ক্ৰমবিকাশ চলিছে । তেওঁৰ ইঙ্গিতত এই ঋষিসমাজই কাম কৰে । পৃথিবীৰ কাৰ্য্য সুচাৰুৰূপে চলাবৰ কাৰণে এই ঋষিসমাজৰ দুটা বিভাগ আছে—এটা ধৰ্ম্ম আৰু শিক্ষা-বিস্তাৰৰ নিমিত্তে ; অন্যটো সমাজনীতি আৰু ৰাজনীতি প্ৰচলনৰ উদ্দেশ্যে । এই দুই বিভাগৰ দুইজন নায়ক আছে । সেই দুই জনৰ লগত একমত হৈ ঋষিবিলাকে কাম কৰে ।

পৃথিবীৰ ৰাজা জনৰ পদবীৰ নাম কুমাৰ । ধৰ্ম্ম আৰু শিক্ষা বিস্তাৰৰ নায়ক জনৰ পদবীৰ নাম জগদগুৰু বা কৃষ্ণ ; সমাজ আৰু ৰাজনীতিৰ নায়ক জনৰ পদবীৰ নাম মনু । এই পদবীবোৰ অধিকাৰ কৰা সকলক

## গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

যথাক্ৰমে কুমাৰ, জগদগুৰু বা কৃষ্ণ, আৰু মনু বোলে । শাস্ত্ৰত যি চাৰি সিদ্ধৰ কথা পোৱা যায় তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত সনৎ কুমাৰেই এতিয়া পৃথিবীৰ ভিতৰত বজা ।

যেতিয়া ধৰ্ম্মৰ গ্ৰানি আৰু অধৰ্ম্মৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় তেতিয়া কুমাৰৰ আদেশত কৃষ্ণ নিজে নামি আহে কিম্বা তেওঁৰ কোনো সহকাৰীক তদৰ্থে আদেশ দিয়ে । বেচি আৱশ্যক হলে নিজে আহে কম দৰকাৰত তেওঁৰ এজন সহকাৰীক পঠিয়ায় ; তেওঁ যেতিয়া নিজে নামি আহে তেতিয়া তেওঁৰ অবতৰনক লক্ষ্য কৰি অৱতাৰ বোলা হয় । এনেকৈ সময়ত মনু কিম্বা তেওঁৰ সাহায্যকাৰীও আহে ।

য'ক এতিয়া আৰু এটি কথা কৈ কৃষ্ণতত্ত্বৰ আৰু এটি আভাস দিবৰ চেষ্টা কৰিম । যি আত্মা আজি কালি কৃষ্ণপদবীত অধিষ্ঠিত আছে সেই আত্মা বহুযুগ পূৰ্বে মানৱ ক্ৰমবিকাশৰ অন্তৰ্গত আছিল—মানৱাত্মাৰ দৰে জন্মান্তৰ পৰিগ্ৰহণ কৰিছিল । এই পদবীত অধিষ্ঠিত হৈ তেওঁ এতিয়া যুগযুগান্তৰৰ নিজৰ জন্মান্তৰৰ কথা কব পাৰে । এই মানৱাত্মাভাবৰ পৰাই শ্ৰীকৃষ্ণে অৰ্জুনক কৈছিল,



গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

জন্মিছিলে'। ছয়ো। আমি বহুবাৰ আগে,  
তোমাৰ মনত নাই মোৰ মনে জাগে ।

ইয়াত তৰ্কৰ খাতিৰে কোনোবাট কব পাৰে যে তেওঁ  
অৱতাবৰূপে বহুবাৰ আহিছিল । কিন্তু আমি সেইটো মানিব  
নোৱাৰোঁ । কিয়নো অৰ্জুনৰ জন্মৰ লগত তেওঁৰ জন্মৰ  
সাদৃশ্য উপবোধ কথাত বেচকৈ পৰিস্ফুট । আৰু ৪ৰ্থ  
অধ্যায়ত এই কথাৰ তলত লেখা আন এটা কথাই আমাৰ  
মত সমৰ্থন কৰে ।

যেতিয়া ধৰ্ম্মৰ গ্লানি অধৰ্ম্মসংকাৰ,  
তেতিয়াই হওঁ মই নিজে অৱতাৰ । ৪ৰ্থ-৭ ।

ইয়াতে শ্ৰীকৃষ্ণে তেওঁৰ জন্ম আৰু অৱতাৰৰ প্ৰভেদ  
দেখুৱাইছে । যি কি নহওক অবিদ্বাসীৰ লগত তৰ্কত প্ৰবৃত্ত  
হবৰ আমাৰ এতিয়া অবসৰ নাই । গতিকে আমি তত্ত্বৰ  
কথা হে কম ।

আত্মতত্ত্বৰ হিচাবত শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কোৱা হৈছে । এতিয়া  
আগৈয়ে কোৱা অৱতাৰতত্ত্ব আৰু অলপ উল্লুংকিয়াম । শ্ৰীকৃষ্ণ  
যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হয়—যেতিয়া তেওঁ ধৰ্ম্মসংস্থাপন কৰিবলৈ  
নামি আহে,

গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

“সাধুসৰ বন্ধা কৰি বিনাশি দুৰ্জ্জন,  
যুগে যুগে আহি কৰো ধৰ্ম্মসংস্থাপন ।” ৪ৰ্থ— ।

তেতিয়া বাস্তৱিকে এটি অলৌকিক তত্ত্বকথাৰ আবিৰ্ভাব  
হয় । পৃথিৱীৰ অধীশ্বৰ কুমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভিতৰত আবিৰ্ভূত  
হয়—ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিপতি ঈশ্বৰে কুমাৰৰ ভিতৰেদি শ্ৰীকৃষ্ণৰ  
অন্তৰত অপৰিনীম শক্তি ঢালি দিয়ে আৰু ঈশ্বৰৰ ভিতৰে  
দি শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া ইচ্ছা পৰব্ৰহ্ম ভাবত নিমগ্ন হব  
পাৰে—সেই ভাবৰ পৰা কথা কব পাৰে—তেতিয়া কৃষ্ণ,  
কুমাৰ, ঈশ্বৰ, ব্ৰহ্ম একাত্ম হয় ।

সেই নিমিত্তেই শ্ৰীকৃষ্ণে গীতাত কৈছে—

মোৰ অলৌকিক তত্ত্ব যি জনে জানয়,  
দেহত্যাগ কৰি সিয়ে মোতে লীন হয় । ৪ৰ্থ—৯ ।

শ্ৰীকৃষ্ণৰ তত্ত্ব কথা সম্বন্ধে এতিয়া গীতাৰ পৰা উদাহৰণ  
দিয়া যাওক । আত্মভাবৰ উদাহৰণটো আমি আগৈয়ে কৈ  
আহিছোঁ । এতিয়া কুমাৰৰ, ঈশ্বৰৰ আৰু ব্ৰহ্মৰ সৈতে  
একাত্ম ভাব লক্ষ্য কৰি আধ্যাত্মিক সজ্জত তেওঁৰ নিজ  
পদবীৰ বিষয়ে কোৱা কথাটো কওঁ—



গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

ব্রহ্মৰ প্ৰতিষ্ঠা মই সুখৰ আলয়,  
মোক্ষপদো মোতে, মই ধৰ্ম্মৰ আশ্ৰয় । ১৪।২৭ ।

ঈশ্বৰ ভাবত শ্ৰীকৃষ্ণে কৈছে :—

জগতৰ সৃষ্টি স্থিতি উদ্ভৱ কাৰণ,  
জানি মোক পূজে পাৰ্থ, ভক্ত জ্ঞানীজন । ১০।২০ ।

আৰু ব্ৰহ্মভাৱত কৈছে—

অথবা বাহুল্যে তব কিবা প্ৰয়োজন ?  
একাংশে জগৎ মোৰ কৰিছোঁ ধাৰণ । ১০।৪২ ।

নিজ পদবীৰ ভাৱত থাকি ব্ৰহ্মৰ বিষয়ে ১৩শ অধ্যায়ত  
বৰ্ণনা কৰিছে—

যাৰ পাণি পদ শিৰ কৰ্ণ নেত্ৰানন,  
ব্যাপি আছে সৰ্বদায় সকলো ভুবন ।  
সৰ্বেন্দ্ৰিয় গুণাভাস, ইন্দ্ৰিয়বজ্জিত,  
নিৰগুণ, গুণভোক্তা, আসক্তি ৰহিত ।  
সুসূক্ষ্ম অচৰ চৰ সুদূৰে, অদূৰে,  
সকলো ভূতৰ ব্ৰহ্ম ভিতৰে বাহিৰে ।

গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

বিভক্তৰ ন্যায় থাকে ভূতে অনুক্ষণ,  
কিন্তু অবিভক্ত সদা ব্ৰহ্ম সনাতন ;  
জানিবা সৰ্বদা তেৰে জীৱৰ পালক,  
সৰ্বভূত সৃষ্টিকৰ্ত্তা সৰ্বসংহাৰক ।  
জ্যোতিষ্কৰ জ্যোতি তেওঁ মায়াৰ অতীত,  
জ্ঞান জ্ঞেয়ৰূপে থাকে সকলো হৃদিত ।

১৩।১৪ - ১৮।

এইকশে গীতাৰ নানাস্থলত নানাভাৱত শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা  
পোৱা যায় । ব্ৰহ্মৰ লগত একাত্ম ভাৱত থাকি সাধকক  
উৎসাহ দিবৰ কাৰণে ডাঠি কোৱা নিৰাশ হোৱাৰ সময়তো  
আশাৰ কনিকা বৰষা সেই সুমধুৰ কথা আশাৰেবে  
শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণতত্ত্বকথা সামৰা যাওক ।

মোতে একচিত্ত হই মোকে কৰা ধ্যান,  
মোৰ অনুগ্ৰহে সৰ্ববিঘ্নে পাবা ত্ৰাণ । ১৮।৫৮

তাৰ পাছত গীতাৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে অনাসক্তি; কিন্তু  
আত্মচৈতন্য আৰু বিশ্বচৈতন্য অনুভব কৰিব নোৱাৰিলে  
অনাসক্তি যে আচলতে কি তাৰ বেণুপৰিমাণো জ্ঞান  
নহয় । যি মানুহে জ্ঞাতসাৰে চৈতন্য বিকাশত হাত



দিছে তেওঁ হে অনাসক্তি আৰু গীতাৰ মৰ্ম অন্ততঃ কিছু পৰিমাণে বুজিব পাৰে। তেওঁ হে জীৱন যাত্ৰাৰ ঘাত প্ৰতিঘাত বিলাক আভ্যন্তৰিক সৌম্যতাৰ অৱলম্বন কৰি সহ্য কৰিব পাৰে।

আমি এই বোৰ কথা কোনোৰূপে কল্পনাৰ আশ্ৰয় লৈ লেখা নাই—আমাৰ নিজা চমু অভিজ্ঞতাৰ উপৰত থিয় দিহে এই বিলাক কথা লেখিছোঁ। আমি নিজ জীৱন যাত্ৰাত গীতাৰ যি অলপ পোহৰ শ্ৰীগুৰুৰ কৃপাত আৰু সাধনাৰ আশ্ৰয়ত জীৱনৰ বাটত পেলাব পাৰিছোঁ সেই পোহৰৰ কথাকি আভাস দিবৰ আশাত হে এই বিলাক কথা লেখিছোঁ। যাতে জীৱন যুদ্ধত নিৰাশ নহৈ অন্ততঃ দুই এজন ভাই ভনীও যেন এই অন্তৰ্জ্যোতিৰ সহায় লৈ চলিব পাৰে; অন্ততঃ যাতে এই পোহৰৰ ফালে মুখ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। আমি যি সকল সাধনাৰ বিভীষিকা আৰু সাংসাৰিক বন্ধাবাতৰ ভিতৰে দি চলিছোঁ তাক ভুক্তভোগীত বাজে আনে নাজানে; কিন্তু আমি আন্তৰিক শাস্তিৰে সৈতে সন্তোষ মনে চলিছোঁ আৰু ভবিষ্যতলৈ চলিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিয়নো, আমি বুজিছোঁ যে এই যে বিশ্বৰ খেলা চলিছে ইয়াৰ এটা অৰ্থ আছে—ইয়াত প্ৰত্যেকৰে এডোখৰ ঠাই আছে—দাবাৰ গুটী—

পৰমেশ্বৰৰ অভিপ্ৰায় অভিব্যক্ত কৰি সকলো চলিছে। আৰু আমি বুজিছোঁ যে

য'তে যোগেশ্বৰ হৰি, য'তে ধনঞ্জয়,

ত'তে শ্ৰী, বিজয়, নীতি—আনন্দ নিশ্চয়। ১৮—৭৮।

অৰ্থাৎ আত্মচৈতন্যস্থিত মানবাত্মাই সেই ঐশ্বৰচৈতন্য অনুভব কৰি পৰম বিভূৰ লগত ভিতৰুৱা সংস্পৰ্শ অনুভব কৰি সদায় আভ্যন্তৰিক আনন্দ উপভোগ কৰে।

আহা, ভাইভনীসকল সেই অমৃতৰ বাণী শুনাহি। হতাশ নহবা। লাহে লাহে খোজ লোৱা। বাহিৰে ভিতৰে ধুমুঠা আহিব, চউ খেলাৰ কিন্তু একোকে ভ্ৰক্ষেপ নকৰিবা। অন্তৰ্জীৱনৰ সেই জ্যোতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবা।

জ্যোতিষ্কৰ জ্যোতি তেওঁ মায়াৰ অতীত,

জ্ঞান জ্ঞেয়ৰূপে থাকে সকলো হৃদিত। ১৩। ১৮।

মনত ৰাখিবা আত্মচৈতন্য কিয়ৎ পৰিমাণে লাভ কৰিলেও বহু মানসিক ভয়ৰ হাত সাৰিব পাৰি। অৱশ্যে আত্মচৈতন্যত নিজক জাগ্ৰত কৰি ৰাখিব লাগিব—নহলে আত্মচৈতন্য লাভ কৰিও ভ্ৰম প্ৰমাদবশতঃ পুনৰায় তললৈ নামি আহি হতাশ মনে ভয়বিহ্বল চিত্ত হৈ নানা অৱস্থাত বাগৰি ফুৰিবৰ সন্তাৱনা। সাংসাৰিক লাভ লোকচানৰ



বিষয়ে বাবে বাবে হিচাব কৰি মূৰ ঘামোৱাত একো লাভ নাই—সাংসাৰিক ঘটনাক উচিত মূল্যত বিবেচনা কৰা আৰু কৰ্ম কৰি যোৱা—অন্তৰৰ আলোক জলাই লোৱা । অলপ জলাব পাৰিলেও বহু উপকাৰ পাবা । গীতাৰ কথাত,

নাই কোনো পাপ আৰম্ভৰো নাশ নাই,  
অল্লাহুষ্ঠানতো ভয় হস্তে ত্ৰাণ পায় । ২ । ৪০ ।  
একনিষ্ঠ চিন্তে মোক উপাসনা কৰি,  
মোৰ ভক্তে যায় যত যোগবিদ্য তৰি ;  
মোতে নিত্যযুক্ত ৰাখে চিত্ত বুদ্ধি মন,  
ময়ো নিত্য কৰোঁ তাৰ অভাৱ মোচন । ৯ । ২২ !  
মোত একচিত্ত হই মোকে কৰা ধ্যান,  
মোৰ অনুগ্ৰহে সৰ্ববিদ্যে পাবা ত্ৰাণ ;  
মদগৰ্বে মোক যদি কৰা অৱহেলা,  
সংসাৰ সাগৰে মগ্ন হব তব ভেলা । ১৮ । ৫৮ ।

গীতাৰ কেই ডোখৰমান ঠাই আমাৰ বৰ ভাল লাগে আৰু সেইবিলাক পঢ়ি দকৈ চিন্তা কৰিলে বিশেষ উপকাৰ পোৱা যায় । সেইবিলাক হৈছে ১য় অধ্যায়ৰ ২০—২৫ ; ৫৫—৫৮ । ৫ম অধ্যায়ৰ ৭—৯ ; ১৭—২৪ । ৬ষ্ঠ

অধ্যায়ৰ ৭-১৫ ; ১৮-২৬ ; ২৯-৩২ । ৯ম অধ্যায়ৰ ৪-৬ । ১১শ অধ্যায়ৰ বিশ্বকপ । ১২শ অধ্যায়ৰ ১৩-১৯ । ১৩শ অধ্যায়ৰ ৮-১২ ; ১৪-১৮ । ১৪শ অধ্যায়ৰ ২২-২৭ । ১৭শ অধ্যায়ৰ ১৫-১৭ । ১৮শ অধ্যায়ৰ ৫১-৫৪ । ইয়াত বাজেও কোনো কোনো শ্লোক বৰ মধুৰ আৰু প্ৰাণোন্মাদকাৰী ।

আৰু দুটা এটা কথাকৈ সামৰোঁ । আমি আত্মসংযম বিষয়ে নিজেও চেষ্টা কৰোঁ আৰু পৰকো উপদেশ দিওঁ । কিন্তু বাস্তবিকৈ বহুতে নাজানে আত্মসংযম কি ভেটিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত । যি নিজৰ মইত উপলব্ধি কৰিব পাৰা নাই—যি আত্মচৈতন্য ভূমিত থিয় হব পাৰা নাই তাৰ পক্ষে আত্মসংযম কৰিব যোৱা বৰ দুকল । বাস্তবিকৈ “মই”ৰ ভূমি আশ্ৰয় নকৰিলে আত্মসংযম কেবল কথাৰ কথা বুলিয়ে কব পাৰি । আমি প্ৰচাৰকৰ হিচাবে কথা কোৱা নাই—আমি সাধকৰ দৃষ্টিৰ পৰা সাধনাৰ ভূমিৰ কথা কৈছোঁ । প্ৰত্যেক সাধকেই আত্মসংযমৰ বিষয়ত ভূক্তভোগী আৰু সাধকবিলাকৰ চমু অভিজ্ঞতাৰ উপৰত বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰে । প্ৰত্যেক সাধকেই অনুভব কৰে যে গীতাৰ কথাই ঠিক—প্ৰকৃত মইৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিলে



সংযম সহজসাধ্য ; কিন্তু সেইফালে লক্ষ্য নাৰাখিলে  
হাজাৰ চেষ্টা কৰিও লক্ষ্য ভ্ৰষ্ট হোৱা যায় ।

মুক্তিলাভে যত্নপৰ বিবেকী জনৰ ;

উন্নত ইন্দ্ৰিয়ে কৰে হৰণ মনৰ

সদায় সংযমী কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞজন,

তুমিও সংযত হই মোত দিয়া মন । ২।৬০-৬১ ।

অভ্যাসযোগৰ দ্বাৰা আত্মচৈতন্যলাভ আৰু বিশ্বচৈতন্যত  
ভুমুকি ; তাৰ ফলত শান্তিলাভ, আত্মসংযম, ঐকান্তিকী ভক্তি  
আৰু আভ্যন্তৰিক অনাশক্তি—এয়ে গীতাৰ সাৰ মন্ত্ৰ ।

গুৰুৰ উপদেশ মতে সাধনাৰ ভূমি আশ্ৰয় কৰি শান্তি  
লভিবলৈ চেষ্টা কৰা । নিজ অন্তৰত শান্তি নাপালে  
বাহিৰত ক'তো শান্তি নোপোৱা ; কোনো বাহ্যিক বস্তুৱে  
তোমাক শান্তি দিব নোৱাৰে । অভ্যাস যোগেই জীৱনত  
ফলদায়ক হয় । অভ্যাসযোগ আশ্ৰয় কৰা পৰম মুখ  
লাভ কৰা ।

ইদৰে নিষ্পাপী যোগী মন থিৰ কৰি,

ব্রহ্মস্পৰ্শস্থ লভে পাপ তাপ এবি ;

আত্মস্থিত সৰ্বভূত, আত্মা সৰ্বভূতে,

সমদৰ্শী যোগী দেখে সকলো ঠাইতে । ৬।২৮-২৯।

আধ্যাত্মিক ৰাজ্যত—

যদি স্বৰ্গৰ সুধাবহ অমৃতক্ষৰ পবন হিল্লোলত প্ৰাণ  
মতলীয়া কৰিব খোজা—যদি মন্দাকিনীৰ পাৰত থকা নন্দন  
কাননৰ পাৰিজাতৰ গোকত আমোলমোল হব খোজা—যদি  
সাগৰৰ উত্তাল তৰঙ্গমালা দেখি কলনাৰ আশ্ৰয় লৈ বদ  
কাচলিত জকুমকু কৰা চউৰ উপৰত আনন্দত নাচি বাগি  
ফুৰিব খোজা—যদি সন্ধ্যা সময়ৰ ভাঙা ভাঙা মেঘৰ সুবৰ্ণ  
খচিত ওবণি গুচাই নীল আকাশৰ শান্ত নিৰ্মল ওপচিপৰা  
স্বৰ্গীয় জেউতি ভুমুকি মাৰি চাব খোজা, যদি প্ৰকৃতি দেবীৰ  
সেউজীয়া আৱৰণৰ ভিতৰেদি কাৰ মনমোহা মূৰতি প্ৰকাশিত  
হৈছে সেইটো হৃদয়ঙ্গম কৰিব খোজা আৰু জীৱন সঙ্গীত  
শুনি ভাবত ভাহি ভাবত হাঁহি ভাবে দি নিজক ধন্য কৰিবৰ  
ইচ্ছা কৰা, তেন্তে আহা ভাইভনীসকল, সাধনাৰ ভূমি আশ্ৰয়  
কৰি সেই পৰম আৰু চৰম সন্ধ্যাৰ প্ৰতি আমি ধাউতি  
কৰোঁহঁক ।

শুনা, অমৃতৰ বিশ্ববাসীপুত্ৰগণ !

সুৰলোক স্থিত কিম্বা নবলোকজন;

জানিছো পুৰুষ মই অতীব মহৎ,

আন্ধাৰৰ সিপাৰত ৰাজে সূৰ্য্যৰং ।



গীতাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থৰ আভাস ।

তেওঁক জানিলে মৃত্যু পাৰ হব পাৰি,  
নাই অন্য পথ আৰু মহতক এৰি ।

শ্বেতাস্বতৰ উপনিষদ ।

এই পথত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবৰ শক্তি তোমাতে নিহিত  
আছে ! এই পথত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে তুমিও কব  
পাৰিবা, অৰ্থবোধেৰে সৈতে কব পাৰিবা,

হৰিৰ অদ্ভুত ৰূপ স্মৰি ঘনে ঘন,  
আনন্দ সাগৰে ঘনে হওঁ নিমগন;  
য'তে যোগেশ্বৰ হৰি য'তে ধনঞ্জয়,  
ত'তে শ্ৰী, বিজয়, নীতি,—আনন্দ নিশ্চয় ।

১৮।৭৭-৭৮ ।

গুৱাহাটী }  
কাতি, ১৩২৫ }

হৰি ওঁ কৃষ্ণাৰ্পনমস্তু ।